বালাবতার।

শ্রীবংশদীপ স্থবির।

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপে মহা বিহারবাসী সঙ্ঘরাজ ধর্ম্মকীর্ত্তি মহাস্থবির প্রাথমিক-পালি-শিক্ষার্থীদের উপকারার্থে 'কচ্চায়নবুত্তি' নামক প্রসিদ্ধ পালিব্যাকরণ হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া "বালাবতার" নামক পালি-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। অধুনা পালি বা মাগধী ভাষার তিনখানি প্রসিদ্ধ মূল পালি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা — কচ্চায়ন, মোগ্গল্লায়ন ও সদ্দনীতি। "কচ্চায়নবুত্তি'র সূত্ররচনা-বিধান অতীব প্রশংসনীয়। ইহার সূত্রাবলম্বনে বুদ্ধপ্রিয় স্থবির বিরচিত "মহারূপসিদ্ধি" নামক আরও একখানি প্রকাণ্ড পালি ব্যাকরণ আছে। কিন্তু তাহা অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নহে।

বহুকাল হইতে লঙ্কা, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে ছোট বড় প্রত্যেক বিহার পরিবেনাদিতে আচার্য্য অধ্যাপকগণ আপনাদের শিষ্যবর্গকে এই বালাবতার ব্যাকরণ অতিশয় গৌরব ও আদরের সহিত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। এখনও উক্ত বৌদ্ধ-প্রধান দেশে আচার্য্যগণ তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে প্রথমে "বালাবতার" অধ্যয়ন করাইয়া তৎপরে "কচ্চায়ন ব্যাকরণ" কিম্বা "মহারূপসিদ্ধি" শিক্ষাদিয়া থাকেন। একমাত্র "বালাবতার" ব্যাকরণ ভালরূপে অধ্যয়ন করিতে পারিলে কচ্চায়নাদি অন্য বড় ব্যাকরণ আর না পড়িলেও চলে।

"বালাবতারে" সংজ্ঞা হইতে আরম্ভকরিয়া ক্রমান্বয়ে শেষভাগে কারক প্রকরণ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে কারক সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় যেইরূপ পরিপূর্ণাকারে দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোন ব্যাকরণে একস্থলে একত্রে এতগুলি বিষয় তেমন দৃষ্ট হয় না। লঙ্কা, ব্রহ্ম প্রভৃতি

দেশবাসী পালি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তাহাদের নিজ নিজ দেশ ভাষায় বালাবতারের কত রকম সান্নয় ব্যাখ্যাদি আছে। কিন্তু তাহা আমাদের বাঙ্গালী পালি-শিক্ষার্থীদের কোন উপকারে আসে না। আমাদের বঙ্গদেশীয় যাঁহারা পালি শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া থাকেন তাঁহারা তথায় "বালাবতার" অধ্যয়নের সময় যেইরূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন দেশে থাকিয়াও যাঁহারা "বালাবতার অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। এযাবত কোন পালি ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ বাহির হয় নাই দেখিয়া আমাদের পালি শিক্ষার্থীদের এই কষ্ট ও অসুবিধা দূরীকরণার্থে "বালাবতার" নামক পালি ব্যাকরণের সরল বঙ্গানুবাদ ব্যাখ্যাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে প্রত্যেক সূত্রের পদবিচ্ছেদ, শব্দার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। যেই যেই স্থলে অনুবাদ একটু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তাহার সরল ব্যাখ্যা দিয়া সুগম করা হইয়াছে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লঙ্কার শ্রীসুমঙ্গল স্থবির "সুবোধিকা" নামে বালাবতারের একখানা পালি টীকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই পালি টীকাও অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এই অনুবাদে আমি উল্লিখিত পালিটীকা হইতে বিশেষরূপে সাহায্য নিয়াছি। তাহা ছাড়া "কচ্চায়নবৃত্তি", "মহারূপসিদ্ধি" প্রভৃতি পালি ব্যাকরণ হইতেও অনেকটা সাহায্য লইয়াছি। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে লঙ্কার পানাদুর সহরে সদ্ধর্ম্মোদয় পিরিবেনে অবস্থান কালে আমি ইহার অনুবাদকার্য্য সম্পাদন করি। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও এতদিন তাহা ছাপাইতে কোনরূপ সুযোগ ঘটেনাই। অবশেষে আমার কয়েকজন বন্ধু ও পালিশিক্ষার্থীর বিশেষ অনুরোধে উহা ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। মুদ্রাকরের দোষে অনেক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি অনেক ভুল প্রমাদ রহিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও তাহা পরিহার করিতে পারিলাম না। আশা করি,

পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত দোষ মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার ইচ্ছা রহিল।

শুদ্ধিপত্র দেখিয়া ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রেসের গোলযোগে পুস্তকখানি একখণ্ডে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। দুইখণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল। প্রথম খণ্ডে সংজ্ঞা, সন্ধি, নাম, সমাস ও তদ্ধিত দিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আখ্যাত, কৃৎ ও কারক থাকিবে। ২য় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উপসংহারে এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সময়ে পরম স্নেহভাজন শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু প্রুফ সংশোধনাদি বহুকার্য্যে প্রাণপন পরিশ্রম করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার বিশেষ উৎসাহ না পাইলে এই পুস্তক এখনও ছাপান হইত না। তজ্জন্য ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করিবার সময় প্রাণপ্রতিম শ্রীমান জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছে। তজ্জন্য তাহাকেও প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রিয়দর্শী ভিক্ষু এবিষয়ে সর্ব্বদাই পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছে। তাহার উৎসাহ অতিশয় প্রশংসনীয়। ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

পরম করুণাস্পদ শ্রীমান জিনালঙ্কার ভিক্ষু এই পুস্তকের ছাপা খরচ বহন করিয়া কত যে মহৎ উপকার করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এ বিষয়ে তাহার সাহস ও উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। তাহাকেও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এখন এই পুস্তকের দ্বারা পালি শিক্ষার্থী দের উপকার হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। ইতি —

নাইখাইন, চট্টগ্রাম।
আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৩২ সাল।

অনুবাদক।

সূচিপত্র।

সংজ্ঞা	১
সন্ধি	৮
নাম	৩১
সমাস	১১৮
তদ্ধিত	১৪৫

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	বুদ্ধাম্বুর্জান	বুদ্ধম্বুজানি
২	১৬	ওকারান্তা	ওকারন্তা
৩	১৪	লহুকমত্তা	লহুকামত্তা
৩	২০	পূব্বে	পুব্বে
৪	১৫	ত এবং থ	ত্ এবং থ
৫	৭	মকারান্তা	মকারন্তা
৫	৭	অকৃথরাবন্তো	অকৃথরবন্তো
৫	১৪	মকারান্তা	মকারন্তা
৬	২২	নিগ্গহিতং	নিগ্গহীতং, সর্ব্বত্র এইরূপ
৭	৬	নিগ্রহিত	নিগ্রহীত
৭	১০	কেবলস্সপ্পযোগত্তা	কেবলস্সাপ্পযোগত্তা
৭	২২	উপবগ্গ	উপবগ্গা
৮	৯	পূব্বং	পুব্বং, সর্ব্বত্র এইরূপ
১৫	১৪	যা	যো
১৫	১৬	ইবন্নে	ইবন্নো
১৫	২২	তস্স	তিস্স
১৫	২২	চাদেসো	চাদেসে
১৬	১	সব্বোচংতী	সব্বোচংতি
১৭	১৬	বা	‘বা’
১৯	১৭	থাতাং	থাতং
২২	১২	হেবা	হে চ
২৩	১০	সংযোগে	সংযোগো
২৫	৭	সন্ধাযো	সন্ধযো
৩০	৩	লিঙ্গঞ্চ নিপচ্চতে	এস্থলে তাহা হইবে না
৩৭	১১	করণে ততিযা	‘করণে ততিযা’
৪৭	৮	“ঙ”	‘ত্ত’
৪৭	১৭	রঞ্ঞ্ঞো	রঞ্ঞো
৪৭	২৩	রাজা	রাজ
৫২	১৯	স্তুব	স্তু’ব
৫২	৯	লোপে	লোপো

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	২০	অনো	আনো
৭৩	১৯	'বন্তু' 'মন্তু' শব্দের	'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের
৭৪	৪,৬	রাজা	রাজ
৭৫	৭,৮	নপুংসকেহী	নপুংসকেহি
৭৫	১১	(অতোনিচ্চন্তেব)	এস্থলে তাহা হইবে না
৭৫	১৩	সিং	সি
৭৭	১৬	সা আগম	স আগম
৭৯	৭	নপুংসকেহী	নপুংসকেহি
৮১	১৩	সব্বদীনমকারতো	সব্বাদীনমকারতো
৮৩	৪	সব্বানমানং	সব্বনামানং
৮৭	২০	ততো তস্‌স স্‌সায	ততো সস্‌স স্‌সায
৮৭	২২	তস্‌স	সস্‌স
৯২	১২	মো	সো
৯৭	১৬	বন্নপদং	বন্নাপদং
১০০	১৪	বহুবচন'ন্তু	বহুবচনন্তা
১০২	৯	ইল্লমিল্লন্তীহি	ইল্লমিল্লন্তীহি
১০৭	১০	আদস্থ	আদিস্থ
১১৩	৬	আধুনাম্‌হি	অধুনাম্‌হি
১১৪	১১	সদসা	সদিসা
১১৫	৭	বিভত্তিযে	বিভত্তিযো
১১৫	২৪	সকল	সকল প্রযুক্ত
১১৫	২৫	তা	তাহাদের উত্তর কেবল
১২৫	১৭,২৩	সমাস্তন্তে	সমস্তন্তে
১৪৭	৭	যুন্না	যুবন্না
১৪৮	৫	সযুং	সিযুং
১৫১	১৭	উপগুনে	উপগুনো
১৫৩	৪	অগগঞ্‌ঞং	অগ্‌গঞ্‌ঞং
১৫৮	৫	ষট্‌ঠা	যিট্‌ঠা
১৫৮	২২	ইম	ইয
"	"	বুদ্ধ	বুদ্ধ
"	২৪	পচ্চ্‌ষা	পচ্চযা
১৫৯	৫	পচ্চ ষা	পচ্চযা

বালাবতার

নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

বুদ্ধং তিধাভিবন্দিত্বা বুদ্ধম্বুজ বিলোচনং
বালাবতারং ভাসিস্সং বালানং বুদ্ধি বুদ্ধিয়া।

অন্বয়। 'অহং' বুদ্ধম্বুজবিলোচনং বুদ্ধং তিধা অভিবন্দিত্বা বালানং বুদ্ধিবুদ্ধিয়া বালাবতারং ভাসিস্সং।

শব্দার্থ। অহং — আমি, গ্রন্থকার। বুদ্ধম্বুজ বিলোচনং — বুদ্ধ — বিকশিত, প্রস্ফুটিত; বুধধাতু জ্ঞানে, জাগরণে ও বিকশনে, এখানে বিকশনার্থে হইয়াছে। অম্বুজ — জলজ, পদ্ম। বিলোচনং — চক্ষু। বুদ্ধম্বুজবিলোচনং — বিকশিত-পদ্ম-চক্ষু; (বুদ্ধানিচ তানি অম্বুজানি চেতি বুদ্ধম্বুজানি, বুদ্ধাম্বুজনি বিয় বিলোচনানি যস্স সো বুদ্ধম্বুজবিলোচনো, তং বুদ্ধম্বুজবিলোচনং।) বুদ্ধং — বুদ্ধকে। তিধা — তিন প্রকারে, অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে। অভিবন্দিত্বা — অভিবাদন করিয়া, বন্দনা করিয়া। বালানং — বালকদিগের, শিক্ষার্থীদের। বুদ্ধি-বুদ্ধিয়া — জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য। বালাবতারং — বালাবতার নামক গ্রন্থ। ভাসিস্সং — বর্ণনা করিব।

বঙ্গানুবাদ। আমি বিকশিত-পদ্ম-চক্ষু বুদ্ধকে কায়-মনো-বাক্যে বন্দনা করিয়া বালকদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বালাবতার নামক পালি ব্যাকরণ বর্ণনা করিব।

সংজ্ঞা।

অক্‌খরাপাদয়ো একচত্তালীসং।

অক্‌খরাপি অকারাদয়ো একচত্তালীসং সুত্তন্তোপকারা।

তং যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব স হ ল অং ইতি।

পদবিচ্ছেদ। 'অক্‌খরা' — একপদ, 'অপি' — একপদ, 'আদযো' একপদ, 'একচত্তালীসং' — একপদ, চতুষ্পদী সুত্র।

শব্দার্থ। অক্‌খরা — অক্ষর সমূহ, অপি — সংযোজক অব্যয়, ও। আদযো — অকারাদি, অ আ ইত্যাদি (অ আদি যেসং তে আদযো)। এক চত্তালীসং — এক চল্লিশ। সুত্তন্তোপকারা — বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক শাস্ত্রের উপকারভূত।

বঙ্গানুবাদ। ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অ আ ইত্যাদি একচল্লিশটী বর্ণকে অক্ষর বলে। যথা, অ আ ই ঈ ইত্যাদি।

তত্থোদন্তা সরা অট্‌ঠ।

তত্থ অক্‌খরেসু ওকারান্তা অট্‌ঠ সরা নাম।

পদবিচ্ছেদ। তত্থ — একপদ, ওদন্তা — একপদ, সরা — একপদ, অট্‌ঠ — একপদ, চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তত্থ — তত্র, তথায়। অক্‌খরেসু — অক্ষর সমূহের মধ্যে। ওকারান্তা — ওকার পর্য্যন্ত। অট্‌ঠ — আট। সরা — স্বরবর্ণ সমূহ।

বঙ্গানুবাদ। সেই একচল্লিশটী অক্ষরের মধ্যে অ হইতে ওকার

পর্য্যন্ত আটটী অক্ষরকে স্বরবর্ণ বলে। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও।

তত্থেতি বত্ততে — তত্থ + ইতি বত্ততে — আছে। এখানে উল্লিখিত 'তত্থোদন্তা সরা অট্ঠ' এই সূত্র হইতে 'তত্থ' এই পদটী লইয়া পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সূত্রের অর্থ করিতে হইবে।

লহুমত্তা তয়ো রস্সা।

তত্থ সরেসু লহুমত্তা অ ই উ ইতি তয়ো রস্সা।

পদবিচ্ছেদ। লহুমত্তা — একপদ, তয়ো — একপদ, রস্সা — একপদ, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। লহুমত্তা — লঘুমাত্রা, এস্থলে মাত্রা শব্দের অর্থ 'নিমিষ' পরিমিত সময়। অর্থাৎ চক্ষের পলকমাত্র সময়; লঘুস্বরের উচ্চারণ কাল একমাত্রা অর্থাৎ এক পলক পরিমিত সময়, দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ কাল দুই মাত্রা অর্থাৎ দুই পলক পরিমিত সময়, এবং অস্বর ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ কাল অর্দ্ধমাত্রা বা অর্দ্ধপলক পরিমিত সময়; (লহুকমত্তা যেসং তে লহুকামত্তা ইতি বত্তব্বে ককারং লোপং কত্বা লহুমত্তা ইতি বুত্তং)। তয়ো —তিন। রস্সা — হ্রস্বস্বর। তত্থ সরেসু—সেই আটটী হ্রস্ব স্বরের মধ্যে।

বঙ্গানুবাদ। সেই আট প্রকার স্বরের মধ্যে অ ই উ এই তিনটী লঘুমাত্রা স্বরকে হ্রস্বস্বর কহে।

অঞ্ঞে দীঘা।

তত্থ সরেসু রস্সেহঞ্ঞে দীঘা. সংযোগতো পুব্বে এ ও রস্সা ইবোচ্চন্তে ক্বচি: অনন্তরা ব্যঞ্জনা সংযোগো। এত্থ, সেয্যো, ওট্ঠো, সোত্থি।

পদবিচ্ছেদ। অঞ্ঞে — একপদ, দীঘা — একপদ, দ্বীপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অঞ্ঞে — অন্যগুলি, অর্থাৎ হ্রস্বস্বর তিনটী ব্যতীত অপর

পাঁচটী স্বরবর্ণ। দীঘা — দীর্ঘস্বর। তত্থ সরেসু — সেই আটটী স্বরবর্ণের মধ্যে। রস্সেহি + অঞ্ঞে - রস্সেহঞ্ঞে। রস্সেহি—হ্রস্বস্বর ব্যতীত। অঞ্ঞে — অপর স্বরগুলি। সংযোগতো পূব্বে — সংযোগ বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে। এ, ও — একার এবং ওকার। রস্সাইব — হ্রস্বস্বরের ন্যায়। উচ্চন্তে — উচ্চারিত হয়। অনন্তরা — কাছা কাছি অর্থাৎ দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যভাগে স্বরবর্ণ না থাকিলে তাহারা পরস্পর অনন্তর বা কাছাকাছি বলিয়া কথিত হয়। ব্যঞ্জনা — ব্যঞ্জন বর্ণদ্বয়। সংযোগো — সংযোগ।

বঙ্গানুবাদ। সেই আট প্রকার স্বরবর্ণের মধ্যে হ্রস্বস্বর তিনটী ব্যতীত অপর পাঁচটী স্বরবর্ণকে দীর্ঘস্বর বলে। কিন্তু সংযোগ বর্ণের পূর্ব্বে একার এবং ওকার থাকিলে, সেই একার এবং ওকার হ্রস্বস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়, ক্বচিৎ।

দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণ না থাকিলে সেই ব্যঞ্জনবর্ণ দুইটী পরস্পর মিলিত হওয়ার নাম সংযোগবর্ণ বা সংযুক্তাক্ষর। যথা — এত্থ এস্থলে ত এবং থ এই উভয় ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণ না থাকাতে তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ত্থ হইয়াছে এবং এই সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে যেই একার আছে তাহা হ্রস্বস্বরের মত উচ্চারিত হইবে। সেয্যো এখানেও 'য্যো' এই সংযোগ বর্ণের পূর্ব্বে সকারের একার হ্রস্বস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হইবে। এইরূপ 'ওট্ঠো', 'সোত্থি' এখানেও সংযোগ বর্ণের পূর্ব্বে ওকার হ্রস্বস্বরের ন্যায় উচ্চারিত হইবে।

সেসা ব্যঞ্জনা।

সরে ঠপেত্বা সেসা কাদয়ো নিগ্গহিতন্তা ব্যঞ্জনা।

পদ বিচ্ছেদ। সেসা — একপদ, ব্যঞ্জনা — একপদ, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সেসা — স্বরবর্ণ ছাড়া অপর বর্ণগুলি। ব্যঞ্জনা — ব্যঞ্জন

বর্ণ সমূহ। সরেঠপেত্থা — স্বরবর্ণ ব্যতীত। কাদয়ো — ককারাদি অর্থাৎ ক হইতে নিগ্রহীতান্ত, অনুস্বার পর্য্যন্ত।

বঙ্গানুবাদ। আট প্রকার স্বরবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট ক হইতে অনুস্বার পর্য্যন্ত তেত্রিশটী অক্ষরকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

বগ্‌গা পঞ্চ পঞ্চসোমন্তা।

ব্যঞ্জন'নং কাদয়ো মকারান্তা পঞ্চ পঞ্চসো অক্‌খরাবন্তো বগ্‌গা। বগ্‌গানং পঠম দুতিয়া সোচাঘোসা। লন্তাঞ্‌ঞে ঘোসা।

পদ বিচ্ছেদ। বগ্‌গা — একপদ, পঞ্চ পঞ্চসো, — একপদ।

মন্তা — একপদ, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বগ্‌গা — বর্গ সকল। পঞ্চপঞ্চসো — পাঁচ পাঁচটী করিয়া। মন্তা — মকার পর্য্যন্ত। ব্যঞ্জনানং — বঞ্জনবর্ণ সমূহের মধ্যে। কাদয়ো — ককারাদি অর্থাৎ ককার হইতে। মকারান্তা — মকার পর্য্যন্ত। অক্‌খরবন্তো — অক্ষরবান বা অক্ষরবিশিষ্ট, অথবা অক্ষর সমূহ। বগ্‌গানং — বর্গগুলির মধ্যে। পঠম দুতিয়া — প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ। সো — সকার। অঘোসা — অঘোষ বর্ণ। লন্তা — লকার পর্য্যন্ত। অঞ্‌ঞে — অপর অক্ষরগুলি। ঘোসা — ঘোষ বর্ণ।

বঙ্গানুবাদ। ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহের মধ্যে ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণ পাঁচ, পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেক ভাগকে বর্গ বলে। প্রত্যেক বর্গের প্রথম অক্ষর ধরিয়া বর্গের নাম হইয়া থাকে। প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর এবং 'স' এই একাদশ অক্ষরকে অঘোষ বর্ণ বলে; ও প্রত্যেক বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অক্ষর এবং য র ল ব হ ল এক বিংশতি অক্ষরকে ঘোষবর্ণ কহে।

যথা :— ক খ গ ঘ ঙ কবর্গ,
চ ছ জ ঝ ঞ চবর্গ,
ট ঠ ড ঢ ণ টবর্গ,
ত থ দ ধ ন তবর্গ,
প ফ ব ভ ম পবর্গ।

ক খ, চ ছ, ট ঠ, ত থ, প ফ, স, ইহারা অঘোষ বর্ণ। গ ঘ ঙ, জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ ল, ইহারা ঘোষ বর্ণ। ঘোসাঘোস সঞ্ঞাচ — ঘোষ এবং অঘোষ এই সংজ্ঞা দুইটী 'পরসমঞ্ঞাপযোগে'তি এই সূত্রানুসারে সংগৃহীত হইয়াছে। এস্থলে 'পরসমঞ্ঞা' অর্থ — পর — অপর সংস্কৃত ব্যাকরণ। সমঞ্ঞা — সাধারণ। পরসমঞ্ঞা — পানিনি প্রভৃতি অপর সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ। পযোগে — প্রয়োজন হইলে। অর্থাৎ কাচ্চায়ন ব্যাকরণাচার্য্যের নিজকৃত সংজ্ঞা সূত্র আটটী মাত্র। ঘোষ ও অঘোষ প্রভৃতি কতকগুলি সংজ্ঞা সূত্র তাহাতে নাই। সুতরাং কাহারও প্রয়োজন হইলে তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবে। তদ্ধেতু 'পরসমঞ্ঞা পয়োগে' এই সূত্রটী করা হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে বালাবতার গ্রন্থকার ঘোষ ও অঘোষ এই সংজ্ঞা দুইটী সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে এখানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

এইরূপ লিঙ্গ, সর্ব্বনাম, পদ, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, আখ্যাত, কর্ম্ম প্রবচনীয় ইত্যাদি সংজ্ঞাও কাহারও দরকার হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবে।

অং ইতি নিগ্‌গহিতং।

অং ইতি অকারতো পরং যো বিন্দু সূয়তে তং নিগ্‌গহিতন্নাম।

পদবিচ্ছেদ। অং—একপদ, ইতি—একপদ, নিগ্‌গহিতং—একপদ. ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অং ইতি অকারতোপরং—'অং' এই অকারের পর। যো বিন্দু—যে বিন্দু। সূয়তে—শায়িত আছে। তং নিগ্‌গহিতং—তাহা নিগহিত বা অনুস্বার।

বঙ্গানুবাদ। 'অং' এই অকারের পর যে বিন্দুটী শায়িত আছে বা উচ্চারিত হইলে শুনা যায় সেই বিন্দুটীকে নিগ্রহীত বলে।

"বিন্দুচূলামনাকারো নিগ্‌গহিতং তি বুচ্চতে,
কেবলস্‌সপ্পয়োগত্তা অকারো সন্নিধীয়তে।"

অন্বয়। চূলামনাকারো বিন্দু নিগ্‌গহিতং'তি বুচ্চতে, কেবলস্‌স অপ্পয়োগত্তা অকারো সন্নিধীয়তে।

শব্দার্থ। চূলামনাকারোবিন্দু—রাজার চূড়ামণি সদৃশ গোলাকার বিন্দু, রাজ-মুকুটের মণির ন্যায় গোলাকার বিন্দু। নিগ্‌গহীতং—নিগ্রহীত। কেবলস্‌স—স্বরবর্ণ বিহীন একমাত্র অনুস্বারের। অপ্পযোগত্তা—প্রয়োগ বা উচ্চারণ হয় না বলিয়া। অকারো — অকার। সন্নিধীয়তে — সন্নিহিত করা হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বভাগে যোগ করা হয়।

বঙ্গানুবাদ। রাজার চূড়ামণি সদৃশ গোলাকার বিন্দুটীকে নিগ্রহীত বলে। স্বর বিহীন কেবল নিগ্রহীত উচ্চারিত হয় না বলিয়া তাহার সহিত অকার যোগ করা হয়। অকবগ্‌গহা কণ্ঠজা — অ, আ, কবর্গ এবং হ ইহারা কণ্ঠজবর্ণ। ই চবগ্‌গ যা তালুজা — ই, ঈ, চবর্গ এবং য ইহারা তালুজবর্ণ। উপবগ্‌গ — উ, ঊ এবং পবর্গ ইহারা ওষ্ঠজবর্ণ। টবগ্‌গ রলা — টবর্গ, র এবং ল ইহারা মূর্দ্ধজ বর্ণ। তবগ্‌গলসা — তবর্গ, ল এবং স ইহারা দন্তজবর্ণ।

সন্ধি।

স্বরসন্ধি।

লোক অগ্‌গো ইত্যস্মিং — লোক + অগ্‌গো ইতি অস্মিং।

শব্দার্থ। ইতি — ইহা। অস্মিং — এখানে অর্থাৎ এই পদ দুইটীকে এস্থলে সন্ধি করিতে হইবে।

"পূব্বমধোঠিতমস্‌সরং সরেন বিযোজযে" তি পূব্ব ব্যঞ্জনং সংতো পুথক্কাতব্বং।

পদবিচ্ছেদ। পূব্বং, অধোঠিতং, অস্‌সরং, সরেন, বিযোজযে।

শব্দার্থ। পূব্বং — পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্থাৎ পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণকে, এস্থলে 'লোক' এই পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ ককারকে। অধোঠিতং — অধোভাগে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ বামপার্শ্বে একটু সরাইয়া। অস্‌সরং — অস্বর করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ককারকে স্বর বিহীন করিয়া। সরেন — স্বরের দ্বারা বা স্বরবর্ণ হইতে। বিযোজযে — বিয়োগ করিবে বা পৃথক করিবে। পূব্বব্যঞ্জনং — পূর্ব্ব ব্যঞ্জনকে। সরতো — স্বরবর্ণ হইতে। পুথক্কাতব্বং — পৃথক করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণকে বামদিকে একটু সরাইয়া এবং তাহার স্বর হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে।

যথা, লোক্ — অ + অগ্‌গো।

সরাসরে লোপং।

অনন্তরে সরে পরে সরা লোপং পপ্পোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। সরা — একপদ, সরে — একপদ, লোপং — একপদ ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সরা—পূর্ব্বস্বর। সরে—স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। লোপং—লোপ হয়। অনন্তরে সরে পরে—অনন্তর বা সন্নিহিত স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, এস্থলে 'অনন্তরে' অর্থ অন্তর বা ব্যবধান রহিত। সরা—পূর্ব্বস্বর। লোপং—লোপ। পপ্পোন্তি—প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। বর্ণ ও কালের ব্যবধান রহিত স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ব স্বর লোপ হয়। যথা, লোক্+অগ্‌গো।

"নযে পরং যুত্তে"তি অস্‌সরো ব্যঞ্জনো পরক্‌খরং নেতব্বো।

শব্দার্থ। নযে—লইয়া যাইবে। পরং—পরাক্ষরে। যুত্তে—উপযুক্ত স্থান হইলে, বর্ণ ও কালের ব্যবধান না থাকায় এস্থলে উপযুক্ত স্থান বলিয়া জানিবে। অস্‌সরো ব্যঞ্জনো—অস্বর ব্যঞ্জনবর্ণ। পরক্‌খরং—পরাক্ষরে বা পরবর্ত্তী অক্ষরে। নেতব্বো—নেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গানুবাদ। অস্বর ব্যঞ্জনবর্ণকে পরাক্ষরে যোগ করিবে। যথা, লোকগ্‌গো।

শব্দার্থ। সরেতাস্মিং—সরে+ইতি+অস্মিং—'সরে' এই পদটীতে অর্থাৎ 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রের 'সরে' এই পদে। ওপসিলেসিকোকাস সত্তমী—ওপ সিলেসিক+ওকাস+সত্তমী; ওপসিলেসিকো—ঔপশ্লেষিক; ওকাস—অধিকরণ কারক; সত্তমী—সপ্তমী বিভক্তি। ততো—তাহা ছাড়া। বঞ্জকাল ব্যবধানে—বর্ণ ও কালের ব্যবধান থাকিলে। কারিযং—সন্ধিকার্য্য। ন হোতি—হয় না।

ভাবার্থ। আধার বা অধিকরণ চারি প্রকার:—ঔপশ্লেষিক, বিষয়, সামীপিক ও ব্যাপিক অধিকরণ কারক। 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রের 'সরে' এই পদে ঔপশ্লেষিক অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিষয়াদির অন্য কোনপ্রকার অধিকরণ কারক হইলে বর্ণ

ও কালের ব্যবধান হেতু সন্ধিকার্য্য হইবে না। এস্থলে ঔপশ্লেষিক অধিকরণে বর্ণ ও কালের ব্যবধান রহিত অতি আসন্ন স্থান বুঝায়, এতদ্ব্যতীত বর্ণ ও কালের ব্যবধান ঘটিলে পূর্ব্বস্বর লোপ হইবে না; সুতরাং আর সন্ধি হইবে না। যথা :—

(১) বর্ণের ব্যবধান :— মং অহাসি, এস্থলে অকার পরে থাকিলেও মধ্যে অনুস্বার থাকাতে মকারের অকার লোপ হইল না।

(২) কালের ব্যবধান :—

"পমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুম্মেধিনোজনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং ব রক্খতি॥"

এই চতুষ্পদী গাথার তৃতীয় পদের 'অপ্পমাদং' এই শব্দের আদি অকার পরে থাকিলেও কালের ব্যবধান হেতু দ্বিতীয় পদের 'জনা' এই শব্দের অন্ত্য আকার লোপ হইল না, সুতরাং সন্ধি হইল না। এইরূপ সকল সন্ধিতেই দ্রষ্টব্য।

শব্দার্থ। অনন্তরং — ইহার পর। পরস্স সরস্স — পরস্বরের। লোপং — লোপ। বক্খতি — বলা হইবে। তস্মা — তদ্ধেতু। অনেন — এই কারণে। পুব্বস্স — পূর্ব্ব স্বরের। লোপো — লোপ। ঞায়তি — বুঝা যায়। তেনেব — সেই কারণেই। সত্তমী নিদ্দিট্ঠস্স — সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া। পরতাপি — পরস্বর লোপ হওয়া এই অর্থও। গম্যতে — বুঝা যায়।

ভাবার্থ। 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্ব স্বরের লোপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তদনন্তর পরবর্ত্তী 'বা পরো অসরূপা' এই সূত্র দ্বারা পর স্বরের লোপ সম্বন্ধে বলা হইবে। 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রে 'সরে' এই সপ্তম্যন্ত পদ দ্বারা কেবল পূর্ব্বস্বরের লোপ সম্বন্ধে জানা যায় এমন নহে, তদ্বারা পরস্বরের লোপ ও বুঝা যায়; তথাপি

পরবর্ত্তী সূত্রে পরস্বরের লোপ সম্বন্ধে বলাতে উক্ত 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রের 'সরে' এই সপ্তম্যন্ত পদ দ্বারা কেবল পূর্ব্ব স্বরের লোপই বুঝিতে হইবে।

সরে'ত্যধিকারো—সরে + ইতি + অধিকারো। সরে 'সরাসরে লোপং' এই সূত্র হইতে স্বরে এই পদটী। ইতি — এই। অধিকারো — অধিকার বা যোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ 'সরাসরে লোপং' এই সূত্র হইতে সরে এই পদটী নিম্নলিখিত প্রত্যেক সূত্রে যোগ করিতে হইবে। 'পন ইমে, পনইমে 'তিহ'। ইতি — ইহা, এই পদগুলি। ইহ — এস্থলে, অর্থাৎ এই পদগুলি এখানে সন্ধি করিতে হইবে। 'সরা লোপং ইত্বেব'— ইতি + এব ; ইতি এব — এই পদ দুইটীও, অর্থাৎ 'সরাসরে লোপং' এই সূত্র হইতে সরা — একপদ, লোপং — একপদ, এই পদ দুইটীও লইয়া পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করতঃ সূত্রের অর্থ করিতে হইবে।

বা পরো অসরূপা।

অসমানরূপা সরমৃহা পরো সরো বা লুপ্যতে।

পদবিচ্ছেদ। বা, পরো অসরূপা, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বা — বিকল্পার্থে নিপাত পদ। পরো — পরের স্বর। অসরূপা — অসমান রূপ স্বরবর্ণের পর, এস্থলে অসমান রূপ স্বরবর্ণের অর্থ — অ, আ এই দুইটী স্বরের পক্ষে ই, ঈ ইত্যাদি অপর স্বরবর্ণগুলি অসমানরূপ ; ই, ঈ ইহাদের পক্ষে অ, আ উ ঊ ইত্যাদি অবশিষ্ট স্বরগুলি অসমানরূপ ; উ, ঊ ইহাদের পক্ষে এই দুইটী ব্যতীত অপর স্বরগুলি অসমানরূপ ; একারের পক্ষে একার ব্যতীত অপর স্বরগুলি অসমানরূপ ; তদ্রূপ ওকারের পক্ষে ওকার ব্যতীত অবশিষ্ট স্বরগুলি অসমানরূপ বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ। অসমান রূপ স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ ক্বচিৎ লোপ হয়। যথা :- পন+ইমে=পনমে, পন+ইমে=পনিমে, এস্থলে সরাসরেলোপং সূত্রানুসারে সন্ধি হইয়াছে।

বন্ধুস্‌স ইব, ন উপেতী তীধ। ইতি ইধ — ইহাদিগকে এখানে সন্ধি করিতে হইবে।

ক্বচাসবণ্ণং লুত্তে।

সরে লুত্তে পর সরস্‌স ক্বচি অসবণ্ণো হোতীতি ই, উ ইচ্চেতেসং ঠানাসন্না এ, ও।

পদবিচ্ছেদ। ক্বচি, অসবণ্ণং, লুত্তে, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ক্বচি — ক্বচিৎ। অসবণ্ণং — অসবর্ণ, অর্থাৎ ই, ঈ স্থানে একার এবং উ, ঊ স্থানে ওকার হওয়ার নাম অসবর্ণ। লুত্তে — লুপ্ত হইলে। সরে লুত্তে — পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে।

বঙ্গানুবাদ। অসমানরূপ স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে পরস্বর ক্বচিৎ অসবর্ণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ই ঈ স্থানে একার ও উ ঊ স্থানে ওকার হয়। যথা : - বন্ধুস্‌স+ইব=বন্ধুস্‌সেব, ন+উপেতি=নোপেতি।

তত্র অয়ং, যানি ইধ, বহু উপকারং, সদ্ধা ইধ, তথা উপমং, তোতস্মিং – ইতি+এতস্মিং অর্থাৎ ইহাদিগকে এখানে সন্ধি করিতে হইবে।

দীঘং।

সরে লুত্তে পরোসরো ক্বচি ঠানাসন্নং দীঘং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। দীঘং, একপদী সূত্র।

শব্দার্থ। দীঘং — দীর্ঘস্বর। সরে লুত্তে — পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে। পরোসরো — পরস্বর। ক্বচি — ক্বচিৎ। ঠানাসন্নং — বর্ণ ও কালের ব্যবধান রহিত আসন্নস্থানে। দীঘং যাতি — দীর্ঘস্বর প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে পরের স্বর, বর্ণ ও কালের ব্যবধান রহিত আসন্ন স্থানে ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা :— তত্র + অযং — তত্রাযং, যানি + ইধ — যানীধ, বহু + উপকারং — বহূপকারং, সদ্ধা + ইধ — সদ্ধীধ, তথা উপমং — তথূপমং। কিংসু ইধেত্যত্র। কিংসু — ইতি + অত্র অর্থাৎ ইহাকে এখানে সন্ধি করিতে হইবে।

পূব্বোচ।

সরে লুত্তে পূব্বোচ ক্বচি দীঘং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। পূব্বো, চ, দ্বীপদী সূত্র।

শব্দার্থ। পূব্বো — পূর্ব্বস্বর। সরে লুত্তে — পরস্বর লুপ্ত হইলে।

বঙ্গানুবাদ। পরস্বর লুপ্ত হইলে পূর্ব্বস্বর ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা :— কিংসু + ইধ কিংসূধ।

তে অজ্জ, তে অহং 'তেত্থ। — ইতি এত্থ। ইহাদিগকে এখানে সন্ধি করিতে হইবে।

যমেদন্তস্সাদেসো।

সরে পরে অন্তস্স একারস্স ক্বচি যো আদেসোহোতি।

পদবিচ্ছেদ। যং, এদন্তস্স, আদেসো ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। যং — যকার আদেশ। এদন্তস্স — পূর্ব্ব পদের অন্ত্য একারের স্থানে। আদেসো — আদেশ, অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের স্থানে যাহা হয় তাহার নাম আদেশ। সরে পরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। অন্তস্স একারস্স — পূর্ব্ব পদের অন্ত্য একারের স্থানে। য আদেসো হোতি — যকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য একারের স্থানে ক্বচিৎ যকার আদেশ হয়। যথা, তে + অজ্জ — ত্যজ্জ।

'দীঘং' তি ব্যঞ্জনে পরে ক্বচি দীঘো;

'দীঘং' এই সূত্রটি কাচ্চায়ন ব্যাকরণের ব্যঞ্জন সন্ধি হইতে লইয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার অর্থ — ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্বর ক্বচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা:— তে + অহং = ত্যাহং, এস্থলে 'যামেদন্তস্সাদেসো' এই সূত্রানুসারে অকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব একারের স্থানে যকার আদেশ হইয়াছে। তৎপর এই সূত্রানুসারে হকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব অকার দীর্ঘ হইয়াছে।

'ক্বচিতি কিং' — ক্বচি এই পদটীর কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র হয় না বলিয়া। যথা, ন + এথ — নেথ এখানে উক্ত প্রকার হইল না।

সো অস্স, অনু এতিত্যথ — ইতি + এথ — ইহাদিগকে এখানে সন্ধি করিতে হইবে।

বমোদুদন্তানং।

সরে পরে অন্তোকারুকারানং ক্বচি বো আদেসো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। বং, ওদুদন্তানং, দ্বীপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বং — বকার আদেশ। ওদুদন্তানং — পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ওকার এবং উকারের স্থানে। সরে পরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। অন্তোকারুকারানং — পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ওকার এবং উকারের স্থানে। বো আদেসো হোতি — বকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ওকার এবং উকারের স্থানে বকার আদেশ হয়। যথা, সো + অস্স — স্বস্স, অনু + এতি — অন্বেতি। 'ক্বচিতি কিং'? — ক্বচি এই পদটীর কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র হয় না বলিয়া। যথা, তযো + অস্সু — তযস্সু, সমেতু + আযস্মা — সমেতাযস্মা। এস্থলে উক্ত বিধান হইল না।

ইধ অহং, 'তীধ = ইতি, ইধ — এখানে ইহা সন্ধি করিতে হইবে।

দো ধস্‌সচ।

সরে পরে ধস্‌স ক্বচি দো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। দো, ধস্‌স, চ, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। দো — দকার। ধস্‌স — ধকারের স্থানে। চ — এবং ও, আর; সংযোজক অব্যয়। সরে পরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। দোহোতি — দকার হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ধকারের স্থানে ক্বচিৎ দকার আদেশ হয়। যথা:— ইধ + অহং — ইদাহং, এস্থলে 'দীঘং' এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হওয়াতে পরের স্বর দীর্ঘ হইয়াছে। এই সূত্রের চকার যোগে ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলেও ক্বচিৎ ধকারের স্থানে দকার আদেশ হয়। যথা:— ইধ + ভিক্‌খবে — ইদভিক্‌খবে।

পতি অন্তং, বুত্তি অস্‌সেতীহ — ইতি ইহ।

ইবণ্ণো যং নবা।

সরে পরে ইবণ্ণস্‌স যা নবা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ইবণ্ণো, যং, নবা — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ইবণ্ণে — ইবর্ণ অর্থাৎ ইকার ঈকার। যং — যকার। নবা — ক্বচিৎ, বিকল্পনার্থে নিপাত পদ। সরে পরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। ইবণ্ণস্‌স — ইকার এবং ঈকারের স্থানে। যোহোতি — যকার হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ইকার কিংবা ঈকারের স্থানে ক্বচিৎ যকার আদেশ হয়। যথা:— বুত্তি + অস্‌স — বুত্যস্‌স। কত যকারস্‌স তস্‌স "সব্বোচংতী" তি ক্বচিচাদেসো — এস্থলে "ইবণ্ণো যং নবা" এই সূত্রানুসারে তি কারের ইকার স্থানে যকার আদেশ করিয়া পরে

সেই যকার সহ তকার স্থানে "সব্বোচংতী" এই সূত্রদ্বারা চকার আদেশ করিবে। তাহা হইলে 'পরদ্বেভাবোঠানে' তি এই সূত্রদ্বারা সেই চকার দ্বিত্ব হইবে। যথা, পতি+অন্তং—পচ্চন্তং। এস্থলে পকারস্থ স্বরবর্ণ অকারের পর ব্যঞ্জনবর্ণ চকার আছে তাহারই দ্বিত্ব হইয়াছে। নবা তি কিং? 'ইবণ্ণো যং নবা' এই সূত্রের নবা এই পদটীর কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্তবিধান হয় না বলিয়া। যথা, পতি+অগ্‌গি—পটগ্‌গি, এস্থলে "ক্বচি পটি পতিস্‌স" এই সূত্রানুসারে 'পতি' শব্দের স্থানে 'পটি' আদেশ হইয়াছে, 'এবং সরাসরে লোপং' এই সূত্রানুসারে 'পটগ্‌গি' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

"বণ্ণগ্‌গহণং সব্বত্থ রস্‌সদীঘ সংগহণত্থং"

বণ্ণগ্‌গহণং — বর্ণ গ্রহণ অর্থাৎ 'ইবণ্ণো যং নবা' এই সূত্রে 'বণ্ণো' এই শব্দের প্রয়োগে। সব্বত্থ — সর্ব্বত্র। রস্‌সদীঘ সংগহণত্থং — হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর উভয় সংগ্রহ করিবার জন্য।

ভাবার্থ। 'ইবণ্ণোযংনবা' এই সূত্রে 'ইকারো' এইরূপ না লিখিয়া 'ইবণ্ণো' এইরূপ লিখিবার কারণ কি? ইহার কারণ:— 'কার' এই শব্দের দ্বারা কেবল হ্রস্বস্বর বা কেবল দীর্ঘস্বরই বুঝায়। এবং 'বর্ণ' এই শব্দ দ্বারা হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বরই বুঝায়। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর বুঝাইবার জন্যই এস্থলে 'বর্ণ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র 'বর্ণ' শব্দের প্রয়োগ থাকিলে হ্রস্ব দীর্ঘ উভয় স্বর বুঝিতে হইবে। যেমন:— অবর্ণ বলিলে অ আ উভয় বুঝায়; ইবর্ণ বলিলে ই ঈ উভয় বুঝায়; উবর্ণ বলিলে উ ঊ উভয় বুঝায়। যথা:— এবেতীহ — এব, ইতি ইহ — এখানে ইহা সন্ধি করিতে হইবে।

এবাদিস্সরি পুব্বোচ রস্সো।

সরতো পরস্স এবস্সাদি একারো রিত্তং নবা যাতি পুব্বো চ ঠানাসন্নং রস্সং।

পদবিচ্ছেদ। এবাদিস্স, রি, পুব্বো, চ, রস্সো — পাঁচপদী সূত্র।

শব্দার্থ। এবাদিস্স — 'ত্রব' এই শব্দের আদি একারের স্থানে। রি — রিকার আদেশ হয়। চ — এবং। রস্সো — হ্রস্বস্বর হয়। সরতো — স্বরবর্ণের পর। পরস্স এবস্স — পরবর্ত্তী 'এব' শব্দের। আদি একারো — আদি একার। রিত্তং যাতি — 'রি'কার প্রাপ্ত হয়। নবা — বিকল্পনার্থে নিপাত পদ। পুব্বো — পূর্ব্বস্বর। ঠানাসন্নং — বর্ণ ও কালের ব্যবধান রহিত আসন্ন স্থানে। রস্সং — হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণের পর 'এব' শব্দের আদি একারের স্থানে ক্বচিৎ 'রি'কার আদেশ হয় এবং পূর্ব্বস্বর হ্রস্ব হয়। যথা, যথা + এব—যথরিব, যথা + এব—যথেব। ন ইমস্স, তি অঙ্গিকং, লহু এস্সতি, অত্ত অথং, ইতো আয়তি, তস্মা ইহ, সব্‌ভি এব, ছঅভিঞ্ঞা, পুথএব, পা এবেতীহ — এব, ইতি ইহ।

বাত্বেব - বা পরো অসরূপা এই সূত্র হইতে বা এই পদটী লইয়া পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিবে।

যবমদন তরলা চাগমা।

সরে পরে যাদযো আগমা বা হোন্তি চকারেন গোচ।

পদবিচ্ছেদ। যবমদনতরলা, চ, আগমা, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। য ব ম দ ন তরলা — য, ব, ম, দ, ন, ত, র এবং ল। আগমা — আগম হয়। চ — সংযোজক অব্যয়। সরে পরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। যাদযো — যকারাদি অর্থাৎ য ব ম দ ন ত র এবং ল

২—

ইহারা। আগমা হোন্তি — আগম হয়। চকারেন — এই সূত্রের চকার যোগে। গো চ—গকার ও আগম হয়। বা—বিকল্পনার্থে নিপাত পদ।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে য, ব, ম, দ, ন, ত, র এবং ল ইহারা আগম হয় বিকল্পে। সূত্রের চকার যোগে গকার ও আগম হয়। যথা :— ন + ইমস্‌স—নযিমস্‌স, তি + অঙ্গিকং — তিবঙ্গিকং, লহু + এস্‌সতি — লহুমেস্‌সতি, অত্ত + অথং—অত্তদথং, ইতো + আযাত—ইতোনাযতি, তস্মা + ইহ—তস্মাতিহ, সব্‌হি + এব—সব্‌হিরেব, ছ + অভিঞ্ঞা—ছলভিঞ্ঞা, পুথ + এব—পুথগেব, পা + এব—পাগেব, এস্থলে 'রস্‌সং' এই সূত্রানুসারে গ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকাতে পূর্ব্ব দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়াছে। বাতিকিং — বা এই পদটীর কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্ত বিধান হয়না বলিয়া। যেমন :— ছঅভিঞ্ঞা, পুথএব, পাএব ইত্যাদি স্থলে 'সরেকচি' এই সূত্রানুসারে স্বরবর্ণ পরে থাকাতে ও পূর্ব্বস্বরের প্রকৃত রূপই রহিয়াছে, সুতরাং আর সন্ধি হইল না।

অভি উগ্‌গতো 'ত্যত্র — ইতি অত্র। "অন্ডোঅভী" তি এই সূত্র অনুসারে 'অভি' এই শব্দের স্থানে অন্ডো' আদেশ হয়। যথা :— অভি + উগ্‌গতো—অন্ডুগ্‌গতো।

ব্যঞ্জন সন্ধি।

ব্যঞ্জনে'ত্যধিকারো — ইতি অধিকারো, অর্থাৎ 'সরা পকতি ব্যঞ্জনে' এই সূত্র হইতে ব্যঞ্জনে এই পদটী লইয়া পরবর্ত্তী সূত্র সমূহে যোগ করিতে হইবে।

ক্কচিত্বেব — ইতিএব, সরেক্কচি এই সূত্র হইতে ক্কচি এই পদটী লইয়া কেবল নিম্নসূত্রেই যোগ করিবে।

সো ভিক্খু, কচ্চিনু ত্বং জানেম তং, তীহ-ইতি ইহ।

লোপঞ্চ তত্রাকারো।

ব্যঞ্জনে পরে সরানং ক্বচি লোপো হোতি তত্র লুত্তেঠানে অকারাগমো চকারেন ওকারুকারাপি।

পদবিচ্ছেদ। লোপং, চ, তত্র, আকারো — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। লোপং — লোপ প্রাপ্ত হয়। তত্র — সেইলুপ্ত স্থানে। আকারো — আকার আগম হয়। ব্যঞ্জনে পরে — ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে। সরানং — পূর্ব্বস্বরের। লোপোহোতি — লোপ হয়। তত্র লুত্তেঠানে — সেই লুপ্ত স্থানে। অকারাগমো — অকার আগম হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। ওকারুকারাপি — ওকার এবং উকার ও আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্বর ক্বচিৎ লুপ্ত হয়, এবং সেই লুপ্ত স্থানে অকার আগম হয়, সূত্রের চকার যোগে ওকার এবং উকার ও আগম হয়। যথা ঃ— সো + ভিক্খু — সভিক্খু, কচ্চিনু + ত্বং — কচ্চিনোত্বং, জানেম + তং — জানেমুতং। ক্বচিতি কিং — উক্ত সূত্রে 'ক্বচি' শব্দের প্রয়োগ কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্ত বিধান হয় না বলিয়া। যেমন ঃ— সো + মুনি = সোমুনি, এখানে সন্ধি হইল না।

উ ঘোসো, আ খাতাং তীহ — ইতি ইহ। দ্বে ভাবো ঠানে ইত্বেবা — ইতি এব, অর্থাৎ 'পর দ্বে ভাবোঠানে' এই সূত্র হইতে 'দ্বে ভাবো', 'ঠানে' এই পদ দুইটীও নিম্ন সূত্রে যোগ করিয়া সূত্রের অর্থ করিতে হইবে।

বগ্গে ঘোসাঘোসানং ততিয়পঠমা।

বগ্গে ঘোসাঘোসানং চতুত্থ দুতিযানং তব্বগ্গে ততিযপঠমা যথাসঙ্খ্যং যুত্তে ঠানে দ্বিত্ত যন্তি।

পদবিচ্ছেদ। বগ্‌গে, ঘোসাঘোসানং, ততিযপঠমা, — ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। বগ্‌গে — বর্গে, বর্গস্থ। ঘোসাঘোসানং — ঘোষ ও অঘোষ বর্ণের। ততিয পঠমা — তৃতীয় ঘোষবর্ণ ও প্রথম অঘোষবর্ণ। বগ্‌গে ঘোসাঘোসানং — বর্গীয় ঘোষ ও অঘোষ বর্ণের অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গের চতুর্থ ঘোষবর্ণ ও দ্বিতীয় অঘোষবর্ণের। তব্বগ্‌গে — সেই বর্গীয়। ততীয পঠমা — তৃতীয় ঘোষবর্ণ প্রথম অঘোষ বর্ণ। দ্বিত্তং যন্তি — দ্বিত্ব হয়।

বঙ্গানুবাদ। বর্গীয় চতুর্থ ঘোষবর্ণ ও দ্বিতীয় অঘোষ বর্ণের সহিত সেই বর্গীয় তৃতীয় ঘোষবর্ণ এবং প্রথম অঘোষ বর্ণ যথাক্রমে দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গের চতুর্থ ঘোষবর্ণের সহিত সেই বর্গের তৃতীয় ঘোষবর্ণ দ্বিত্ব হয় এবং দ্বিতীয় অঘোষ বর্ণের সহিত সেই বর্গের প্রথম অঘোষ বর্ণ দ্বিত্ব হয়। যথা, উ + ঘোসো—উগ্‌ঘোসো, আ + খাতং —অক্‌খাতং এস্থলে 'রস্‌সং' ইতি সূত্রানুসারে খ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকাতে পূর্ব্বস্থর হ্রস্ব হইয়াছে। পর + সহস্‌সং—পরোসহস্‌সং, অতিপ্প + খো, তীত। "ক্বচি ও ব্যঞ্জনেতি" অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ক্বচিৎ ওকার আগম হয়। যথা :— 'পরোসহস্‌সং' এস্থলে ব্যঞ্জনবর্ণ স পরে থাকাতে তৎপূর্ব্বে ওকার আগম হইয়াছে এবং 'সরাসরে লোপং' এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব রকার ওকারে যুক্ত হইয়া সন্ধি হইয়াছে। অতিপ্পগোখো এস্থলে 'যবমদনতরল চাগমা' এই সূত্রের চকার যোগে ওকার পরে থাকাতে গকার আগম হইয়াছে। অব নদ্ধা 'তাত্র — ইতি অত্র।

"ও অবস্‌সে" তি অর্থাৎ অব শব্দের স্থানে ক্বচিৎ ওকার আদেশ হয়। যথা, অব + নদ্ধা—ওনদ্ধা। ক্বচিতি কিং এই সূত্রে ক্বচি শব্দ প্রয়োগ করিবার কারণ কি? সর্ব্বত্র উক্ত বিধান হয় না বলিয়া। যথা :— অব + সুস্‌সতু—অবসুস্‌সতু এস্থলে উক্ত প্রকার হইল না।

নিগ্‌গহীত সন্ধি।

নিগ্‌গহীতং 'ত্যধিকারো — অথ্যাৎ নিগগহিতং এই পদটী নিম্নলিখিত প্রত্যেক সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

কিং কতো, সং জাতো, সং ঠিতো, তং ধনং, তং মিত্তং 'তীহ।

বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে।

বগ্‌গ ব্যঞ্জনে পরে বিন্দুস্‌সতব্বগ্‌গন্তো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। বগ্‌গন্তং, বা, বগ্‌গে — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বগ্‌গন্তং — বর্গের অন্ত্য বর্ণ, অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ। বা — বিকল্পে। বগ্‌গে — বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে। বগ্‌গা ব্যঞ্জনে পরে — বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে। বিন্দুস্‌স — অনুস্বারের স্থানে। তব্বগ্‌গন্তো হোতি — সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

বঙ্গানুবাদ। বর্গীয় ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় যথা ঃ— কিং + কাতো = কিঙ্কাতো, সং + জাতো = সঞ্জাতো, সং + ঠিতো = সণ্ঠিতো, তং + ধনং = তন্ধনং, তং + মিত্তং = তম্মিত্তং। বাতিকিং — এই সূত্রের 'বা' এই পদটীর কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্ত নিয়ম হয় না বলিয়া, যেমন ঃ— ন তং কম্মং এস্থলে উক্ত নিয়মে সন্ধি হইল না। বাকারেনেব লে লো চ — এই সূত্রের 'বা' এই পদের দ্বারাই, লে — লকার পরে থাকিলে, লো — লকার হয় অর্থাৎ এই সূত্রের বা এই পদের যোগে ল পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে লকার আদেশ হয়। যথা ঃ— পুং + লিঙ্গং = পুল্লিঙ্গং। বা 'ত্যধিকারে — বা ইতি অধিকারে, 'বগ্‌গন্তং বা বগ্‌গে' এই সূত্র হইতে বা এই পদটী লইয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক সূত্রে যোগ করিতে হইবে। এবং অস্‌স, এতং অবোচেতীহ।

মদাসরে।

সরে পরে বিন্দুনো মদা বা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। মদা, সরে, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। মদা — ম এবং দকার। সরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে; বিন্দুনো — অনুস্বারের স্থানে।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে ম এবং দকার আদেশ হয়। যথা ঃ— এবং + অসস্ = এবমস্স। এতং + অবোচ = এতদবোচ। বাতি কিং — এই সূত্রে বা এই পদের প্রয়োগ কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্ত নিয়ম হয় না বলিয়া; যথা ঃ— মং + অজিনি, এস্থলে সন্ধি হইল না। তং এব, তং হি 'তীহ — ইহ।

এহেঞ্ঞংং।

একারে হেবা পরে বিন্দুনো ঞোবা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। এহে, ঞ্ঞ, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। এহে — এ এবং হকার পরে থাকিলে। ঞ্ঞংং — ঞ্ঞ আদেশ হয়। একারে হে চ পরে — একার এবং হকার পরে থাকিলে। বিন্দুনো — অনুস্বারের স্থানে। ঞো হোতি — ঞ আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। একার এবং হকার পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে ঞ আদেশ হয়। যথা ঃ— তং + এব = তঞ্ঞেব। এস্থলে 'পর দ্বে ভাবো ঠানে' এই সূত্রানুসারে ঞ দ্বিত্ব হইয়াছে। তং + এব = তমেব, এস্থলে 'মদাসরে' এই সূত্রানুসারে কার্য্য হইয়াছে। তং + হি = তঞ্হি, পক্ষে — তং হি। এস্থলে এই সূত্রের 'বা' যোগে সন্ধি হইল না। সংযোগো 'তীহ — ইতি ইহ।'

সযেচ।

সকারে পরে তেন সহ বিন্দুনো ঞ্ঞো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। স, যে, চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। স — সহিত, নিপাত পদ। যে — যকার পরে থাকিলে। যকারে পরে — যকার পরে থাকিলে। তেন সহ — তাহার সহিত। বিন্দুনো — অনুস্বারের স্থানে। ঞ্ঞো হোতি — ঞ আদেশ হয়। দ্বিত্তে — দ্বিত্ব হইলে।

বঙ্গানুবাদ। যকার পরে থাকিলে সেই যকার সহ অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে 'ঞ' আদেশ হয় এবং ঞ দ্বিত্ব হয়। যথা:— সং + যোগো = সঞ্ঞোগো, সংযোগে — এস্থলে সন্ধি হইল না। চক্খু অনিচ্চং, অবসিরো'তীহ — ইতি ইহ। আগমো ক্বচিত্বেব — ক্বচি ইতি এব। অর্থাৎ 'যবমদন তরল চাগমা' এই সূত্র হইতে আগমো এই পদটী এবং 'ক্বচি ও ব্যঞ্জনে' এই সূত্র হইতে 'ক্বচি' পদটী নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

নিগ্গহীতঞ্চ।

সরে ব্যঞ্জনে বা পরে ক্বচি বিন্দ্বাগমো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। নিগ্গহীতং, চ — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। নিগ্গহীতং — অনুস্বার। সরে ব্যঞ্জনে বা পরে — স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে। বিন্দ্বাগমো হোতি — অনুস্বার আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ক্বচিৎ অনুস্বার আগম হয়। যথা:— চক্খু + অনিচ্চং = চক্খুং অনিচ্চং, অব + সিরো = অবংসিরো। বিদূনং অগ্গং, তাসং অহং 'তীহ — ইতি ইহ। "ক্বচিলোপং"তি এই সূত্রের অর্থ স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ক্বচিৎ অনুস্বার লোপ হয়। যথা:— বিদূনং + অগ্গং = বিদূনগ্গং, তাসং + অহং =

তাসাহং এস্থলে 'দীঘং' এই সূত্রানুসারে অকার দীর্ঘ হইয়াছে। বুদ্ধনং সাসনং, সং রাগো 'তীহ — ইতি ইহ।' "ব্যঞ্জনেচে"তি এই সূত্রের অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ক্বচিৎ অনুস্বার লোপ হয়। যথা :— বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং, সং + রাগো = সারাগো এস্থলে 'দীঘং' এই সূত্রানুসারে সকারের অকার দীর্ঘ হইয়াছে।

বীজং ইবেতীহ — ইব ইতি ইহ।

পরো বা সরো।

বিন্দুনো পরো সরো বা লুপ্যতে।

পদবিচ্ছেদ। পরো, বা, সরো — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। পরোসরো — পরের স্বর। বা — বিকল্পে। লুপ্যতে — লুপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। অনুস্বারের পরস্বর বিকল্পে লুপ্ত হয়। যথা :— বীজং + ইব = বীজংব। এবং অস্সেতীহ — অস্স — ইতি ইহ।

ব্যঞ্জনো চ বিসঞ্ঞোগো।

বিন্দুনো পরে সরে লুত্তে সংযোগো ব্যঞ্জনো বিনট্ঠ সংযোগো হোতীতি (পুব্ব স লোপো)।

পদবিচ্ছেদ। ব্যঞ্জনো, চ, বিসঞ্ঞোগো — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ব্যঞ্জনো — সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ। বিসঞ্ঞোগো — বিনষ্ট সংযোগ হয়। পুব্ব স লোপো — পূর্ব্ব 'স' লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অনুস্বারের পর স্বর লুপ্ত হইলে সংযোগ ব্যঞ্জনবর্ণ বিনষ্ট সংযোগ হয়, অর্থাৎ সযুংক্ত ব্যঞ্জনবর্ণদ্বয়ের পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ হয়। যথা :— এবং + অস্স = এবংস, এস্থলে পূর্ব্ব সকারের লোপ হইল।

অবমিশ্র সন্ধি।

অনুপদিট্ঠানং বুত্তযোগতো।

ইধানিদ্দিট্ঠা সন্ধয়ো বুত্তানুসারেন ঞেয়্যা।

পদবিচ্ছেদ। অনুপদিট্ঠানং, বুত্তযোগতো — দ্বিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। অনুপদিট্ঠানং — উপসর্গ নিপাতাদির যোগে পূর্ব্বে অনুক্ত সন্ধিগুলির রূপসিদ্ধি। বুত্তযোগতো — পূর্ব্বে উল্লিখিত সন্ধিগুলির সূত্রানুসারে। ইধ — এস্থলে। অনিদ্দিট্ঠা সন্ধয়ো — উপসর্গ নিপাতাদির যোগে যে সকল সন্ধি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই সে সকল সন্ধি। ঞেয়্যা — জ্ঞাতব্য। বুত্তানুসারেন — স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধির সূত্রানুসারে।

বঙ্গানুবাদ। উপসর্গ নিপাতাদির যোগে যে সকল সন্ধি পূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই এখানে উক্ত স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও নিগ্রহিত সন্ধির সূত্রানুসারে তাহাদের রূপ সিদ্ধি দ্রষ্টব্য। যথাঃ — যদি + এবং = যজ্জেবং, বোধি + অঙ্গা = বোজ্ঝঙ্গা, এস্থলে পূর্ব্বে উক্ত "ই বণ্ণ যং নবা" সূত্রানুসারে ইকারের স্থানে যকার আদেশ করিয়া পরে—যাদেসে ··· ··· ··· বোজ্ঝঙ্গা। যাদেসে—"ইবণ্ণোযংনবা" সূত্রানুসারে যকার আদেশ হইলে। ইনিনাসুত্তেনা "অনুপদিট্ঠানং বুত্তযোগতো" এই সূত্রানুসারে। দযকার সংযোগস্স — 'দ্য' এই সংযুক্তবর্ণের স্থানে। জো — জকার আদেশ হয়। 'ধয়' কারসংযোগস্স — 'ধ্য' এই সংযুক্তবর্ণের স্থানে। ঝো — ঝকার আদেশ হয়। দ্বিত্তে — "পরদ্বেভাবোঠানে" এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইলে।

বঙ্গানুবাদ। 'ইবণ্ণোযং নবা' সূত্রানুসারে যকার আদেশ হইলে, এই সূত্রানুসারে 'দ্য' এই সংযুক্ত বর্ণস্থানে জ কার এবং ধ্য এই সংযুক্ত বর্ণ স্থানে ঝকার আদেশ হয়। যথাঃ — যদি + এবং = যজ্জেবং, বোধি + অঙ্গা = বোজ্ঝঙ্গা। এস্থলে 'পরদ্বেভাবোঠানে' এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। অসদিস সংযোগে — অসদৃশ ব্যঞ্জনবর্ণদ্বয় সংযুক্ত হইলে,

একসরূপতাচ — সেই ব্যঞ্জনবর্ণদ্বয় এক সদৃশ হয়। অর্থাৎ অসদৃশ দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সংযোগ হইলে সেই অসদৃশ ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বয় এক সদৃশ হয়। যথাঃ — পরি + এসনা = পয্যেসনা, এস্থলে 'ইবণ্ণোযংনবা' সূত্রানুসারে ইকারের স্থানে যকার আদেশ করাতে 'র্য' হইল, এই 'র' এবং যকার উভয় পরস্পর অসদৃশ বর্ণ; পুন "দোধস্স চ" এই সূত্রানুসারে রকার স্থানে য কার আদেশ করাতে তাহারা পরস্পর এক সদৃশ হইল, এখানে "দোধস্স চ" এই সূত্রের অবয়বার্থ ছাড়িয়া কেবল নিয়মটাই গ্রহণ করা হইয়াছে। বণ্ণানং — বর্ণ সমূহের। বহুত্তং — বাহুল্য, অধিকতা। বিপরিততা — বিপরীত ভাব।

ভাবার্থঃ — কোন কোন শব্দের বর্ণবৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন শব্দের বর্ণদ্বয় বিপরীত ভাব ধারণ করে। যথাঃ—স + রতি = সুমরতি, এস্থলে 'যবমদন তরল চাগমা' এই সূত্রের চকার যোগে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকাতে মকার আগম হইয়াছে, তদপর "লোপং চ তত্রাকারো" এই সূত্রের চকার যোগে ব্যঞ্জনবর্ণ মকার পরে থাকাতে সকারের অকার লোপ এবং সেই লুপ্তস্থানে উকার আগম হইয়াছে। এবং = ইত্থেবং, এস্থলে 'বমোদুদন্তানং' এই সূত্রের বিভাগানুসারে একার পরে থাকাতে পূর্ব্ব পদের অন্ত্য ইকারের স্থানে বকার আদেশ হইয়াছে। সা + ইত্থি = সোত্থি, এস্থলে "পুব্বোচ" এই সূত্রের চকার যোগে ইকারের লোপ হওয়াতে পূর্ব্ব আকারের স্থানে ওকার আদেশ হইয়াছে। বুস + এব = বুসমিব, এস্থলে "যবমদন তরল চাগমা" এই সূত্রানুসারে মকার আগম হইয়াছে, তৎপর "রস্সং" এই সূত্রানুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ মকার পরে থাকাতে পূর্ব্বস্বর আকার হ্রস্ব হইয়াছে, তদনন্তর "এবদিস্সরি পুব্বোচ রস্সো" এই সূত্রের চকার যোগে এব শব্দের আদি একারের স্থানে ইকার আদেশ হইয়াছে। বহু + আবাধো = বহ্বাবাধো, এস্থলে "বমোদুদন্তানং" এই সূত্রানুসারে আকার পরে থাকাতে পূর্ব্বপদের অন্ত্য

উকার স্থানে বকার আদেশ হইয়াছে, পরে "দো ধস্‌স চ" এই সূত্রের চকার যোগে হকারের স্থানে বকার এবং বকারের স্থানে হকার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। অধি + অভবি = অদ্ধাভবি, এস্থলে 'অজ্ঝো অধি' এই সূত্রের যোগেও বিভাগানুসারে অকার পরে থাকাতে 'অধি' শব্দের স্থানে 'অদ্ধ' আদেশ হইয়াছে, তৎপরে 'দীঘং' এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হওয়াতে পরস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। সুখং = সুখে, দুক্‌খং = দুক্‌খে, এস্থলে 'সিং' এই সূত্রের যোগে ও বিভাগানুসারে অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ প্রথমার একবচন 'সি' বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হইয়াছে। জীবো = জীবে, এস্থলে 'সো' এই সূত্রের যোগ ও বিভাগানুসারে অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ প্রথমার একবচন 'সি' বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হইয়াছে। উপরে উক্ত হইল 'সূত্রের যোগে ও বিভাগানুসারে' এস্থলে সূত্রের যোগ ও বিভাগের নিয়ম কই, যেমন, 'সিং' এই সূত্রের পদ বিচ্ছেদ — সি, অং, এই দ্বিপদী সূত্র, অর্থাৎ 'সি' 'অং' হোতি — হয় উক্ত দ্বিপদের মধ্যে 'অং' পদটী ত্যাগ করিয়া 'সি' পদটী গ্রহণ করত তাহার সহিত 'এ' একটী পদ যোগ করিলে 'সি, এ, হইল অর্থাৎ সিএহোতি, এইরূপে সূত্রবিভাগ ও যোগ করিতে হয়। সেইরূপ সূত্রের যোগ বিভাগানুসারে অন্যান্যদের রূপসিদ্ধি দ্রষ্টব্য। 'রদানংলো' অর্থাৎ র এবং দকার স্থানে লকার আদেশ হয়, যথাঃ— পরি + বোধো = পলিবোধো, এস্থলে 'ক্কচিপটিপতিস্‌স' এই সূত্রের যোগ বিভাগানুসারে বকার পরে থাকাতে 'পরি' স্থানে 'পলি' আদেশ হইয়াছে। এইরূপ পরি + দাহো = পরিলাহো, এখানে 'পরি' শব্দের পর দকার স্থানে মূর্দ্ধজ লকার আদেশ হইয়াছে। সরে ব্যঞ্জনে বা পরে বিন্দুনো ক্কচি সো —"মদাসরে"— এই সূত্রের যোগ বিভাগানুসারে স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বার স্থানে ক্কচিৎ মকার আদেশ হয় এবং সেই মকার অনুপযুক্ত স্থান হেতু পরাক্ষরে যোগ হয় না। যথা, মং +

অভাসী = মম্ অভাসী, এস্থলে অস্বর ম্‌কার পরস্বরে যোগ হইল না। বুদ্ধং + সরণং = বুদ্ধম্ সরণম্, এস্থলে ব্যঞ্জনবর্ণ সকার পরে থাকাতে অনুস্বারের স্থানে ম্‌কার আদেশ হইয়াছে।

বিন্দুতো পরসরানমঞ্ঞস্সরতাপি — অনুস্বারের পরস্বর ক্বচিৎ অন্ত্যস্বর বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা :— তং + ইমিনা = তদমিনা, এস্থলে অনুস্বারের পরস্বর ইকার অকারে পরিবর্ত্তন এবং 'মদাসরে' এই সূত্রানুসারে সেই অকার পরে থাকাতে অনুস্বারের স্থলে দ কার আদেশ হইয়াছে। এবং + ইমং = এবুমং, এস্থলে অনুস্বারের পরস্বর ইকার উকারে পরিবর্ত্তন এবং "ক্বচি লোপং" এই সূত্রানুসারে সেই উকার পরে থাকাতে অনুস্বারের লোপ হইয়াছে। কিং + অহং = কেহং, এস্থলে অনুস্বাবের পরস্বর অকার একারে পরিবর্ত্তন এবং "ক্বচি লোপং" এই সূত্রানুসারে সেই একার পরে থাকাতে অনুস্বারের লোপ, তৎপরে "সরাসরে লোপং" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্ব ইকারের লোপ হইয়াছে। "বাক্য সুখুচ্চারণত্থং ছন্দহানিত্থঞ্চ বণ্ণলোপো 'পি" — বাক্যের সুখোচ্চারণের জন্য এবং গাথার ছন্দ রক্ষার্থে ক্বচিৎ বর্ণ লোপ হইয়া থাকে। যথা :— পটিসঙ্খায + যোনিসো = পটিঙ্খাযোনিসো, এস্থলে সুখোচ্চারণের জন্য "লোপং চ তত্রাকারো" এই সূত্রের চকার যোগে ব্যঞ্জন বর্ণ যকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব ব্যঞ্জন যকার লুপ্ত হইয়াছে। "লাপূনি সীদন্তি সিলা প্লবন্তি," এস্থলে এই একাদশ অক্ষরী গাথা পদের ছন্দ রক্ষার্থে "অলাপুনি" এই শব্দের আদি অকার লোপ করিয়া "লাপুনি" করা হইয়াছে। বুত্যাভেদায় বিকারোপি — গাথার বৃত্তি রক্ষার্থে ক্বচিৎ বর্ণ বিকারও ঘটে, (বুত্তি + অভেদায = বুত্ত্যাভেদায)। যথা :— অকরম্হসেতে কিচ্চং" — এই গাথা পদের হকারের একার দীর্ঘস্বর হইলে গাথার 'বুত্তি' নষ্ট হইয়া যায়, কারণ উক্ত প্রকার গাথার প্রত্যেক পদের বা চরণের প্রথম চারিটী

অক্ষরের পর যগন হয়। ছন্দ শাস্ত্রমতে যগণের আদি একটী অক্ষর লঘু এবং শেষের দুইটী অক্ষরগুরু, সুতরাং বৃত্তি (বুত্তি) রক্ষার জন্য সেকারের দীর্ঘ একার স্থলে হ্রস্ব অকার আদেশ করিয়া "অকর মহসতে কিচ্চং" এইরূপ করা হইয়াছে।

"অক্খর নিযমোছন্দং গরুলহু নিযমো ভবে বুত্তি
দীঘো সংযোগাদি পুব্বোরস্সোচ গরুলহুতুরস্সো।"

অন্বয়। অক্খরা নিযমো ছন্দং ভবে, গরুলহু নিযমো বুত্তি ভবে, দীঘোচ সংযোগাদি পুব্বোরস্সোচ গরুভবে, লহুতুরস্সো ভবে।

শব্দার্থ। অক্খরানিযমোছন্দং ভবে — একাদিক্রমে অক্ষর সংখ্যার নিয়ম ছন্দ নামে কথিত হয়, একটী গাথাকে চারি অংশ করিলে ইহার প্রত্যেক অংশকে পদ বা চরণ কহে, প্রত্যেক চরণের অক্ষর সংখ্যা এক সমান; এইরূপ একটী চরণে এক অক্ষর হইতে ২৬ অক্ষর পর্য্যন্ত থাকে, পালিতে ততোধিক সংখ্যক অক্ষর থাকেনা। এইরূপ গাথার একটী চরণে এক হইতে ২৬টী পর্য্যন্ত যে অক্ষর নিয়ম তাহার নাম ছন্দ। অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে ছন্দও নানা প্রকার, যেমন — গাথার চরণ একাক্ষরে হইলে তাহার নাম 'উত্তা,' দুই অক্ষরে হইলে তাহার নাম 'অত্যুত্তা,' তিন অক্ষরে হইলে তাহার নাম 'মজ্ঝা,' চারি অক্ষরে হইলে তাহার নাম 'পতিট্ঠা,' পাঁচ অক্ষরে হইলে তাহার নাম 'সুপ্পতিট্ঠা,' ছয় অক্ষরে হইলে তাহার নাম 'গাযত্তি,' সাত অক্ষরে 'উণ্হি,' আট অক্ষরে 'অনুট্ঠুভং,' নয় অক্ষরে 'ব্রহতি,' দশ অক্ষরে 'কন্তি,' এইরূপে যাবৎ ২৬ অক্ষর তাবৎ এক একটী ছন্দের এক একটীর পৃথক পৃথক নাম। গরু লাহো নিযমো বুত্তি ভবে — গাথার প্রত্যেক পদের বা চরণের গুরু লঘু অক্ষর-নিয়ম বৃত্তি নামে কথিত নয়, অর্থাৎ যে যে গণে চরণ হয় সেই সেই গণের প্রয়োগ বিধিকে বৃত্তি কহে। গণের প্রয়োগ বিধানানুসারে

বৃত্তির ও নানা নাম, যথা ঃ— তগণ ও যগণ যুক্ত বৃত্তির নাম 'তনুমজ্ঝা'; মগণ, সগণ এবং অন্তে একটি গুরু অক্ষর যুক্ত বৃত্তির নাম 'চম্পক মালা'। তিন তিনটী স্বর বর্ণে এক একটী গণ হয়। যাহার তিনটী স্বর গুরু তাহার নাম মগণ। যাহার তিনটি স্বর লঘু তাহার নাম ণগণ। যাহার আদি স্বর গুরুও অপর দুইটী লঘু তাহার নাম ভগণ। যাহার আদিস্বর লঘু ও অপর দুইটী গুরু তাহার নাম যগণ। এইরূপ চারিটী গণ "বুত্তোদয়" নামক ছন্দশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দীঘো চ সংযোগাদি পুব্বোরস্সোচগরু ভবে — দীর্ঘ স্বর বলিলে কেবল দীর্ঘ স্বর ও দীর্ঘ, সংযোগ বর্ণের পূর্ব্ব হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘ এবং অনুস্বারের পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ বলা হয়; যেমন ঃ— আ, অস্স, অং। লাহুতুরস্সো ভবে — হ্রস্ব স্বর বলিলে কেবল লঘু স্বরই হ্রস্ব স্বর নামে কথিত হয়, যথা ঃ— অ, ই, উ।

"এবমঞ্ঞাপি বিঞ্ঞেয্যা সংহিতা তন্তিযা হিতা
সংহিতা'তি চ বণ্ণানং সন্নিধা ব্যবধানতো।"

অন্বয়। এবং তন্তিযা হিতা অঞ্ঞাপি সংহিতা বিঞ্ঞেয্যা সংহিতা ইতি চ বণ্ণানং সন্নিধা ব্যবধানতো হোতি।

শব্দার্থ। এবং — এইরূপ। তন্তিযা — পালিভাষার। হিতা — হিত, অনুকুল। অঞ্ঞা — অপর। অপি — ও। সংহিতা — সন্ধি। বণ্ণানং — পূর্ব্বপদের অন্ত্যবর্ণ এবং পর পদের আদি বর্ণ এই বর্ণ দ্বয়ের। সন্নিধা ব্যবধানতো — সন্নিধান ও বর্ণ কালের অব্যবধান হেতু। হোতি — হয়।

বঙ্গানুবাদ। পালি ভাষার প্রয়োজনীয় অপর সন্ধি গুলিও উক্ত নিয়মে দ্রষ্টব্য। বর্ণ বা কালের ব্যবধান না থাকিলে পূর্ব্ব পদের অন্ত্যবর্ণ ও পর পদের আদি বর্ণের সন্ধি হইয়া থাকে।

নাম।

জিন বচন যুত্তংহি

'তি সব্বত্থাধিকারো লিঙ্গঞ্চ নিপচ্চতে।

শব্দার্থ। জিন বচন যুত্তং — বুদ্ধবাক্য ত্রিপিটক শাস্ত্রের পালি ভাষানুযায়ী। সব্বত্থ — সর্ব্বত্র, সমস্ত সূত্রে। অধিকারো — সম্বন্ধ।

বঙ্গানুবাদ। 'জিন বচন যুত্তংহি' এই সূত্রটী নিম্নে প্রত্যেক সূত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সূত্র গুলির কার্য্য করিতে হইবে।

লিঙ্গঞ্চ নিপচ্চতে।

ধাতুপচ্চয় বিভত্তি বজ্জিত মত্থযুত্তং সদ্দরূপং লিঙ্গংনাম।

পদবিচ্ছেদ। লিঙ্গং, চ, নিপচ্চতে, — ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। লিঙ্গং — লিঙ্গ, প্রাতিপাদিক। নিপচ্চতে — নিষ্পন্ন করা হইতেছে। ধাতু পচ্চয় বিভত্তি বজ্জিতমত্থযুত্তং — ধাতু, প্রত্যয় এবং বিভক্তি বর্জ্জিত ও অর্থযুক্ত। সদ্দরূপং—শব্দরূপ। লিঙ্গং নাম — লিঙ্গ নামে কথিত হয়। জিন বচন যোগ্গং — জিন বচন যোগ্য। লিঙ্গং — লিঙ্গ। ইধা — এস্থলে, এই ব্যাকরণে। ঠপীযতে — স্থাপন করা হইতেছে। নিপ্ফাদিযতে — নিষ্পন্ন করা হইতেছে।

বঙ্গানুবাদ। ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জ্জিত এবং অর্থ যুক্ত শব্দকে লিঙ্গ বলে। জিন বচন যোগ্য লিঙ্গ এঃলে, নিষ্পন্ন করা হইতেছে। যেমনঃ—'বুদ্ধ' এই শব্দটীর দ্বারা বুধ ধাতু, কিংবা ত প্রত্যয়ের কোন একটি বুঝাইতেছেনা, এবং বিভক্তিও এখন যোগ করা হয় নাই, অথচ ইহার অর্থটী বেশ বুঝা যাইতেছে, তাহাই এঃলে লিঙ্গ নামে কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধ ইতিঠিতেঃ—বুদ্ধ এই লিঙ্গটী থাকিলে, অর্থাৎ বুদ্ধ শব্দটী থাকিলে তদুত্তর বিভক্ত্যাদি যোগ হইবে।

ততো চ বিভত্তিযো

তস্মা লিঙ্গাপরা বিভত্তিয়ো হোন্তি চকারেন তাসং একবচনাদিপঠমাদি সঞ্ঞাচ।

পদ বিচ্ছেদ। ততো, চ, বিভত্তিয়ো, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ততো — তাহার পর। বিভত্তিয়ো — বিভক্তি সকল। তস্মালিঙ্গাপরা — সেই লিঙ্গের পর। বিভত্তিয়ো হোন্তি — বিভক্তি সকল যোগ হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। তাসং — সেই বিভক্তি গুলির। একবচনাদি — একবচনাদি সংজ্ঞা, অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন হয়। পঠমাদি সঞ্ঞা — প্রথমাদি সংজ্ঞা, অর্থাৎ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়।

বঙ্গানুবাদ। সেই জিন বচন যুক্ত লিঙ্গের পর যথা যোগ্য বিভক্তি সকল যোগ হয়। সূত্রের চকার যোগে বিভক্তি গুলির একবচন ও বহুবচন এবং প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী সংজ্ঞা হয়। "সিযো অংযোনাহিসনংস্মাহি সন স্মিংসু" তি বিভত্তিয়ো।

শব্দার্থ। সি, যো, অং, যো, না, হি, স, নং, স্মা, হি, স, নং, স্মিং, সু. ইহারা বিভক্তি।

বিভক্তি	একবচন,	বহুবচন।
প্রথমা	সি	যো
দ্বিতীয়া	অং	যো
তৃতীয়া	না	হি
চতুর্থী	স	নং
পঞ্চমী	স্মা	হি
ষষ্ঠী	স	নং
সপ্তমী	স্মিং	সু

লিঙ্গত্থে পঠমা।

যো কম্মকত্তাদিবত্থন্তরমপ্পত্তো সস্সরূপট্ঠো সুদ্ধো সো লিঙ্গত্থো নাম। তস্সাভিধানমত্তে পঠমাবিভত্তি হোতি তস্সাপনিযমে, একম্হি বত্তব্বে একবচনং সি।

পদবিচ্ছেদ। লিঙ্গত্থে, পঠমা — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। লিঙ্গত্থে — লিঙ্গার্থে, লিঙ্গ বুঝাইলে। পঠমা — প্রথমা বিভক্তি। যো — যাহা। কম্মকত্তাদি বত্থন্তরমপ্পত্তো — কর্ম্ম কর্ত্তাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ কত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারকে পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। সস্সরূপট্ঠো — স্বরূপে স্থিত। সুদ্ধো — অন্য কোন কারকাদির অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া নিজের অবস্থাতেই স্থিত থাকা বশতঃ শুদ্ধ। সো লিঙ্গত্থো নাম — তাহা লিঙ্গার্থ নামে কথিত হয়। তস্সভিধানমত্তে — সেই লিঙ্গার্থের নামের উল্লেখ মাত্রেই। পঠমা বিভত্তি হোতি — প্রথমা বিভক্তি হয়। তস্সাপনিযমে — লিঙ্গ বা শব্দের নাম মাত্রেই কোন প্রথমা বিভক্তি হয়, তাহার নিয়ম নাই। কারণ প্রথমা বিভক্তি একবচন ও বহুবচন ভেদে দুই প্রকার। বক্তার ইচ্ছানুসারে তাহা একবচন বা বহুবচনে হইতে পারে। একম্হি বত্তব্বে একবচনং — লিঙ্গ একটী মাত্র বুঝাইলে একবচন এবং দুই বা ততোধিক বুঝাইলে বহুবচন নামে কথিত হয়।

বঙ্গানুবাদ। যাহা কর্ম্ম কর্ত্তাদির অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় নাই, নিজের স্বরূপেই স্থিত ও শুদ্ধ, তাহাকে লিঙ্গার্থ বলে। তাহার নামের উল্লেখ মাত্রেই প্রথমা বিভক্তি হয়। কিন্তু তাহারও নিয়ম নাই, কারণ প্রথমা বিভক্তি একবচন ও বহুবচন ভেদে দুই প্রকার। বক্তার ইচ্ছানুসারে

৩—

একবচন বা বহুবচনে হইতে পারে। সুতরাং তাহা একবচনে হইলে একবচন 'সি' বিভক্তি এবং বহুবচনে হইলে বহুবচন 'যো' বিভক্তি তদুত্তরে যোগ করিতে হইবে। ইহা দেখাইবার জন্যই পরবর্ত্তী সূত্র সংগৃহীত হইয়াছে। লিঙ্গ একটী মাত্র বুঝাইলে একবচন এবং দুই বা ততোধিক বুঝাইলে বহুবচন নামে কথিত হয়। অতোত্বেব — ইতি এব, অর্থাৎ 'অতোনেন' এই সূত্র হইতে 'অতো' এই পদটী পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

(বুদ্ধ)

সো।

অকারন্তা পরস্স সিস্স ও হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সি, ও — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সি — সিবিভক্তি। ও — ওকারাদেশ। অকারন্ত পরস্স সিস্স — অকারান্ত শব্দের পর সি বিভক্তি স্থানে। ও হোতি — ওকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের উত্তর সি বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়।

সরস্স লোপো মাদেসপ্পচ্চযাদিম্হি সরলোপে তুপকতি।

অং আদিস্মু পরেসু সরস্স লোপো হোতি। তস্মিং কতে তু হ্বচাদিনা অসবণ্ণে পত্তে পকতি হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সরলোপো, মাদেসপ্পচ্চযাদিম্হি, সরলোপে, তু, পকতি, — পাঁচপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সরলোপো — পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হয়। মাদেসপ্পচ্চযাদিম্হি — 'অং' বিভক্তি আদেশ ও প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে অর্থাৎ 'অং' বিভক্তি,

বিভক্ত্যাদেশ তদ্ধিত, আখ্যাত, কৃৎ প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে, এস্থলে 'আদি' শব্দ দ্বারা আখ্যাত ও কৃদন্ত পদের মধ্যে 'আগম' ও সংগৃহীত হইতেছে। সরলোপে — পূর্ব্ব স্বর লোপ হইলে। তু — এস্থলে অবধারনার্থক অব্যয়। পকতি — পরস্বরের প্রকৃত রূপ হয়। অং আদিসু পরেসু — অং ইত্যাদি বিভক্তি পরে থাকিলে। সরস্স লোপো হোতি — পূর্ব্বস্বরের লোপ হয়। তস্মিং কতে — পূর্ব্বস্বর লোপ করিলে। কচাদিনা — 'কচাসবণ্ণংলুত্তে' সো লিঙ্গথো নাম। তস্সাভিধানস্তে পঠমাবিভত্তি হোতি তস্সাপনিয়মে একম্হি বত্তব্বে একবচনং সি। এই সূত্রানুসারে। অসবণ্ণেপ্পত্তে — অসবর্ণ প্রাপ্ত হইলে। পকতি হোতি — এই সূত্রানুসারে তাহার প্রকৃত রূপই হয়।

বঙ্গানুবাদ। অং, আদেশ ও প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হয়। পূর্ব্বস্বর লুপ্ত হইলে পরস্বরের অসবর্ণ না হইয়া প্রকৃত রূপই হইয়া থাকে॥

নযে পরং যুত্তে।

এবমুপরি সরলোপাদি।

পদবিচ্ছেদ। নযে, পরং, যুত্তে — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। নযে — লইয়া যাইবে। পরং — পরাক্ষরে। যুত্তে — উপযুক্ত স্থান হইলে। এবমুপরি — এইরূপে উপরে লিখিত অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত সূত্রানুসারে। সরলোপাদি — 'সরাসরে লোপং' ইত্যাদি সূত্রানুসারে॥

বঙ্গানুবাদ। অস্বর ব্যঞ্জনবর্ণ পরাক্ষরে লইয়া যাইবে। যথা :— বুদ্ধো, এস্থলে আদেশ ওকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব অকারের লোপ হইয়াছে, লোপ হওয়াতে পরস্বরের 'কচাসবণ্ণং লুত্তে' এই সূত্রানুসারে অসবর্ণ হওয়ার ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া বর্ত্তমান সূত্রানুসারে তাহার প্রকৃত রূপই হইয়াছে।

বহুম্হি বত্তব্বে বহুবচনং যো। বহুম্হি বত্তব্বে — বহু অর্থাৎ একের অধিক বুঝাইলে। বহুবচনং — বহুবচন হয়। অতোবাত্তব্বে — অতোনেন এই সূত্র হইতে 'অতো' এবং 'সোবা' এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদ দুইটী নিম্নসূত্রে যোগ করিতে হইবে।

সব্বযোনীনমাএ।

অকারন্তাপরেসং পঠমদুতিযাযোনীনং যথাসঙ্খ্যং আ এ বা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। সব্বযোনীনং আ, এ — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সব্বযোনীনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'যো' বিভক্তির এবং 'নি' আদেশের স্থানে। 'আ' 'এ' — আ এবং একার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রথমার বহুবচনে 'যো' বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ এবং দ্বিতীয়ার বহুবচন 'নি' আদেশের স্থানে একার আদেশ হয় বিকল্পে। যথা :— বুদ্ধ + যো, বুদ্ধ + আ = বুদ্ধা। বাতি কিং — সূত্রে 'বা' এই পদের কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র উক্ত নিয়ম হয় না বলিয়া। যেমন, অগ্‌গযো। লিঙ্গত্থে পঠমাত্তব্বে — ইতি এব, 'লিঙ্গত্থে পঠমা' এই সূত্রটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

আলেপনে চ।

অভিমুখীকরণমালপনং তদধিকে লিঙ্গত্থে পঠমা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। আলেপনে, চ — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। আলেপনে — সম্বোধনে। অভিমুখী করণং — অভিমুখে করা। আলপনং — আলাপন বা সম্বোধন। তদধিকে — তাহার অধিক অর্থাৎ তাহা ছাড়া। লিঙ্গত্থে — লিঙ্গার্থে। পঠমা হোতি — প্রথমা বিভক্তি হয়।

বঙ্গানুবাদ। অভিমুখী করাকে আলাপন বা সম্বোধন করা কহে। আলাপনে প্রথমা বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত লিঙ্গার্থেও প্রথমা বিভক্তি হয়। 'আলেপনে সি গসঞ্ঞো'তি — এই সূত্রানুসারে। সিস্‌সগসঞ্ঞো — সি বিভক্তির স্থানে গ বিভক্তির সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ 'সি' বিভক্তিকে 'গ' বিভক্তি বলা হয়।

বঙ্গানুবাদ। আলাপনে সি বিভক্তি গ বিভক্তি নামে অভিহিত হয়।

গে ইচ্চেব — ইতিএব, 'অবণ্ণা চ গে' এই সূত্র হইতে গে এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

অকারপিতাদ্যন্তানমা।

গে পরে অকারো পিতু সথু অভ্রাজাদনমন্তোচ আত্তং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। অকারপিতাদ্যন্তান', আ — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অকাব পিতাদ্যন্তান — অকারান্ত শব্দের অকার স্থানে এবং পিতুসথু রাজু ইত্যাদি শব্দের অন্ত্য উকারের স্থানে। আ — আকার আদেশ হয়। গে পরে — গ বিভক্তি পরে থাকিলে। অকারো — অকারান্ত শব্দ। আত্তং যাতি — আকার প্রাপ্ত হয়, আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। আলাপনে প্রথমার একবচন গ বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার এবং পিতুসথু রাজু প্রভৃত শব্দের অন্ত্য উকারের স্থানে আকার আদেশ হয়। যথা :— হে বুদ্ধা।

"আকারোবা"তি—এই সূত্র দ্বারা। গে পরে—গ বিভক্তি পরে থাকিলে। আকারস্স রস্সো — আদেশ প্রাপ্ত আকার হ্রস্ব হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে আলাপনে যে যে স্থানে আকার আদেশ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে "আকারোবা" এই সূত্রানুসারে বিকল্পে অকার হইয়া থাকে। যেমন :— হে বুদ্ধ।

সেসতো লোপং গসিপি।

"সো, সিং, স্যাচ, সখাতো গস্‌সেবা" ত্যাদিনিদ্দিট্‌ঠে-হঞ্‌ঞে অবণ্ণিবণ্ণ বণ্ণোকারন্তা সেসা তেহিপরে গসী লুপ্যতে।

পদবিচ্ছেদ। সেসতো, লোপং, গসি, অপি — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। সেসতো — অবশিষ্ট শব্দের উত্তর অর্থাৎ যে সকল শব্দের উত্তর গ এবং সি বিভক্তির স্থানে কোন প্রকার আদেশ বিহিত হয় নাই, সে সকল শব্দের উত্তর 'সো,' 'সি,' 'স্যাচ,' 'সখাতো' গস্‌সেবা,' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যে সকল শব্দের উত্তর গ এবং সি বিভক্তির স্থানে যথাযোগ্য আদেশ বিহিত হইয়াছে, সেই সকল শব্দে ব্যতীত অপর অবর্ণ, ইবর্ণ, উবর্ণ এবং ওকারান্ত শব্দের উত্তর। লোপং — লোপ হয়। গসি — গ এবং সি বিভক্তি। "সো, সিং' স্যাচ, সখাতো গস্‌সেবা," ত্যাদি নিদ্দিট্‌ঠেহী — সো, সি, স্যাচ, সখাতো গস্‌সেবা ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যে সকল শব্দ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল শব্দ ব্যতীত। অঞ্‌ঞে অবণ্ণিবণ্ণ বণ্ণোকারন্তাসেসা অপর অবর্ণান্ত, ইবর্ণান্ত, উবর্ণান্ত, এবং ওকারান্ত শব্দ এস্থলে অবশিষ্ট শব্দ নামে উক্ত হইয়াছে। তেহী পরে গসি লুপ্যন্তে — সেই সকল শব্দের উত্তর গ এবং সি বিভক্তি লুপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। যে সকল শব্দের উত্তর গ এবং সি বিভক্তির স্থানে যথাযোগ্য আদেশ বিহিত হইয়াছে, সে সকল শব্দ ব্যতীত অবশিষ্ট অবর্ণান্ত, ইবর্ণান্ত, উবর্ণান্ত এবং ওকারান্ত শব্দের উত্তর গ ও সি বিভক্তির লোপ হয়। যথা :— হে বুদ্ধ, বুদ্ধা, এস্থলে ওকারান্ত শব্দের, উত্তর আলাপনে গ বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

কম্মথেদুতিযা।

"যং করোতি তং কম্মং" নাম তথ দুতিযা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। কম্মথে, দুতিযা — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। কম্মথে — কর্ম্মকারকে। দুতিযা — দ্বিতীয়া বিভক্তি। যংকরোতি তং কম্মং নাম — কর্ত্তা যাহা করে তাহার নাম কর্ম্ম। তথ দুতিযা হোতি — সেই কর্ম্ম কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ত্তা যাহা করে তাহার নাম কর্ম্ম। যথা: বুদ্ধ + অং = বুদ্ধং, বুদ্ধ + যো = বুদ্ধে, এস্থলে পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে 'যো' বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হইয়াছে।

ততিযাত্থেব — ইতিএব করণে ততিযা এই সূত্র হইতে 'ততিযা' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

কত্তরিচ।

'যো করোতি সকত্তা' নাম তথ ততিযা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। কত্তরি, চ, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। কত্তরি — কর্ত্তৃকারকে। যো করতি স কত্তা নাম — যে করে সে কর্ত্তা। তথ ততিযাহোতি — সেই কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম্মনি ও ভাববাচ্যে। যথা:— বুদ্ধা + না — বুদ্ধেন, এস্থলে 'না' বিভক্তির স্থানে 'এন' আদেশ হইয়াছে।

অতোনেন।

অকারা পরো না এনং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। অতো, না, এন, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অতো — অকারান্ত শব্দের উত্তর। না — না বিভক্তির। এন — 'এন' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের উত্তর 'না' বিভক্তির স্থানে 'এন' আদেশ হয়। যথা :— বুদ্ধেন।

সুহি স্বকারো এ।

সুঁহিসু পরেস্বকারস্স এ হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সুহিসু, অকারো, এ ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। সুহিসু — সু এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। অকারো অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার। এ — একার আদেশ হয়। সুহিসু পরেসু — সু এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। অকারস্স এ হোতি— অকারের স্থানে একার আদেশ হয়

বঙ্গানুবাদ। সু এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকারের স্থানে একার আদেশ হয়। যথা :— বুদ্ধ + সু — বুদ্ধেসু বুদ্ধ + হি — বুদ্ধেহি।

স্মাহিস্মিন্নং মৃহাভিমৃহিবা।

সব্বস্দ্দেহি পরেসং স্মাহিস্মিন্নং যথাসঙ্খ্যংমৃহাভি-মৃহিইচ্চেতে বা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। স্মাহি স্মিন্নং, মৃহাভিমৃহি, বা — ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। স্মাহিস্মিন্নং — স্মা, হি, এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে। মহাভিমৃহি — মৃহা, ভি, এবং মৃহি আদেশ হয়। বা — বিকল্পে। সব্বসদ্দেহি পরেসং স্মাহি স্মিন্নং — অকারান্ত, আকারান্তাদি সমস্ত শব্দের উত্তর স্মা, হি এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে। যথাসঙ্খ্যং — যথাসংখ্যক। ইচ্চেতে হোন্তি — এই তিনটী আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত, আকারান্তাদি সর্ব্বপ্রকার শব্দের উত্তর ম্হা, হি এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ম্হা, ভি, এবং ম্হি আদেশ হয়, বিকল্পে। যথাঃ— বুদ্ধ+ভি—বুদ্ধেভি, পক্ষে বুদ্ধেহি।

করণে ততিযা।

"যেন বা কযিরতে তং করণং" নাম তত্থ ততিযা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। করণে, ততিযা, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। করণে — করণ কারকে। ততিযা — তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেনবা কযিরতে তং করণং নাম — যদ্বারা করা হয় তাহার নাম করণ কারক, অর্থাৎ কর্ত্তা যাহাদ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহার নাম করণ কারক। বা — অথবা।

বঙ্গানুবাদ। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথাঃ—বুদ্ধ+ন—বুদ্ধেন, বুদ্ধ+হি—বুদ্ধেহি, বুদ্ধেভি। সব্বং কত্তুসমং — করণ কারকের বিভক্তি কত্তৃকারকের ভিবক্তির সমান, অর্থাৎ কত্তৃকারকে যে বিভক্তি করণ কারকেও সেই বিভক্তি হয়।

সম্পদানেচতুত্থী।

"যস্স দাতুকামো রোচতে ধারযতে বা তং সম্পদানং" নাম তত্থ চতুত্থী হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সম্পদানে, চতুত্থী—দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সম্পদান — সম্প্রদান কারকে। চতুত্থী — চতুর্থী বিভক্তি হয়। যস্সদাতুকামো রোচতে ধারযতে বা তং সম্পদানং নাম — যাহাকে দিতে ইচ্ছা হয়, যাহাকে রুচি করে, অথবা যাহাকে ধরায় তাহার নাম সম্প্রদান কারক, অর্থাৎ দা ধাতু, রুচ ধাতু ও ধর ধাতু

ক্রত্যাদি কতকগুলি ধাতুর যোগে যে কারক হয় তাহার নাম সম্প্রদান কারক। কারকের বিষয় কারক খণ্ডে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইবে। এস্থলে কেবল বচন ও বিভক্তিগুলি বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গানুবাদ সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়, যথা :— বুদ্ধ + স — বুদ্ধস্স, এস্থলে স একটী আগম হইয়াছে। অতোবাত্বেবা — ইতি এব, 'অতো নেন' এই সূত্র হইতে 'অতো' এবং 'স্মাস্মিন্নংবা' এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদটীও পরবর্ত্তি সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

আযচতুত্থেকবচনস্স তু।

অকারা পরস্স চতুত্থেক বচনস্স আযোবা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। আয, চতুত্থেকবচনস্স, তু ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। আযো — আয আদেশ হয়। চতুত্থেকবচনস্স — চতুর্থীর একবচন স্থানে, অর্থাৎ চতুর্থী 'স' বিভক্তির স্থানে। তু — এস্থলে সমুচ্চায়ার্থক অব্যয়। বা — বিকল্পে। অকার পরস্স চতুত্থেকবচনস্স — অকারান্ত শব্দের উত্তর চতুর্থীর এক বচন স্থানে। আয বা — হোতি — বিকল্পে 'আয' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের উত্তর চতুর্থীর একবচন স্থানে বিকল্পে আয আদেশ হয়। যথা :— বুদ্ধ + আয — বুদ্ধায। "সাগমোসে" তি — এই সূত্র দ্বারা। সে — স বিভক্তি পরে থাকিলে। সাগমো — সকারাগমো, সকার আগম হয়। স বিভক্তি পরে থাকিলে সকার আগম হয়। যথা :— বুদ্ধস্স। দীঘন্তেব — ইতিএব "যোস্সু কতনিকার লোপেসু দীঘং" এই সূত্র হইতে দীঘং এই পদটী ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

সুনংহিসুচ।

সুনংহিসু পরেসু সরানং দ'ব্বো হোতি চলদ্দেন ক্বচি ন।

পদবিচ্ছেদ। সুনংহিসু, চ দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সুনংহিসু — সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। — এস্থলে অবধারণ ও অনুকর্ষনার্থক অব্যয়।

বঙ্গানুবাদ। সু, নং, এব হি বিভক্তি পরে থাকিলে পুর্ব্বস্বর র্ঘ হয়। যথা :— বুদ্ধ + নং — বুদ্ধানং।

অপাদানে পঞ্চমী।

"যস্মাদপেতি ভযমাদত্তে বা তদপাদানং" নাম তত্থ পঞ্চমী হোতি।

পদবিচ্ছেদ। অপাদানে, পঞ্চমী — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অপাদানে — অপাদান কারকে। পঞ্চমী — পঞ্চমী বিভক্তি। যস্মাদপেতিভযমাদত্তে বা তদপাদানং — যাহা হইতে কিছু চলিত ভীত গৃহীতাদি হয় তাহার নাম অপাদান কারক।

বঙ্গানুবাদ অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা :— বুদ্ধ + স্মা বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা। অতো আ এত্তেব — ইতিএব, 'অতোনেন' এই সূত্র হইতে 'অতো' এবং 'সব্বযোনীনমাএ' এই সূত্র হইতে 'আ' এ' এই দুইটী পদও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

স্মাস্মিন্নং বা।

অকারা পরেসং স্মাস্মিন্নং আ এ বা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। স্মাস্মিন্নং, বা — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। স্মাস্মিন্নং — স্মা ও স্মিং বিভক্তির স্থানে। বা বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের পর স্মা এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে আ এবং একার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা:— বুদ্ধ+আ বুদ্ধা, বুদ্ধস্মা, বুদ্ধম্হা।

সামিস্মিং ছট্ঠী।

"যস্স বা পরিগ্গহো তংসামি" নাম তত্থ ছট্ঠী হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সামিস্মিং, ছট্ঠী, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সামিস্মিং — স্বামীপদে বা সম্বন্ধ পদে। ছট্ঠী — ৬ষ্ঠী বিভক্তি হয়। যস্স বা পরিগ্গহো তং সামি নাম – যাহার পরিগ্রহ বা অধিকার তাহাকে স্বামী বা সম্বন্ধ পদ বলে। যথা: - বুদ্ধ+স = বুদ্ধস্স, বুদ্ধ+নং = বুদ্ধানং।

ওকাসে সত্তমী।

"যোধারো তমোকাসং" নাম তত্থ সত্তমী হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ওকাসে, সত্তমী = দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ওকাসে — অবকাশ বা অধিকরণ কারকে। সত্তমী — সপ্তমী বিভক্তি হয়। যোধারো তমোকাসং — যাহা আধার, তাহাকে অবকাশ বা অধিকরণ কারক কহে।

বঙ্গানুবাদ। অবকাশ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়, যথা:— বুদ্ধ + এ = বুদ্ধে, বুদ্ধম্হি, বুদ্ধস্মিং; বুদ্ধেসু।

"বুদ্ধো বুদ্ধ সুখং দদাতি সরতো বুদ্ধং ততো দুক্করং
কিং বুদ্ধেন মহিদ্ধযোপি মুনযো বুদ্ধেন জাতা সুখী,
বুদ্ধস্সেব মনং দদে পদমহং বুদ্ধা লভেয্যাচ্চুতং
বুদ্ধস্সিদ্ধি ন কিং করে ভবভবে ভত্যাত্থু বুদ্ধে মম।"

অন্বয়। বুদ্ধ মম বচনং ধারেহি, বুদ্ধং সরতো বুদ্ধো সুখং দদাতি ততো বুদ্ধেন তুক্‌করং কিং? মহিদ্ধয়ো মুনয়ো অপি বুদ্ধেন সুখী জাতা, বুদ্ধস্‌স এব অহং মনং দদে, অহং অচ্চুতং পদং বুদ্ধা লভেয্যং, বুদ্ধস্‌স ইদ্ধি কিং ন করে? মম ভত্তি ভবভবে বুদ্ধে অত্থু। এস্থলে সমস্ত বিভক্তি ও সমুদায় কারকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

(অত্ত)

ইতোপরং — ইহার পর, উপরে যাহা উক্ত হইল তাহার পর। ততিযা পঞ্চমীনং — তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির মধ্যে। চতুত্থী ছট্‌ঠীনং — চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তির মধ্যে। সরূপত্তা — স্বরূপতা বলিয়া, এক সাদৃশ্য হেতু। পঞ্চমী ছট্‌ঠীযো — পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি। ভীযো — প্রায়ই। উপেক্‌খাস্তে — উপেক্ষা করা হইতেছে, অর্থাৎ বর্ণনা করা হইতেছে না।

ভাবার্থ। তৃতীয়া ও পঞ্চমী উভয়ের এবং চতুর্থী ও ষষ্ঠী উভয়ের রূপসিদ্ধি এক সদৃশ। ইহাদের মধ্যে একটীর রূপসিদ্ধি বর্ণিত হইলে অপরটীর রূপসিদ্ধি বর্ণনা না করিলেও চলিবে। তদ্ধেতু ইহার পর পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ সিদ্ধি প্রায় স্থলে বর্ণনা করা হইবে না।

অত্তসি — 'অত্ত' এই লিঙ্গের পর সি বিভক্তি যোগ করা হইবে। ব্রহ্মত্তসথ রাজাদিতোত্তেব — ইতি এব, 'ব্রহ্মত্তসথরাজাদিতো আমানং' এই সূত্র হইতে ব্রহ্মত্ত সথ রাজাদিতো' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

স্যাচ।

ব্রহ্মাদিতো সিস্‌স আ হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সি, আ, চ, —ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সি — 'সি' বিভক্তি। আ — আকার আদেশ হয়।

চ — এস্থলে নিষেধার্থক অব্যয়, তদ্বারা অকারান্ত ব্রহ্ম, অত্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ নিবারিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদিতো — ব্রহ্ম অত্ত ইত্যাদি শব্দের পর। সিস্‌স = 'সি' বিভক্তির স্থানে। আহোতি — আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্ম, অত্ত, সখ ও রাজ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হয় যথা :— ব্রহ্ম + আ = ব্রহ্মা, অত্ত + আ = অত্তা, সখ + আ = সখা, রাজ + আ = রাজা ইত্যাদি। "যোনমানো" তি ব্রহ্মাদিতোযোন আনোত্তং এই সূত্রানুসারে ব্রহ্মাদি শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহু বচন 'যো' বিভক্তির স্থানে আনো আদেশ হয়। যথা :— অত্ত + আনো = অত্তানো। "ব্রহ্মত্ত সখরাজাদিতো অমানং" তি ব্রহ্মাদিতো — এই সূত্রানুসারে ব্রহ্মাদি শব্দের উত্তর অং বিভক্তির স্থানে আনং আদেশ হয় বিকল্পে। যথা :— অত্ত + আনো = অত্তানো।

"অত্তন্তোহিস্মি মনত্তং" তি হিম্হি অত্তন্তস্‌সঅনো 'অত্তন্তোহিস্মি মনত্তং' এই সূত্রানুসারে হি বিভক্তি পরে থাকিলে অত্ত শব্দের অন্ত্য অকারের স্থানে 'অনো' আদেশ হয়। যথা :— অত্ত + হি অত্তনেহি অত্তনেভি। এইরূপ করণ কারকেও দ্রষ্টব্য। 'সস্‌সনো' তি নোকারো — 'সস্‌সনো' এই সূত্রানুসারে অত্ত শব্দের উত্তর 'স' বিভক্তির স্থানে 'নো' কার আদেশ হয়। যথা :—অত্ত + নো = অত্তনো।

অম্হ তুম্হন্ত রাজ ব্রহ্মত্তসখ সখু পিতাদীহিস্মা নাবা।
অম্হাদিতো স্মা না ইব হোতি।

পদবিচ্ছেদ। অম্হ তুম্হন্ত রাজ ব্রহ্মত্তসখ সখু পিতাদীহি, স্মা না, ইব, — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। অমহ তুমহন্ত রাজব্রহ্মত্তসখ সত্থু পিতাদীহি— অমহ, তুমহ বন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দ, মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দ, রাজ, ব্রহ্ম, অত্ত, সখ, সত্থু, পিতু, ইত্যাদি শব্দের উত্তর স্মা বিভক্তির রূপ না বিভক্তি রূপের ন্যায় হয়। যথা ঃ— অত্ত + না = অত্তনা। "ততোস্মিন্তী"তি স্মিনোনি— "অত্ত" শব্দের উত্তর 'স্মিং' বিভক্তির স্থানে নি আদেশ হয়। যথা ঃ— অত্ত + নি = অত্তনি। অনত্তন্তি ভাব নিদ্দেসেন সুমহি চ অনো — "অত্তন্তো হিস্মিমনত্তং" এই সূত্রে "অনত্তং" এই পদটীকে ভাবে "ত" প্রত্যয় করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা 'সু' বিভক্তি পরে থাকিলে 'অত্ত" শব্দের উত্তর অন হয়। যথা ঃ— অত্ত + সু = অত্তনেসু। রাজা অত্তাব — রাজা শব্দের রূপ অত্ত শব্দের ন্যায়, ইহাতে যাহা বিশেষ আছে তাহা নিম্নে উক্ত হইতেছে।

সবিভত্তিস্স রাজস্সে ত্বেব ইতি এব, "অমহস্স মমং সবিভত্তিস্স সে" এই সূত্র হইতে "সবিভত্তিস্স" এই পদটী এবং "রাজস্স রঞ্ঞো রাজিনো সে" এই সূত্র হইতে রাজস্স এই পদটী পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

নাম্হি রঞ্ঞো বা।

নাম্হি সবিভত্তিস্স রাজসদ্দস্স রঞ্ঞা বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। নাম্হি, রঞ্ঞা, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। নাম্হি — না বিভক্তি পরে থাকিলে। রঞ্ঞা — রঞ্ঞা আদেশ হয়। বা — বিকল্পে। সবিভত্তিস্স রাজ সদ্দস্স — বিভক্তির সহিত রাজ শব্দের স্থানে।

বঙ্গানুবাদ। না বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ রাজা শব্দের স্থানে বিকল্পে রঞ্ঞা আদেশ হয়। যথা ঃ— রাজ + না = রঞ্ঞা, পক্ষে — রাজেন।

রাজস্‌স রাজু সুনংহিসুচ।

সুনংহিসু পরেসু রাজস্‌স রাজু হোতি চকারেন ক্বচি ন

পদবিচ্ছেদ। রাজস্‌স, রাজু, সুনংহিসু, চ চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। রাজস্‌স — রাজ শব্দের স্থানে। রাজু — রাজু আদেশ হয়। সুনংহিসু — সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। সুনংহিসুপরেসু — সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। ক্বচিন — ক্বচিৎ হয় না, অর্থাৎ রাজ শব্দের স্থানে ক্বচিৎ রাজু আদেশ হয় না।

বাদানুবাদ। সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে রাজ শব্দের স্থানে রাজু আদেশ হয়। সূত্রের চকার যোগে ক্বচিৎ হয় না। যথা :— রাজ + হি = রাজুহি, রাজুতি। 'সুনংহিসু চে' তি দীঘে — সু, নং এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে পূর্ব্বের স্বর দীর্ঘ হয়। যথা :— রাজূভী, রাজূহি, রাজেভি, রাজেহি।

সবিভত্তিস্‌সেত্যধিকারো — ইতি অধিকারো. "অম্‌হস্‌স মমং সবিভত্তিস্‌স সে" এই সূত্র হইতে সবিভত্তিস্‌স' এই পদটী পরবর্ত্তী নিম্নে প্রত্যেক সূত্রে যোগ করিতে হইবে

"রাজস্‌স রঞ্ঞো রাজিনো সে"তি সে — এই সূত্রানুসারে স বিভক্তি পরে থাকিলে রাজ শব্দের স্থানে "রঞ্ঞো" এবং "রাজিনো" আদেশ হয়। যথা :— রাজ + স = রঞ্ঞো, রাজিনো।

"রঞ্ঞং নম্‌হি বা" তি নম্‌হি রঞ্ঞং — এই সূত্রানুসারে নং বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ রাজ শব্দের স্থানে বিকল্পে 'রঞ্ঞং' আদেশ হয়। যথা :— রাজ + নং = রঞ্ঞং, পক্ষে রাজূনং

রাজানং। স্মাস্স না তুল্যত্তা নাম্হি রঞ্ঞা বা — স্মা এবং না বিভক্তির রূপ এক সদৃশ, তদ্ধেতু না বিভক্তি পরে থাকিলে যেমন বিভক্তি সহ রাজ শব্দের স্থানে বিকল্পে 'রঞ্ঞা' আদেশ হয়, তেমন স্মা বিভক্তি পরে থাকিলেও বিভক্তি সহ রাজ শব্দের স্থানে 'রঞ্ঞা' আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— রাজ + স্মা = রঞ্ঞা, পক্ষে রাজস্মা।

"স্মিম্হিরঞ্ঞেরাজিনী"তি স্মিম্হি রঞ্ঞে রাজিনিহোন্তি — 'স্মিম্হিরঞ্ঞেরাজিনি' এই সূত্রানুসারে স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ রাজ শব্দের স্থানে 'রঞ্ঞে' এবং 'রাজিনি' আদেশ হয়। যথা :— রাজ + স্মিং = রঞ্ঞে, রাজিনি।

গুণবন্তসি — এস্থলে গুণবন্ত শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তি যোগ করা হইবে। সবিভত্তিস্স ন্তস্সেত্থেব — ইতিএব। 'অম্হস্সমমং সবিভত্তিস্স সে' এই সূত্র হইতে "সবিভত্তিস্স" এই পদটী এবং "ন্তস্সন্তো" এই সূত্র হইতে 'ন্তস্স' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে। "আসিম্হি"তি সিম্হি সবিভত্তিস্স ন্তস্স আ — সি বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্ত' স্থানে আকার আদেশ হয়। যথা :— গুণবন্ত + সি — গুণবা।

যোম্হি পঠমেত্থেব — ইতিএব, "মযং যোম্হি পঠমে" এই সূত্র হইতে "যোম্হি" ও "পঠমে" এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ন্তস্স ন্তো।

পঠমে যোম্হি সবিভত্তিস্স ন্তস্স ন্তোকারো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ন্তস্স, ন্তো — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ন্তস্স — 'বন্ত' ও 'মন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্ত' স্থানে। ন্তো — 'ন্তো' আদেশ হয়। পঠমে যোম্হি — প্রথমার বহুবচন 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ 'বন্তু' ও 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্তু' স্থানে 'ন্তো' আদেশ হয়। যথা ঃ— গুণবন্তু + যো — গুণবন্তো।

সুনংহিসুঅত্তত্বেব—ইতিএব, "রাজস্‌স রাজু সুনংহিসুচ" এই সূত্র হইতে 'সুনংহিসু' এবং 'পঞ্চাদীনমত্তং' এই সূত্র হইতে 'অত্তং' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ন্তুস্‌সন্তো যোসুচ।

সুনংহিসু যোসু চকারেন অঞ্ঞেসুপি পরেসু ন্তুস্‌সন্তো অত্তং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। ন্তুস্‌স, অন্তো, যোসু, চ — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। ন্তুস্‌স — 'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত 'ন্তু' শব্দের উকারের। যোসু — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে। সুনংহিসু — সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। অঞ্ঞেসুপি পরেসু — অপর বিভক্তি পরে থাকিলেও। ন্তুস্‌স অন্তো — 'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উকার। অত্তং যাতি — অকারত্ব প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। যো, সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে 'বন্তু' ও 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য উকারের স্থানে অকার আদেশ হয়। সূত্রের চ কার যোগে অপর বিভক্তি পরে থাকিলেও অকার আদেশ হয়। যথা ঃ— গুণবন্তু + যো — গুণবন্তা।

সবিভত্তিস্‌সেত্যধিকারো—"অম্‌হস্‌সমমং সবিভত্তিস্‌সসে" এই সূত্র হইতে 'সবিভত্তিসস' এই পদটী নিম্নলিখিত প্রত্যেক সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

অং ইত্বেব ইতি এব, 'অং নপুংসকে' এই সূত্র হইতে 'অং' এই পদটীও নিম্নসূত্রে যোগ করিতে হইবে।

অবণ্ণো চ গে।

গে পরে সবিভত্তিস্‌স ন্তুস্‌স অং অ আ হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। অবণ্ণো, চ, গে ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অবণ্ণো — অকার এবং আকার আদেশ হয়। গে — আলাপনে গ বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিস্‌স ন্তুস্‌স — বিভক্তি সহ বন্তু ও মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্তু স্থানে। অং অ আ হোন্তি — অং, অ এবং আ আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। আলাপনে গ বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ 'বন্তু' ও 'মন্তু' প্রত্যয়ান্তশব্দের 'ন্তু' স্থানে অং, অ এবং আকার আদেশ হয়। যথা :— গুণবন্তু + গ — গুণবং, গুণব, গুণবা।

"তোতিতা সম্মিং নাস্ব" তি সবিভত্তিস্‌স ন্তুস্‌স নাম্‌হিতা, সে তোকারো, স্মিম্‌হি তি চ বা।

শব্দার্থ। সবিভত্তিস্‌স ন্তুস্‌স — বিভক্তির সহিত বন্তু ও মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্তু স্থানে। নম্‌হি — না বিভক্তি পরে থাকিলে। তা — তা আদেশ হয়। সে — সবিভক্তি পরে থাকিলে। তো — তো আদেশ হয়। স্মিম্‌হি — স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে। তি — তিকার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। না, স, এবং স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তিসহ বন্তু ও মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্তু স্থানে যথাক্রমে তা, তো, এবং তি আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— গুণবন্তু + না — গুণবতা, গুণবন্তু + স — গুণবতো, গুনবন্তু + স্মিং — গুণবতি, পক্ষে, না — গুণবন্তেন, স — গুণবন্তস্‌স, স্মিং — গুণবন্তস্মিং।

"নম্‌হি তং বা" তি নম্‌হি ন্তুস্‌স তং বা।

বঙ্গানুবাদ। নং বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তিসহ বন্তু ও মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ত স্থানে বিকল্পে তং আদেশ হয়। যথা ঃ— গুণবন্তু + নং — গুণবতং, পক্ষে গুণবন্তানং।

গচ্ছন্ত — সি, 'গচ্ছন্ত' এই শব্দের পর সি বিভক্তি যোগ করা হইবে।

"সিম্হি গচ্ছন্তাদীনং ন্ত সদ্দো অং" তি ন্তসদ্দস্স অং বা।

শব্দার্থ। সিম্হি — সি বিভক্তি পরে থাকিলে। গচ্ছন্তাদীনং ন্তসদ্দো — "গচ্ছন্ত" প্রভৃতি 'অন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্ত' স্থানে। অং — অং আদেশ হয়। বা — বিকল্পে। সিলোপো — "সেসতো লোপং গসিপি" এই সূত্রানুসারে 'গচ্ছন্ত' প্রভৃতি অন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে সি বিভক্তির লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিয়ে "গচ্ছন্ত" প্রভৃতি 'ন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্ত' স্থানে বিকল্পে 'অং' আদেশ হয়। যথাঃ— গচ্ছন্ত + সি — গচ্ছং, পক্ষে — গচ্ছন্তো, এস্থলে সি বিভক্তি স্থানে ওকার হইয়াছে।

গচ্ছন্তাদীনং ন্ত সদ্দো ত্বেব — ইতিএব, সিম্হিগচ্ছন্তাদীনংন্ত সদ্দো অং" এই সূত্র হইতে 'গচ্ছন্তাদীনং' এই পদটী এবং 'ন্তসদ্দো' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

সেসেসু ন্ত ব।

বুত্তং হিত্বা সেসেসু গচ্ছন্তাদীনং ন্ত সদ্দো ন্ত ইব দট্ঠব্বো।

পদ বিচ্ছেদ। সেসেসু, ন্ত, ব — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সেসেসু — গচ্ছন্ত প্রভৃতি 'ন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তি গুলিতে। 'ন্ত'ব — বন্তু ও মন্তু প্রত্যয়ান্ত

শব্দের রূপসিদ্ধির ন্যায়। বুত্তংহিত্বা — গচ্ছন্তাদি শব্দের উক্ত সি বিভক্তি ছাড়িয়া, অর্থাৎ গচ্ছন্ত প্রভৃতি 'অন্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন। ন্তসদ্দো — অন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ন্ত ইব দট্ঠব্বো — বন্ত মন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপসিদ্ধির ন্যায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্গানুবাদ। গচ্ছন্ত প্রভৃতি ন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তিগুলিতে বন্তু ও মন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের রূপ সিদ্ধির ন্যায় দ্রষ্টব্য। যথা ঃ— গচ্ছন্ত + যো — গচ্ছন্তো, গচ্ছন্তা ইত্যাদি।

অগ্‌গি, সি লোপো। — অগ্‌গি শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তির লোপ হয়।

"ইবণ্ণুবণ্ণা জ্ঝলা" তি ইবণ্ণুবণ্ণানং যথাসঙ্খ্যং ঝল সঞ্ঞা।

শব্দার্থ। ইবণ্ণুবণ্ণানং — পুংলিঙ্গ ইকারান্ত, ঈকারান্ত, এবং উকারান্ত, ঊকারান্ত শব্দের। যথা সঙ্খ্যং — যথা সংখ্যক। ঝল সঞ্ঞা — ঝ এবং ল সংজ্ঞা হয়।

বঙ্গানুবাদ। ই, ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সাধারণ নাম ঝ, এবং উ, ঊকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সাধারণ নাম ল। অর্থাৎ ঝ বলিলে ই ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দকে বুঝিবে; এবং ল বলিলে উ ঊকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দকেই বুঝিবে।

ঝলতো বা ত্বেব — ইতি এব, "ঝলতোসস্‌স নোবা" এই সূত্র হইতে 'ঝলতো' এই পদটী এবং 'বা' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ঘপতো চ যোনং লোপো।

ঘপঝলতো যোনং লোপো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ঘপতো, চ, যোনং, লোপো চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। ঘপঝলতো — ঘ সংজ্ঞা, পসংজ্ঞা, ঝসংজ্ঞা এবং লসংজ্ঞার উত্তর। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'যো' বিভক্তির। লোপো হোতি — লোপ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। ঘ, প, ঝ এবং ল সংজ্ঞার উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'যো' বিভক্তির লোপ হয়, বিকল্পে। এস্থলে ঘ বলিতে আকারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ এবং প বলিতে ই, ঈকারান্ত ও উ ঊকারান্ত ইত্থিলিঙ্গ শব্দ বুঝিতে হইবে।

যোসু কতনিকার লোপেসু দীঘং।

কতোনিকারো লোপে চ যেসং তেসু যোসু সরানং দীঘো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। যোসু, কতনিকার লোপেসু, দীঘং, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। কতনিকারলোপেসু যোসু — নিকার ও লোপ বিহিত যো বিভক্তি পরে থাকিলে, অর্থাৎ যে সকল যো বিভক্তির স্থানে নিকার আদেশ, এবং যে সকল যো বিভক্তির লোপ বিহিত হইয়াছে, সেই সকল যো বিভক্তি পরে থাকিলে; "অতোনিচ্চং" এবং "যোনং নপুংসকেহী" সূত্র দ্বারা যো বিভক্তির স্থানে নিকার আদেশ বিহিত হইয়াছে, এবং "ঘপতো চ যোনং লোপো" এই সূত্র দ্বারা যো বিভক্তির লোপ বিহিত হইয়াছে, (নিকারো চ লোপো চ নিকার লোপা, কতানিকার লোপা যেসং, তে কতানিকার লোপা, তেসু কতনিকার লোপেসু, যোসু)। দীঘং — পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়।

বঙ্গানুবাদ। কৃত-নিকার-লোপ 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা :— অগ্‌গি + যো—অগ্‌গী, এস্থলে ইকারান্ত অগ্‌গি শব্দের উত্তর যো বিভক্তির লোপ হওয়াতে অগ্‌গি শব্দের অন্ত্য ইকার দীর্ঘ হইয়াছে

অন্তস্বেব — অন্তং ইতি এব, "পঞ্চাদীনমন্তং" এই সূত্র হইতে "অন্তং" এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

যোম্বকতরস্সোজ্ঝো।

যোসু অকতরস্সো ঝো অন্তং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। যোসু, অকতরস্সো, জ্ঝো — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। যোসু — প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে। অকতরস্সো জ্ঝো — অবিহিত হ্রস্ব ঝসংজ্ঞা, অর্থাৎ যেই ঝ সংজ্ঞার অন্ত্যস্বর কোনপ্রকার সূত্র দ্বারা হ্রস্ব করা হয় নাই, এখানে স্বরূপতঃ ইকারান্ত শব্দই অভিপ্রেত। অন্তং যাতি — অকারত্ব প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তি পরে থাকিলে পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের ইকার স্থানে অকার আদেশ হয়। যথা :— অগ্‌গি + যো = অগ্‌গয়ো, আলাপনেও তদ্রূপ।

অম্মো নিগ্‌গহীতং ঝলপেহি।

ঝলপতো অং মো চ বিন্দুং যন্তি।

পদবিচ্ছেদ। অম্মো, নিগ্‌গহিতং, ঝলপেহি — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অম্মো — অং এবং মকার। নিগ্‌গহিতং — অনুস্বার হয়। ঝলপেহি — ঝ, ল এবং প সংজ্ঞার উত্তর। বিন্দুং যন্তি — অনুস্বার প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। ঝ, ল এবং প সংজ্ঞার উত্তর অং বিভক্তি ও মকার স্থানে অনুস্বার আদেশ হয়। যথা :— অগ্‌গি + অং = অগ্‌গিং।

"ঝলতোসস্‌সনোবা" তিসস্‌স নোত্তংবা। ঝলতো — ঝ এবং ল সংজ্ঞার উত্তর। সস্‌স—স বিভক্তির স্থানে। নো—নোকার আদেশ হয়। বা—বিকল্পে। ঝ এবং ল সংজ্ঞার উত্তর স বিভক্তির স্থানে বিকল্পে নোকার আদেশ হয়। যথা :— অগ্‌গি + নো — অগ্‌গিনো, পক্ষে — অগ্‌গিস্‌স।

"ঝলতোচে"তি স্মাস্‌স না।

শব্দার্থ। ঝলতো — ঝ এবং ল সংজ্ঞার উত্তর। স্মাস্‌স — স্মা বিভক্তির স্থানে। না — না আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ঝ এবং ল সংজ্ঞার উত্তর স্মা বিভক্তির স্থানে বিকল্পে নাকার আদেশ হয়। যথা :— অগ্‌গি + না — অগ্‌গিনা।

আদি অগ্‌গীব — আদি শব্দ প্রায় অগ্‌গি শব্দের ন্যায়, কেবল সপ্তমীতে কিছু বিশেষ আছে।

"আদিতো ও চে"তি অং ও চ বা।

বঙ্গানুবাদ। আদি শব্দের উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থানে বিকল্পে অং এবং ওকার আদেশ হয়। যথা :— স্মিং — আদি + অং = আদিং, আদি + ও = আদো, পক্ষে আদিম্‌হি, আদিস্মিং।

দণ্ডিসি — এস্থলে দণ্ডী শব্দের উত্তর সি বিভক্তি যোগ করা হইবে।

"অঘোরস্‌স"মাদিনা রস্‌সে সম্পত্তে।

শব্দার্থ। অঘোরস্‌সমাদিনা — "অঘোরস্‌সমেকবচন যোস্ব পি চ" এই সূত্রানুসারে। রস্‌সে সম্পত্তে — দীর্ঘস্বরান্ত ঋ, ল এবং প সংজ্ঞার অন্ত্য দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইলে।

"সিস্মিমনপুংসকানী"তি সিম্‌হি অনপুংসকানং ন রস্‌সো।

শব্দার্থ। সিস্মিং—সি বিভক্তি পরে থাকিলে। অনপুংসকানং—নপুংসক লিঙ্গ ভিন্ন অপর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের। নরস্‌সো — হ্রস্ব হয় না।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসক লিঙ্গ ভিন্ন অপর পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘস্বরান্ত শব্দের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয় না। যথা :— দণ্ডী + সি = দণ্ডী, এস্থলে "সেসতো লোপং গসিপি" এই সূত্রানুসারে 'সি' বিভক্তির লোপ হইয়াছে। দণ্ডী + যো — দণ্ডী, এস্থলে "ঘপতো চ যোনং লোপো" এই সূত্রানুসারে দণ্ডী শব্দের উত্তর 'যো' বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

অঘো রস্সমেকবচনযোস্বপি চ।

একবচন যোস্থ ঝলপা রস্সং যন্তি।

পদবিচ্ছেদ। অঘো, রস্সং, একবচন যোস্থ, অপি, চ, পঁচপদী সূত্র।

শব্দার্থ ঘ সংজ্ঞা ভিন্ন অপর ঝ, ল, প সংজ্ঞা; পুংলিঙ্গ ই ঈকারান্ত শব্দের নাম ঝ; পুংলিঙ্গ উ, ঊকারান্ত শব্দের নাম ল; স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের নাম ঘ; এবং স্ত্রীলিঙ্গ ই, ঈ, উ, ঊকারান্ত শব্দের নাম প বলা হইয়াছে। এস্থলে ঘ ভিন্ন অপর কেবল দীর্ঘস্বরান্ত ঝ, ল এবং প সংজ্ঞাই অভিপ্রেত। রস্সং — হ্রস্ব হয়। একবচন যোস্থ — পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘস্বরান্ত শব্দের সি বিভক্তি ভিন্ন অপর একবচন সমূহের বিভক্তি সকল এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তিদ্বয় পরে থাকিলে, অর্থাৎ একবচনে সি বিভক্তি ব্যতীত অবশিষ্ট একবচন সমূহের বিভক্তি সকল পরে থাকিলে এবং প্রথমা দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তিদ্বয় পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। একবচনের সি বিভক্তি ভিন্ন অপর একবচন সমূহের বিভক্তি সকল এবং প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তিদ্বয় পরে থাকিলে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘস্বরান্ত শব্দের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়।

ঝতো কতরস্সত্বেব — "নং ঝতো কতরস্সা" এই সূত্র হইতে "ঝতো" এবং "কতরস্সা" এই পদ দুইটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

যোনং নো।

কতরস্সা ঝতো যোনং নোত্তং হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। যোনং, নো দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির স্থানে। নো —

নোকার আদেশ হয়। কতরস্‌সা ঝতো — কৃত হ্রস্ব ঝ সংজ্ঞার উত্তর, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ঈকারান্ত শব্দের উত্তর "অঘোরস্‌সমেকবচন যোস্বপিচ" এই সূত্রানুসারে দীর্ঘস্বরান্ত 'ঝ' এর দীর্ঘস্বর হ্রস্ব করা হইয়াছে, তজ্জন্য বলা হইয়াছে — কৃত হ্রস্ব ঝ সংজ্ঞার উত্তর।

বঙ্গানুবাদ। কৃত হ্রস্ব 'ঝ' এর উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তি স্থানে নোকার আদেশ হয়। যথা ঃ— যো — দণ্ডী + নো — দণ্ডিনো।

"ঝলপারস্‌সং" তি গে পরে ঝলপানং রস্‌সো — "ঝলপারস্‌সং" এই সূত্রানুসারে। গে পরে — আলাপনে গ বিভক্তি পরে থাকিলে। ঝলপানং — দীর্ঘস্বরান্ত ঝ, ল এবং প সংজ্ঞার দীর্ঘস্বর। রস্‌সো — হ্রস্ব হয়।

বঙ্গানুবাদ। আলাপনে গ বিভক্তি পরে থাকিলে দীর্ঘ স্বরান্ত 'ঝ' 'ল' এবং 'প' এর দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। যথা ঃ— (হে) দণ্ডী + গ — (হে) দণ্ডি।

বা অং ইত্বেব — 'ঘপতো স্মিং যং বা' এই সূত্র হইতে 'বা' এবং 'অং যমীতো পসঞ্‌ঞাতো' এই সূত্র হইতে "অং" এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"নং ঝতো কত রস্‌সা"তি — "নং ঝতো কত রস্‌সা" এই সূত্র দ্বারা। অং ইচ্চস্‌স — অং, এই বিভক্তির স্থানে। নং — নং আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। কৃত হ্রস্ব ঝ এর উত্তর অং বিভক্তির স্থানে বিকল্পে নং আদেশ হয়। যথা ঃ— অং — দণ্ডী + নং — দণ্ডীনং, পক্ষে দণ্ডীং।

ঝতো কতরস্‌স ত্বেব — "নং ঝতো কতরস্‌সা" এই সূত্র হইতে 'ঝতো' এবং 'কতরস্‌সা' এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"স্মিং নী" তি — এই সূত্রানুসারে। স্মিনো — স্মিং বিভক্তির স্থানে।

বঙ্গানুবাদ। কৃত হ্রস্ব 'ঋ' এর উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থানে বিকল্পে 'নি' আদেশ হয়। যথা ঃ— স্মিং — দণ্ডী + নি = দণ্ডিনি, পক্ষে দণ্ডিম্হি, দণ্ডিস্মিং।

ভিক্খু, সি লোপো—'ভিক্খু' এই শব্দের উত্তর সি বিভক্তি লোপ হয়।

বা যোনং ত্বেব — "ঋ ল তো সস্‌স নো বা" এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদটী এবং "ঘপতো চ যোনং লোপো" এই সূত্র হইতে 'যোনং' এই পদটী ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"লতো বোকারোচে" তি লতো যোনং বোত্তং বা।

শব্দার্থ। লতো — 'ল' এর উত্তর। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে। বোত্তং — বোকার আদেশ হয়। বা—বিকল্পে

বঙ্গানুবাদ। 'ল' এর উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে বোকার আদেশ হয়।

অত্তং অকতরস্‌সো ত্বেব — "পঞ্চাদীনমত্তং" এই সূত্র হইতে 'অত্তং' এই পদটী এবং "যোম্হ কতরস্‌সো ঝো" এই সূত্র হইতে 'অকতরস্‌সো' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

বেবোম্হু লো চ।

বেবোম্হু অকতরস্‌সো লো অত্তং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। বেবোম্হু, লো, চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বেবোম্হু — 'বে' এবং 'বো'কার পরে থাকিলে। লো — ল সংজ্ঞা। অকতরস্‌সো লো — অবিহিত ল সংজ্ঞা, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ উকারান্ত শব্দ। অত্তংযাতি — অকারত্ব প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'বে' এবং 'বো'কার পরে থাকিলে পুংলিঙ্গ উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে অকার আদেশ হয়। যথা ঃ— যো — ভিক্খু + বো — ভিক্খবো, পক্ষে ভিক্খু।

"অকতরস্সো লতো য্বালপনস্স বে বো" তি আলাপনে যোস্স বে বোকারা।

শব্দার্থ। অকতরস্সো লতো — অকৃত হ্রস্ব লয়ের উত্তর। য্বাল পনস্স — যো আলপনস্স, আলপনে যোস্স — আলাপনে যো বিভক্তি স্থানে। বে বোকারা — 'বে' এবং 'বো'কার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুংলিঙ্গ উকারান্ত শব্দের উত্তর আলাপনে যো বিভক্তির স্থানে 'বে' এবং 'বো'কার আদেশ হয়। এবং পূর্ব্ব উকারের স্থানে অকার হয়। যথা ঃ— যো — ভিক্খু + বে — (হে) ভিক্খবে, ভিক্খু + বো = (হে) ভিক্খবো, পক্ষে ভিক্খু।

সেসং অগ্গীব — ভিক্খু শব্দের অবশিষ্ট রূপসিদ্ধি অগ্গি শব্দের ন্যায় জানিবে। এবং জন্তু জন্তবো — জন্তু শব্দের রূপসিদ্ধি ও প্রায় ভিক্ষু শব্দের রূপসিদ্ধির ন্যায়। যাহা বিশেষ আছে তাহা পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উক্ত হইতেছে।

"লতো বোকারো চে" তীহকারগ্গহণেন যোনং নোত্তং-চকারেন ক্বচি বোনোনমভাবোববিসেসো।

শব্দার্থ। লতো বোকারো চে'তী হ কারগ্গহণেন—"লতো বোকারো চ" এই সূত্রের 'কারো' এই শব্দের প্রয়োগে। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে। নোত্তং — নোকার আদেশ হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। বোন ন মভাবোববিসেসো — 'বো' 'নো'কার আদেশের অভাবই বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ। 'ল' এর উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়ার যো বিভক্তির স্থানে নোকার আদেশ হয়। সূত্রের চকার যোগে যো বিভক্তির স্থানে ক্বচিৎ 'বো' এবং 'নো'কার আদেশ হয়না। ইহাই এস্থলে জন্তু শব্দের বিশেষত্ব। যথা ঃ— যো — জন্তু + বো — জন্তবো, জন্তুনো, জন্তুযো, জন্তূ।

সখুসি — সখু শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তি যোগ করা হইবে। **"সখুপিতাদীনমা সিস্মিং সি লোপো চে"** 'তি সখাদ্যন্তস্স আ সিলোপো চ।

শব্দার্থ। "সখুপিতাদীনমা সিস্মিং সি লোপো চ"—এই সূত্রানুসারে। সখাদ্যন্তস্স — সখু পিতু ইত্যাদি শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে। আ — আকার আদেশ হয়। সি লোপো — সি বিভক্তির লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে সখু পিতু প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে আকার আদেশ হয়, এবং সি বিভক্তির লোপ হয়। যথা :— সখু + সি — সখা।

সখুপিতাদীনং ত্যধিকারো — সখুপিতাদীনং ইতি অধিকারো, "সখুপিতাদীন মা সিস্মিং লোপো চ" এই সূত্র হইতে 'সখুপিতাদীনং' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে যোগ করিতে হইবে।

অঞ্ঞে স্বারত্তং।

সিতো'ঞ্ঞেসু সখাদ্যন্তস্স আরো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। অঞ্ঞেসু, আরত্তং দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অঞ্ঞেসু — সি বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তি সকল পরে থাকিলে। আরত্তং — 'আরো' আদেশ হয়। সিতো'ঞ্ঞেসু — সি বিভক্তি ভিন্ন অন্য বিভক্তি সকল পরে থাকিলে। সখাদ্যন্তস্স — "সখু" ইত্যাদি শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে। আরোহোতি — আর আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি ভিন্ন অন্য বিভক্তি সকল পরে থাকিলে 'সখু' 'পিতু' প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকার স্থানে 'আর' আদেশ হয়।

ততো যোনমোতু।

ততো আরতো যোনং ও হোতি।

পদবিচ্ছেদ — ততো, যোনং, ও, তু — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। ততো — সেই 'আর' শব্দের উত্তর। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে। ও — ওকার আদেশ হয়। তু — এস্থলে সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়।

বঙ্গানুবাদ। সেই 'আর' শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়। যথা :— যো—সত্থু + ও—সত্থারো।

"ন আ" তি আরতো নাস্‌স আ।

শব্দার্থ। ন আতি — "ন আ" এই সূত্রানুসারে। আরতো — আর শব্দের পর। নাস্‌স—না বিভক্তির স্থানে। আ—আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। আর শব্দের উত্তর না বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হয়। যথা :— না — সত্থু + আ = সত্থারা।

উসস্মিং সলোপো চ।

সে সত্থাদ্যন্তস্‌স উহোতি সলোপো চ বা।

পদবিচ্ছেদ। উ, সস্মিং, সলোপো, চ চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। উ— উকার আদেশ হয়। সস্মিং — স বিভক্তি পরে থাকিলে। সলোপো — স বিভক্তির লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স বিভক্তি পরে থাকিলে সত্থু, পিতু প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে বিকল্পে সেই উকারই থাকে অর্থাৎ উকারের লোপ হয় না এবং স বিভক্তির লোপ হয়। যথা :— সত্থু + স— সত্থু। এস্থলে স বিভক্তির লোপ হইয়াছে ; পক্ষে — সত্থুনো, সত্থুস্‌স।

"বা নম্‌হী" তি নম্‌হি আরো বা।

শব্দার্থ। বা নম্হীতি — "বা নম্হী" এই সূত্রানুসারে। নম্হী — নং বিভক্তি পরে থাকিলে। আরো — 'আর' আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। নং' বিভক্তি পরে থাকিলে 'সখু' 'পিতু' প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে 'আর' আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— সখু + নং — সখারানং।

"সখুনাত্তঞ্চে" তি নম্হি সখাদ্যন্তস্স অত্তং বা।

শব্দার্থ। সখুনাত্তঞ্চেতি — "সখুনাত্তঞ্চ" এই সূত্রানুসারে। নম্হি — নং বিভক্তি পরে থাকিলে। সখাদ্যন্তস্স — সখু পিতু প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে। অত্তং — অকার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। নং বিভক্তি পরে থাকিলে সখু পিতু প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে অকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— সখু + নং— সখানং' এস্থলে 'দীঘং' সূত্রানুসারে পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হইয়াছে।

"ততো স্মিমী" তি আরতো স্মিনো ই।

শব্দার্থ। "ততো স্মিমী" তি — "ততোস্মিমী" এই সূত্রানুসারে। আরতো — 'আর' এই শব্দের পর। স্মিনো — স্মিং বিভক্তির স্থানে। ই — ইকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'আর' শব্দের উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থনে ইকার আদেশ হয়।

"আরোরস্সমিকারে" তি ইম্হি আরস্স রস্সো।

শব্দার্থ। "আরোরস্স মিকারে" তি — "আরো রস্সমিকারে" এই সূত্র দ্বারা। ইম্হি — বিহিত ইকার পরে থাকিলে। আরস্স — বিহিত 'আর' শব্দের আদি আকার। রস্সো — হ্রস্ব হয়।

বঙ্গানুবাদ। ইকার পরে থাকিলে 'আর' এই শব্দের আদ্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা :— সখু + ই — সখরি।

এবং নত্তাদি — এইরূপ নত্ত প্রভৃতি শব্দরূপ ও দ্রষ্টব্য।

পিতা সখেব — পিতু শব্দের রূপ সখু শব্দের রূপের ন্যায়। যাহা বিশেষ আছে তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে দেখান হইতেছে।

"পিতাদীন মসিম্হি"তি সিতো'ঞ্ঞেসু আরস্স রস্সোব বিসেসো।

শব্দার্থ। "পিতাদীন মসিম্হী"তি — "পিতাদীনমসিম্হী" এই সূত্রের দ্বারা। সিতো'ঞ্ঞেসু — সি বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তি সকল পরে থাকিলে। আরস্স — আর এই শব্দের আত্মস্বর। রস্সো বা বিসেসো — হ্রস্বস্বর মাত্রই বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তি সকল পরে থাকিলে পিতু ভাতু প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে বিহিত 'আর' শব্দের আত্মস্বর হ্রস্ব হয়। পিতু ভাতু প্রভৃতি শব্দরূপ ও প্রায় সখু শব্দের তুল্য, বিশেষ কেবল বিহিত 'আর' এর আত্মস্বর হ্রস্ব হয়। যথা:— পিতু+ও — পিতরো ইত্যাদি। নম্হি পিতূনন্তি পি হোতি — 'নং' বিভক্তি পরে থাকিলে 'পিতূনং' এইরূপও হইয়া থাকে। এবং ভাতুপ্পভূতায়ো — এইরূপে ভাতু প্রভৃতি শব্দরূপও দ্রষ্টব্য।

রস্সে — "অযোরস্সমেক বচন যোস্বপিচ" এই সূত্রানুসারে অভিভূ শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইলে, অভিভুবো; যোলোপে — যো বিভক্তির লোপ হইলে, অভিভূ। সেসং ভিক্খুব — প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি ব্যতীত 'অভিভূ'শব্দের অবশিষ্ট বিভক্তিগুলি 'ভিক্খু' শব্দের ন্যায় দ্রষ্টব্য। রস্সোব বিসেসো — ভিক্খু শব্দটী হ্রস্ব স্বরান্ত কেবল ইহাই বিশেষ। এবং সব্বঞ্ঞূ — এইরূপে 'সব্বঞ্ঞূ' শব্দের রূপ ও দ্রষ্টব্য। পুব্বেব যোনং নোকারোচ — পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ 'যোনং নো' এই সূত্রানুসারে প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে 'নো' আদেশ হয়। যথা:— যো — সব্বঞ্ঞূ+নো=সব্বঞ্ঞুনো+ সব্বঞ্ঞু+যো — সব্বঞ্ঞু. এস্থলে 'যো' বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

গাব ইত্বেব — ইতি এব, 'গাবসে' এই সূত্র হইতে 'গাব' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইরে।

"যোস্বুচে"তি গোসদ্দোকারস্স আবো।

শব্দার্থ। 'যোস্বুচে'তি—'যোস্বু চ' এই সূত্রানুসারে। গোসদ্দোকারস্স — গো শব্দের অন্ত্যওকার স্থানে। আবো — 'আব' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তি পরে থাকিলে গো শব্দের ওকারের স্থানে 'আব' আদেশ হয়।

"ততোযোনমোতু"তীহ তুসদ্দেন যোনং ও।

শব্দার্থ। ততোযোনমোতু তীহ — ততো যোনমোতু এই সূত্রের উক্ত তুকার যোগে। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির স্থানে। ও — ওকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। গো শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়। যথা ঃ— যো — গো + ও — গাবো। এইরূপ আলাপনে ও দ্রষ্টব্য।

অবম্হি চ।

অম্হি পরে গো সদ্দোকারস্স আব অবাহোন্তি চসদ্দেন হিনং বজ্জিতেসু সেসেসুপি।

পদবিচ্ছেদ। অব, অমহি, চ, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অব — অব আদেশ হয়। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। গোসদ্দোকারস্স — গো শব্দের ওকার স্থানে। আব অবা হোন্তি — 'আব' এবং 'অবা' আদেশ হয়। চসদ্দেন — সূত্রে চ শব্দের যোগে। হিনং বজ্জিতেসু সেসেসুপি — হি এবং নং বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তি সকল পরে থাকিলেও।

বঙ্গানুবাদ। অং বিভক্তি পরে থাকিলে গো শব্দের ওকার স্থানে 'আব এবং 'অবা' আদেশ হয়। সূত্রের চকার যোগে 'হি' এবং নং' বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তি সকল পরে থাকিলেও গো শব্দের ওকার স্থানে 'আব' এবং অবা' আদেশ হয়।

"আবস্সু বা" তি অম্হি আবন্তস্স উত্তং বা।

শব্দার্থ। "আবস্সু বা" তি—"আবস্সু বা" এই সূত্রানুসারে। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। আবন্তস্স — বিহিত 'আব' শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে। উত্তং — উকার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। অং বিভক্তি পরে থাকিলে বিহিত 'আব' শব্দের অন্ত্যস্বর অকারের স্থানে বিকল্পে উকার আদেশ হয়। যথা ঃ— গো + অং = গাবুং, পক্ষে গাবং, গবং।

"গাবসে" তি সে ওস্স আবো।

শব্দার্থ। 'গাবসে' তি — 'গাবসে' এই সূত্রানুসারে। সে — স বিভক্তি পরে থাকিলে। ওস্স আবো — গো শব্দের ওকার স্থানে 'আব' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সবিভক্তি পরে থাকিলে গো শব্দের ওকারের স্থানে 'আব' আদেশ হয়। যথা ঃ— গো + স = গাবস্স।

"ততোনং" মাদো চকারেন নং ইচ্চস্স অং ওস্স অবো চ।

"ততোনমম্পতিম্হা লুত্তে চ সমাসে" এই সূত্রের চকার যোগে নং ইচ্চস্স — নং এই বিভক্তির স্থানে। অং — 'অং' আদেশ হয়। ওস্স অবো — ওকার স্থানে 'অব' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। "ততোনমম্পাতিম্হলুত্তে চ সমাসে" এই সূত্রে উক্ত চকার যোগে গো শব্দের উত্তর নং বিভক্তির স্থানে 'অং' আদেশ হয়, এবং গো শব্দের ওকার স্থানে অব আদেশ হয়। যথা ঃ— নং — গো + অং = গবং।

"সুহিনাসুচে" তীহ চকারেন গোস্‌স গু চ।

শব্দার্থ। "সুহিনাসুচে" তীহ চকারেন — "সুহিনাসুচে" এই সূত্রের চকার যোগে। গোস্‌স গু — 'গো' শব্দের স্থানে 'গু' আদেশ হয়। দ্বিত্তে — "পরদ্বেভাবো ঠানে" এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইলে।

বঙ্গানুবাদ। "সুহিনাসুচে" এই সূত্রে উক্ত চকার যোগে নং বিভক্তি পরে থাকিলে 'গো' শব্দের স্থানে 'গু' আদেশ হয়। যথা ঃ— গো + নং = গুন্নং, পক্ষে গোনং।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।

কঞ্ঞা।

কঞ্ঞা, সিলোপো — কঞ্ঞা শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তির লোপ হয়।

"আঘো" তি ইত্থিয়ং আকারস্‌স ঘ সঞ্ঞো।

শব্দার্থ। 'আঘো' তি — 'আঘো' এই সূত্রানুসারে। ইত্থিয়ং — স্ত্রীলিঙ্গে। আকারসস — আকারান্ত শব্দের। ঘ সঞ্ঞো — ঘ সংজ্ঞা হয়।

বঙ্গানুবাদ। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাধারণ নাম 'ঘ' অর্থাৎ 'ঘ' বলিতে এস্থলে আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দই বুঝিবে। যো লোপে— "ঘপতোচ যোনং লোপো" এই সূত্রানুসারে এস্থলে কঞ্ঞা শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির লোপ হয় বিকল্পে। যথাঃ— কঞ্ঞা + যো = কঞ্ঞা এস্থলে 'যো' বিভক্তির লোপ হইয়াছে, পক্ষে — কঞ্ঞায়ো।

"ঘতেচে" তি গস্‌স এ।

শব্দার্থ। "ঘতেচ" এই সূত্রানুসারে। গস্‌স এ — আলাপনে গ বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'ঘ' এর উত্তর গ বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হয়। যথা :— গ—কঞ্‌ঞা + এ = কঞ্‌ঞে।

আয একবচন-স্‌সেত্বেব — আয একবচনস্‌স ইতি এব, "আয চতুত্থে কবচনসসতু" এই সূত্র হইতে 'আয' এবং 'একবচনস্‌স' এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিয়া সূত্রের কার্য্য করিতে হইবে।

"ঘতোনাদীনং" তি নাদ্বেক বচনানমাযো।

শব্দার্থ। "ঘতোনাদীনং" তি — "ঘতোনাদীনং" এই সূত্রানুসারে। নাদ্বেক বচনানং — একবচনে 'না' প্রভৃতি বিভক্তির স্থানে, অর্থাৎ এক বচনে 'না' বিভক্তি হইতে স্মিং বিভক্তি পর্য্যন্ত যে সকল বিভক্তি আছে, তাহাদের স্থানে। আযো — 'আয' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'ঘ' এর উত্তর এক বচনে 'না' বিভক্তি হইতে 'স্মিং' বিভক্তি পর্য্যন্ত যে সকল বিভক্তি, তাহাদের স্থানে আয আদেশ হয়। যথা :— না — কঞ্‌ঞা + আযো = কঞ্‌ঞায, স — কঞ্‌ঞায, স্মা — কঞ্‌ঞায, স্মিং — কঞ্‌ঞায।

ঘপতোস্মিং যং বা।
ঘপোহিস্মিনো যং বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ঘপতো, স্মিং, যং, বা — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। ঘপতো — ঘ এবং প সংজ্ঞার উত্তর। স্মিং—স্মিং বিভক্তি। যং — যং বিভক্তি হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। ঘ এবং প এর উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থানে বিকল্পে যং' আদেশ হয়। যথা :— স্মিং — কঞ্‌ঞা + যং = কঞ্‌ঞাযং, পক্ষে কঞ্‌ঞায।

রত্তি।

রত্তি, সিলোপো — রত্তি শব্দের উত্তর সি বিভক্তির লোপ হয়। যথা :— রত্তি + সি = রত্তি।

"তেইত্থিখ্যাপো" তি ইত্থিযমিবণ্ণুবণ্ণানং পসঞ্ঞা।

শব্দার্থ। "তেইত্থিখ্যাপোতি"—"তে ইত্থিখ্যাপো" এই সূত্রানুসারে। ইত্থিযং — স্ত্রীলিঙ্গে। ইবণ্ণুবণ্ণানং — ইবর্ণ ও উবর্ণের, অর্থাৎ ই ঈকারান্ত এবং উ ঊকারান্ত শব্দের। পসঞ্ঞা—প সংজ্ঞা হয়। যো লোপে দীঘো— "ঘপতো চ যোনং লোপো" এই সূত্রানুসারে এস্থলে রত্তি শব্দের উত্তর যা বিভক্তির লোপ হইয়াছে এবং "যোস্বকত নিকারলোপেসু দীঘং" এই সূত্রানুসারে যো বিভক্তির লোপ হওয়াতে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীলিঙ্গে ই ঈকারান্ত এবং উ ঊকারান্ত শব্দের সাধারণ নাম প অর্থাৎ প বলিতে এস্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ইবর্ণান্ত উবর্ণান্ত শব্দই জানিবে। প এর উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির লোপ হয় বিকল্পে, এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা :— রত্তি + যো = রত্তীযো, পক্ষে রত্তিযো। এইরূপ আলাপনেও দ্রষ্টব্য।

একবচনস্স নাদীনত্থেব—একবচনস্স নাদীনং ইতি এব, "আয চতুত্থেক-বচনস্সতু" এই সূত্র হইতে "একবচনস্স" এই পদটী এবং "ঘতোনাদীনং" এই সূত্র হইতে 'নাদীনং' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সূত্রের কার্য্য করিতে হইবে।

"পতো যা" তি নাদ্বেক বচনানং যা।

শব্দার্থ। পতো যাতি — "পতো যা" এই সূত্রানুসারে। নাদ্বেক বচনানং — এক বচনে 'না' বিভক্তি আদির স্থানে, অর্থাৎ একবচনে না বিভক্তি হইতে স্মিং বিভক্তি পর্য্যন্ত বিভক্তি গুলির স্থানে। যা — যা আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ — 'প' এর উত্তর একবচনে না বিভক্তি হইতে স্মিং বিভক্তি পর্য্যন্ত যে সকল বিভক্তি আছে তাহাদের স্থানে 'যা' আদেশ হয়। যথাঃ— না—রত্তি + যা = রত্তিযা স—রত্তি + যা = রত্তিযা, স্মিং— রত্তি + যা = রত্তিযা।

নদী।

নদী— নদী শব্দের উত্তর সি বিভক্তির লোপ হয়। সেসং রত্তীব— সি বিভক্তি ভিন্ন নদী শব্দের অবশিষ্ট বিভক্তিগুলি রত্তি শব্দের রূপের ন্যায়। অঘত্তা রস্সোব বিসেসো — "অঘো রস্সমেক বচন যোস্বপিচ" — এই সূত্রানুসারে নদী শব্দ ও 'অঘ' সংজ্ঞার মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং নদী শব্দের উত্তর 'সি' বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট একবচনের বিভক্তি সকল এবং প্রথমাও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তিদ্বয় পরে থাকিলে নদীশব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। রত্তি ও নদী শব্দের রূপের মধ্যে কেবল ইহাই বিশেষত্ব। যাগু রত্তীব — স্ত্রীলিঙ্গ যাগু শব্দের রূপ রত্তি শব্দের রূপের তুল্য। কঞ্ঞ ইতি ঠিতে — "কঞ্ঞ" এই শব্দের উত্তর নিম্ন সূত্রানুসারে আ প্রত্যয় হইবে।

ইত্থিযমতো আপ্পচ্চযো।

ইত্থিয়ং বত্তমানা অকারন্ততো আপ্পচ্চযোহোতি।

পদবিচ্ছেদ। ইত্থিযং, অতো, আপ্পচ্চযো, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ইত্থিযং — স্ত্রীলিঙ্গে। অতো — অকারান্ত শব্দের উত্তর। আপপচ্চযো — আ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' প্রত্যয় হয়। যথাঃ— কঞ্ঞ + আ = কঞ্ঞা। "ধাতুপ্পচ্চয বিভত্তি বজ্জিত

মথবল্লিঙ্গং" তি বচনতো পচ্চয়ন্তস্সালিঙ্গত্তা তদ্ধিতাদি সুত্তে চকারেন নামমিম কতেস্যাদি।

শব্দার্থ। 'ধাতুপ্পচ্চয় বিভত্তি বজ্জিত মথবল্লিঙ্গং' তি বচনতো — ধাতু, প্রত্যয়, ও বিভক্তি বর্জ্জিত অর্থবান শব্দের নাম লিঙ্গ, এই বাক্যানুসারে। পচ্চয়ন্তস্সালিঙ্গত্তা — প্রত্যয়ান্ত শব্দও লিঙ্গ বা প্রাতিপাদিকের মধ্যে গণ্য নহে বলিয়া। তদ্ধিতাদি সুত্তে চকারেন — 'তদ্ধিতসমাসকিতকানামং 'বাতবেতূনাদিসুচ" এই সূত্রের চকার যোগে। নামমিমকতে — নাম বা শব্দরূপের মধ্যে পরিগণিত করিলে। স্যাদি — যথাযোগ্যস্থানে সি আদি বিভক্তি সকল যোগ হয়। এবং ঈ ইনীসু — পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ও ইনী' প্রভৃতি প্রত্যয় হইলেও এইরূপ বিধান দ্রষ্টব্য।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত 'কঞ্ঞ' শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্রত্যয় করিয়া 'কঞ্ঞা' শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এই 'কঞ্ঞা শব্দটী আ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া তাহা লিঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নহে। কারণ ধাতু, প্রত্যয় ও বিভক্তি বর্জ্জিত অর্থযুক্ত শব্দের নামই লিঙ্গ। কিন্তু আবার "তদ্ধিত সমাসকিতকানামং বাতবেতূনাদিসুচ" এই সূত্রের চ যোগে তাহা লিঙ্গের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সুতরাং "ততোচ বিভত্তিযো" এই সূত্রানুসারে সেই অ প্রত্যয়ান্ত কঞ্ঞা শব্দের উত্তর যথাযোগ্য 'সি' আদি যোগ হইতেছে। এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গে ঈ, হনা ইত্যাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও উক্ত বিধান হইবে।

ইথিযং'ত্যধিকারো — ইথিযং ইতি অধিকারো, — "ইথিযং অতো আপ্পচ্চযো" এই সূত্র হইতে ইথিয়ং এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

নদাদিতো বা ঈ।

ইত্থিযং নদাদিতো বা অনদাদিতো বা ঈ হোতি।

পদচ্ছেদ। নদাদিতো, বা, ঈ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। নদাদিতো — নদ আদি শব্দগণের উত্তর। বা — কিংবা। ঈ — স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। অনদাদিতো — অনদাদি শব্দগণের উত্তর, এস্থলে সখ, হত্থি প্রভৃতি শব্দ অনদাদি শব্দগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ। নদাদি বা অনদাদি শব্দগণের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা ঃ— নদ + ঈ = নদী, নগর + ঈ = নগরী, সখ + ঈ = সখী, হত্থি + ঈ = হত্থী, এস্থলে 'হত্থী' শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদ্ধিতবিধানে তাহা পুংলিঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যেমন ঃ— হত্থমস্‌স অত্থি তস্মিং বা বিজ্জতীতি হত্থী, তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' প্রত্যয় করিয়া হত্থিনী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বালাবতার ব্যাকরণে এই সূত্রের 'উক্তিতে কুক্কুটী শব্দের পর যে 'ইত্থি' শব্দের উল্লেখ আছে তৎপরিবর্ত্তে হত্থি শব্দ হইবে, কারণ 'ইত্থি' শব্দ নিয়ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, ভ্রমক্রমে 'হত্থি' শব্দের স্থানে এখানে 'ইত্থি' হইয়াছে। কচ্চায়ন ব্যাকরণে এস্থলে হত্থি শব্দের প্রয়োগ আছে। নদাদি শব্দগণ, যথা ঃ— নদ, নগর, কুমার, ব্রাহ্মণ, তরুণ কুক্কুট ইত্যাদি। অনদাদি শব্দগণ, যথা ঃ— সখ, হত্থি, ইত্যাদি।

"মাতুলাদীনমানত্তমীকারে" তি ঈম্‌হি মাতুলাত্তস্‌স অনো।

শব্দার্থ। মাতুলাদীনং — মাতুলাদী শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে। আনত্তং — 'আন' আদেশ হয়। ঈকারে — ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে মাতুলাদী শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আন আদেশ হয়। যথা ঃ— মাতুল + ঈ = মাতুলানী।

ভবতো ভোতো।

ঈম্‌হি ভবন্তস্‌স ভোতো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ভবতো, ভোতো, — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ভবতো — অন্ত প্রত্যয়ান্ত ভবন্ত শব্দের স্থানে। ভোতো — 'ভোত' আদেশ হয়। ঈম্‌হি — ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে ভবন্তো শব্দের স্থানে ভোত আদেশ হয়। যথা :— ভবন্তো + ঈ = ভোতী।

"ণবণিকণেয্যন্তহী" তি ঈ।

শব্দার্থ। "ণবণিকণেয্যন্তহী" — ণব, ণিক, ণেয্য, ণ, এবং বন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর। ঈ — ঈ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। ণব, ণিক, ণেয্য, ণ, এবং বন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা :— ণব প্রত্যয়ান্ত — মানব + ঈ = মানবী, ণিক — নাবিক + ঈ = নাবিকী, ণেয্য — বেনতেয্য + ঈ = বেনতেয্যী, ণ — গোতম + ঈ = গোতমী।

"ন্তস্‌সতমীকারে" তি ন্তস্‌স তো।

শব্দার্থ। ন্তস্‌স বন্ত ও মন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য ন্তকার স্থানে। তং — তকার আদেশ হয়। ঈকারে — ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'বন্ত' 'মন্ত' শব্দের অন্ত্য 'ন্ত'কার স্থানে বিকল্পে তকার আদেশ হয়। যথা:— বন্ত প্রত্যয়ান্ত — গুণবন্ত + ঈ = গুণবতী, পক্ষে — গুণবন্তী, মন্ত প্রত্যয়ান্ত — ধিতিমন্ত + ঈ = ধিতিমতী, পক্ষে — ধিতিমন্তী। ন্তস্‌স ন্তব্যপদেসো — যেমন স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে বন্ত মন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ত স্থানে তকার আদেশ হয়, তেমন অন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'ন্ত' স্থানে ও তকার আদেশ হয়। যথা :— অন্ত প্রত্যয়ান্ত — মহন্ত + ঈ = মহতী, পক্ষে — মহন্তী।

পতি-ভিক্খু-রাজীকারন্তেহি ইনী।

পত্যাদীহি ঈকারন্তেহি চ ইত্থিযং ইনী হোতি।

পদবিচ্ছেদ। পতি-ভিক্খু-রাজীকারন্তেহি, ইনী, — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। পতিভিক্খুরাজীকারন্তেহি — পতি, ভিক্খু রাজা, এবং ঈকারান্ত শব্দের উত্তর। ইনী — স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। পতি, ভিক্খু রাজা, এবং ঈ কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় হয়।

"পতিস্সিনিম্হীতি" পত্যন্তস্স অত্তে।

শব্দার্থ। পতিস্সিনিম্হীতি — 'পতিস্সিনিম্হী' এই সূত্রানুসারে। পত্যন্তস্স — পতি শব্দের অন্ত্যস্বর ইকারের স্থানে। অত্তে — অকার আদেশ হইলে। সরলোপাদো তুকারেন — "সরলোপোমাদেসপচ্চযাদিম্হি সরলোপেতুপকতি" এই সূত্রের তুকার যোগে। লোপাভাবো — পূর্ব্ব স্বরের লোপ হয় না।

বঙ্গানুবাদ। ইনি প্রত্যয় পরে থাকিলে পতি শব্দের অন্ত্যস্বর ইকারের স্থানে অকার আদেশ হয়। তদনন্তর "সরলোপোমাদেসপচ্চযাদিমহি সরলোপে তু পকাত" এই সূত্রানুসারে ইনি প্রত্যয় পরে থাকাতে পূর্ব্বস্বর অকারের লোপ হওয়ার বিধান ছিল, কিন্তু আবার সেই সূত্রের তকার যোগে পূর্ব্বস্বরের লোপ বিধান নিষেধ হইয়াছে।

"বাপরো অসরূপা" তি ইলোপোদীঘোচ।

শব্দার্থ। "বা পরো অসরূপা" তি — "বাপরো অসরূপা" এই সূত্র অনুসারে। ইলোপো — পরস্বর ইকারের লোপ হয়। দীঘো — পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অসমানরূপ স্বরবর্ণের পরস্বর বিকল্পে লোপ হয়। এবং

"পুব্বোচ" এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা ঃ— গহপতানি, ভিক্খুনী, মেধাবিনী তপস্সিনী, ধম্মচারিনী, ভযদস্সাবিনী, ভুত্তাবিনী।

নপুংসক লিঙ্গ শব্দ।

চিত্ত।

চিত্ত সি — চিত্ত শব্দের উত্তর সি বিভক্তি।

নপুংসকেহিঅতো নিচ্চন্ত্বেব — "যোনং নি নপুংসকেহী" এই সূত্র হইতে "নপুংসকেহী" এই পদটী এবং "অতোনিচ্চং" এই সূত্রটীও পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সূত্রের কার্য্য করিতে হইবে।

সিং।

অকারন্তেহি (অতো নিচ্চন্ত্বেব) নপুংসকেহি সিস্স নিচ্চং অংহোতি।

পদবিচ্ছেদ। সিং, অং — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সি — সিবিভক্তি। অং — অং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের উত্তর সি বিভক্তির স্থানে নিত্য 'অং' আদেশ হয়। যথা ঃ— সি—চিত্ত+অং=চিত্তং। যোনংনি নপুংসকেহীত্বেব — "যোনং নি নপুংসকেহী" এই সূত্রটীও পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত যোগ করিয়া সূত্রের কার্য্য করিতে হইবে।

অতোনিচ্চং।

অকারন্তেহি নপুংসকেহি যোনং নিচ্চং নি হোতি।

পদবিচ্ছেদ। অতো, নিচ্চং — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অতো, — অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের উত্তর। নিচ্চং — নিত্য। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া 'যো' বিভক্তির স্থানে। নি হোতি — নি আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তির স্থানে নিত্য নি আদেশ হয়।

নিস্‌স আ — "সব্ব যোনীনমাএ" এই সূত্রানুসারে প্রথমার বহুবচনের বিহিত নিকার স্থানে আকার আদেশ হয়। যথাঃ — নি — চিত্ত+আ =চিত্তা। যোস্বাদিনাদাঘে — "যোসু কতনিকার লোপেসুদীঘং" এই সূত্রানুসারে নিকার পরে থাকাতে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। যথা ঃ — চিত্ত+নি=চিত্তানি। গলোপে — "সেসতো লোপং গসিপি" এই সূত্রানুসারে চিত্ত শব্দের উত্তর গ বিভক্তির লোপ হইলে, যথা ঃ— হে চিত্ত, যো — চিত্তা, চিত্তানি। নিস্‌সএ — "সব্বযোনীনমাএ" এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়ার বহুবচনে বিহিত নিকার স্থানে একার আদেশ হয়। যথা ঃ — নি—চিত্ত+এ=চিত্তে, পক্ষে চিত্তানি। সেসং বুদ্ধোব — প্রথমা, আলাপন ও দ্বিতীয়া বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তিগুলি পুংলিঙ্গ বুদ্ধ শব্দ রূপের তুল দ্রষ্টব্য।

মন।

মনসি — মন শব্দের উত্তর সি বিভক্তি, এবং সি বিভক্তির স্থানে অং। যথা ঃ— মন+অং=মনং। মনোগণ শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি চিত্ত শব্দের ন্যায়।

বা ত্বেব — "স্মাস্মিন্নংবা" এই সূত্র হইতে "বা" এই পদটী পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

মনোগণাদিতোস্মিন্নানমি আ।

মনাদিতোস্মিন্নানং ই আ বা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। মনোগণাদিতো, স্মিন্নানং, ই, আ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। মনোগণাদিতো — মনগণ শব্দের উত্তর, অর্থাৎ মন প্রভৃতি শব্দের উত্তর। স্মিন্নানং — স্মিং এবং না বিভক্তির স্থানে। ই-আ — ই এবং আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। মনাদি শব্দের উত্তর 'স্মিং' এবং 'না' বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ই এবং আকার আদেশ হয়, বিকল্পে।

সসরেবাগমো।

বিভত্যাদেসে সরে পরে মনাদিতো সাগমো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। স, সরে, বা, আগমো — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। স — সকার। সরে — বিভক্তির আদেশভূত স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। বা — বিকল্পে। আগমো — আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিভক্তির আদেশভূত স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে সা আগম হয়। যথাঃ — না—মন+সা=মনসা, এস্থলে না বিভক্তির স্থানে আকার: আদেশ হওয়াতে স আগম হইয়াছে।

সস্সচো।

মনাদিতো সস্স ও হোতি — চসদ্দেন স্মাস্স আ চ।

পদবিচ্ছেদ। সস্স, চ, ও — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সস্স — স বিভক্তির স্থানে। ও — ওকার আদেশ হয়। চ সদ্দেন — সূত্রের চকার যোগে। স্মাস্স আ — স্মা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। মনাদি শব্দের উত্তর সবিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়। এবং সূত্রের চকার যোগে স্মা বিভক্তির স্থানে আকার আদেশ হয়। যথা ঃ— স — মন + ও = মনসো, স্মা — মন + আ = মনসা।

সেসং চিত্তংব — মনগণ শব্দের অবশিষ্ট রূপসিদ্ধি চিত্ত শব্দের রূপের ন্যায়।

"মনং সিরং উরং তেজং রজং ওজং বয়ং পয়ং,
যসং তপং বচং চেতং এবমাদি মনোগণো।"

বঙ্গানুবাদ। মনং, সিরং, উরং, তেজং, রজং, ওজং, বয়ং, পয়ং, যসং, তপং, বচং, চেতং ইত্যাদি শব্দকে মনগণ বলে।

গুণবন্তু-সি — গুণবন্তু শব্দের উত্তর সি বিভক্তি হয়।

"অং নপুংসকে" তি সিম্হি সবিভত্তিস্সন্তুস্স অং।

শব্দার্থ। অংনপুংসকেতি — "অংনপুংসকে" এই সূত্রানুসারে। সিম্হি — সি বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিস্সন্তুস্স — বিভক্তিসহ 'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্তু স্থানে। অং — অং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তিসহ 'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত নপুংসক লিঙ্গ শব্দের 'ন্তু' স্থানে "অং" আদেশ হয়। যথা ঃ— সি — গুণবন্তু + অং = গুণবং। ন্তুস্সন্তো — "ন্তুস্সন্তো যোস্স চ" এই সূত্রানুসারে 'বন্তু' 'মন্তু' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উকার স্থানে অকার আদেশ হইলে, যথা ঃ— গুণবন্তু, ইহার পর — "যোনং নি নপুংসকেহী" এই সূত্রানুসারে 'যো' বিভক্তির স্থানে নিকার আদেশ হইলে, এবং "যোসুকতনিকারলোপেসুদীঘং" এই সূত্রানুসারে বিহিত নিকার পরে থাকাতে পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইলে, — "গুণবন্তানি" রূপ সিদ্ধ হইল। যোতো'ঞ্ঞংপুমেব — গুণবন্তু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়া যো বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তিগুলি পুংলিঙ্গ গুণবন্তু শব্দ সদৃশ দ্রষ্টব্য। এবং গচ্ছং — গচ্ছন্তো শব্দরূপও এইরূপে জানিবে।

অট্‌ঠি।

বাত্বেব — "ঘপতোস্মিং যং বা" এই সূত্র হইতে "বা" এই পদটী পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"যোনং নি নপুংসকেহী"তি যোনং নি বা।

শব্দার্থ। যোনং — প্রথমা ও দ্বিতীয়া "যো" বিভক্তির স্থানে। নি — নিকার আদেশ হয়। নপুংসকেহী — নপুংসকলিঙ্গ শব্দের উত্তর। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ — নপুংসকলিঙ্গ শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া "যো" বিভক্তির স্থানে বিকল্পে নিকার আদেশ হয়। যথা:— অট্‌ঠি + নি = অট্‌ঠিনি। ঋত্তা যোলোপে — ইকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ অট্‌ঠি শব্দটীও "ঋ" সংজ্ঞার অন্তর্গত বলিয়া, তদুত্তর "যো" বিভক্তির লোপ হইলে "অট্‌ঠি" শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা:— যো — অট্‌ঠি + যো = অট্‌ঠী। অট্‌ঠি শব্দের অবশিষ্ট রূপসিদ্ধি পুংলিঙ্গ অগ্‌গি শব্দ সদৃশ।

দণ্ডী।

দণ্ডী সি — দণ্ডী শব্দের উত্তর সি বিভক্তি এবং তাহার লোপ। অঘত্তারস্‌সো — "অঘোরস্‌সমেকবচন যোস্বপিচ" এই সূত্রানুসারে নপুংসকলিঙ্গ দণ্ডী শব্দটীও অঘ সংজ্ঞার অন্তর্গত বশত একবচনে তাহার অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা:— সি — দণ্ডী + সি = দণ্ডি। যোতোঞ্‌ঞং পুমের — নপুংসকলিঙ্গ দণ্ডী শব্দের প্রথমা দ্বিতীয়া "যো" বিভক্তি ভিন্ন অপর বিভক্তিগুলিতে পুংলিঙ্গ দণ্ডী শব্দ সদৃশ দ্রষ্টব্য। আযুঅট্‌ঠী ব — আযু শব্দরূপ অট্‌ঠি শব্দের রূপের তুল্য।

মিশ্রলিঙ্গ শব্দ।

পুমিত্থিলিঙ্গাঘটকটযট্ঠিমুট্ঠিসিন্ধুরেণুপ্পভূতয়ো, দ্বিপদ চতুপ্পদ জাতিবাচিনো চ।

বঙ্গানুবাদ। ঘট, কট, যট্ঠি, মুট্ঠি, সিন্ধু, রেণু প্রভৃতি অপ্রাণী বাচক শব্দ এবং দ্বিপদী ও চতুষ্পদী জাতি বাচক শব্দগুলি পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ— অপ্রাণীবাচক — পুং, ঘটো, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে ঘটী, পুং — কটো, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে কটী। পুং — এসোযট্ঠি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে এসা যট্ঠি ইত্যাদি। দ্বিপদীজাতিবাচকঃ — পুং — খত্তিযো. স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় করিলে খত্তিযা, পুং — সমণো, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে সমণী ইত্যাদি। চতুষ্পদী জাতিবাচকঃ — পুং — গজো, স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় করিলে গজা, পুং — ব্যগ্‌ঘো, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে ব্যগ্‌ঘী ইত্যাদি। পুং ও নপুংসকলিঙ্গ বশে দ্বিলিঙ্গ ঃ— পুং — ধম্মো, নপুং — ধম্মং, পুং — কম্মো, নপুং — কম্মং, পুং — ব্রহ্মা, নপুং — —ব্রহ্মং, পুং — কুসুমো, নপুং — কসুমং, এইরূপ — সংগামো সংগামং ; পদুমো, পদুমং ; ইত্যাদি। স্ত্রী ও নপুংসক লিঙ্গ বশে দ্বিলিঙ্গঃ — নপুং — নগরং ; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে নগরী, নপুং— অচ্ছি, স্ত্রীলিঙ্গে অচ্ছী, পমুখং পমুখা, ইত্যাদি। পুং নপুংসক ও স্ত্রীলিঙ্গ বশে ত্রিলিঙ্গঃ— তটো, তটী, তটং ; পুটো, পুটী, পুটং ; পুরো, পুরী, পুরং ; পত্তো, পত্তী, পত্তং ; মণ্ডলো, মণ্ডলী, মণ্ডলং ; কলসো, কলসী, কলসং। ব্যবহারিক নামবাচক শব্দ ঃ— দেবদত্তো, দেবদত্তা, দেবদত্তং ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দ।

সব্ব কতর কতম উভয ইতর অঞ্ঞ অঞ্ঞতর অঞ্ঞতম পূব্ব পর অপর দক্খিণ উত্তর এক যত ইত ইম অমু কিং তুম্হ অম্হ ইতি সব্বনামানি।

বঙ্গানুবাদ। সব্ব, কতর, কতম উভয় ইতর, অঞ্ঞ, অঞ্ঞতর, অঞ্ঞতম, পূব্ব, পর, অপর, দক্খিণ, উত্তর, এক, যত, ইত, ইম, অমু, কিং, তুম্হ, অম্হ, ইহারা সর্ব্বনাম শব্দ। সব্ব শব্দ প্রায় বুদ্ধ শব্দের ন্যায়, যাহা কিছু বিশেষ তাহা নিম্নসূত্রে দেখান হইতেছে।

যোত্বেব — "বা য্ব প্পঠমো"তি এই সূত্র হইতে যো' এই পদটী পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

সব্বনামকারতো পঠমো।

সব্বাদীনমকারতো পরো পঠমো যো এত্তং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। সব্বনামকারতো, এ, পঠমো, — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সব্বনামকারতো — সর্ব্বনাম শব্দের অন্ত্যস্বর অকারের পর। এ — একার আদেশ হয়। পঠমো — প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তি। সব্বাদীনমকারতো — সব্ব' প্রভৃতি অকারান্ত পুং ও নপুংসক লিঙ্গ সর্ব্বনামের অন্ত্যস্বর অকারের উত্তর।

বঙ্গানুবাদ। পুং ও নপুংসকলিঙ্গে সব্ব, কতর, কতম, ইত্যাদি অকারান্ত সর্ব্বনামের অন্ত্যস্বর অকারের উত্তর প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হয়। যথা :— যো—সব্ব + এ = সব্বে।

৬—

"তযো নেবচ সব্বনামেহী" তি নিসেধা সম্মাস্মিন্নং আযআএনহোন্তি।

শব্দার্থ — তযো — আয, আ, এবং এ এই তিনটী আদেশ। নেবচ — হয়না, (ন এব চ)। সব্বনামেহী — অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর। স, স্মা, স্মিন্নং আযআএ নহোন্তি — অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর স, স্মা, এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে আয, আ, এবং এ এই তিনটী আদেশ হয়না। এস্থলে "স্মা স্মিন্নংবা", এবং "আযচতুত্থেক বচনস্সতু" এই দুইটী সূত্রানুসারে অকারান্ত শব্দের উত্তর স্মা, স্মিং, এবং চতুর্থীর একবচন স বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে আ, এ, এবং আয আদেশ হইয়াছে, পুনঃ এই সূত্রানুসারে অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর সেই তিনটী আদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর স্মা, স্মিং, এবং চতুর্থীর একবচন স বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে আ, এ, এবং আয এই তিনটী আদেশ হয়না। যথা :— সব্বম্হা সব্বস্মা, সব্বমহি, সব্বস্মিং, সব্বস্স ইত্যাদি।

সব্বতো নং সংসানং।

সব্বাদিতো নং ইচ্চস্স সংসানং হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। সব্বতো, নং, সংসানং — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সব্বাদিতো — সব্ব, কতর, কতম, ইত্যাদি সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর। নং ইচ্চস্স — নং এই বিভক্তির স্থানে। সংসানং হোন্তি — সং এবং সানং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর নং বিভক্তির স্থানে সং এবং সানং আদেশ হয়।

অকারো এ ইত্বেব—'সুহিস্বকারো এ' এই সূত্র হইতে 'অকারো' এবং 'এ' এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

সব্বানমানং নম্হি চ।

নম্হি সব্বাদীনমকরস্স এ হোতি।

পদবিচ্ছেদ। সব্বানমানং, নম্হি, চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। সব্বানমানং—সব্বা, কতর, কতম, ইত্যাদি অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের অন্ত্যস্বর অকারের স্থানে। নম্হি — নং বিভক্তি পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। নং বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের অন্ত্যস্বর অকার স্থানে একার আদেশ হয়। যথা ঃ— সব্বেসং, সব্বেসনং ইত্যাদি।

ইথিযং-আ — অকারান্ত সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় করিলে প্রায় কঞ্ঞা শব্দের রূপের ন্যায় হইবে। ইহাদের প্রভেদ নিম্ন সূত্রে দেখান হইতেছে।

বাত্বেব — তস্সা বা" এই সূত্র হইতে বা' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ঘপতোস্মিংসানং সংসা।

ঘ প সঞ্ঞাতো সব্বা দতো স্মি সানং সংসাবাহোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। ঘপতো, স্মিংসানং, সংসা — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ঘপতো — 'ঘ' এবং 'প' এর উত্তর, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত, ইকারান্ত এবং উকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর। স্মিংসানং — স্মিং এবং স বিভক্তির স্থানে। সংসা — সং এবং সা আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ঘ এবং প শব্দের উত্তর স্মিং' এবং 'স' বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে সং এবং সা আদেশ হয় বিকল্পে।

"সংসাস্বেকবচনেসু চে" তি সাগমো।

শব্দার্থ। এক বচনেসু সংসাসু — একবচনে সং এবং সা পরে থাকিলে। সাগমো — সকার আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। এক বচনে সং এবং সা পরে থাকিলে সকার আগম হয়।

ঘো রস্সং।

এক বচন সংসাসু ঘো রস্সং যাতি।

পদবিচ্ছেদ। ঘো, রস্সং — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ঘো — ঘ অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দ।

রস্সং যাতি — হ্রস্ব স্বর প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। এক বচনে সং এবং সা পরে থাকিলে ঘ হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দের আকার স্থানে অকার হয়। যথা ঃ— সব্বসসা, পক্ষে সব্বায়।

নেতাহি স্মিমাযযা।

ঘ প সঞ্ঞিহি সব্বাদাহি স্মিনো আযযা ন হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। না, এতাহি, স্মিং, আয-যা — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। এতাহি ঘ প সঞ্ঞাহি সব্বাদীহি — স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনামভূত ঘ এবং পএর উত্তর। স্মিনো — স্মিং বিভক্তির স্থানে। আয-যানহোন্তি 'আয' এবং 'যা' আদেশ হয়না। নপুংসকে — নপুংসকলিঙ্গে 'সব্বা' শব্দ। যথাঃ— সব্বং, সব্বানি, এইরূপ দ্বিতীয়াতে ও। সব্বাদযো নপুংসকে ত্তিযাদিসু সকসক পুমাসমা — নপুংসকলিঙ্গে সব্ব, কতর, কতম প্রভৃতি

সর্ব্বনাম সমূহের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তিগুলিতে ইহাদের নিজ নিজ পুংলিঙ্গ শব্দ সদৃশ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ‘পূব্ব’, ‘পর’, ‘অপর’, শব্দের উত্তর স্মিং বিভক্তিতে কিছু বিশেষ আছে। তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে দেখান হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনামভূত ঘ এবং প এর উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে আয এবং যা আদেশ হয়না।

“যদনুপ্পন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তী”তি অনিত্থিযং এ বা।

শব্দার্থ। যদনুপ্পন্না — যাহা কোন ও সূত্রদ্বারা সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হয় নাই। নিপাতনা সিজ্ঝন্তি — নিপাতনে সিদ্ধ হয়। অনিত্থিযং — স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন পুং নপুংসকলিঙ্গে। এ — একার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। যে সকল শব্দরূপ পূর্ব্বে কোনও সূত্র দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই, সে সকল শব্দরূপ এই নিপাতন ভূত সূত্রদ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। পুং ও নপুংসকলিঙ্গে পূব্ব, পর, এবং অপর শব্দের উত্তর স্মিং বিভক্তির স্থানে একার আদেশ হয়। যথা:— পূব্বে, পক্ষে — পূব্বম্হি, পূব্বস্মিং। এইরূপ পর ও অপর শব্দ ও দ্রষ্টব্য।

একসদ্দো সঙ্খ্যাতুল্যাঞ্ঞসহাযথো, যদা সংখ্যথো তদেকবচনো, অঞ্ঞথ সব্ববচনোচ বাদীনমালপনং নত্থি।

বঙ্গানুবাদ। একসদ্দ — সংখ্যা, অতুল্য, অন্য, এবং অসহায় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন ইহার অর্থ সংখ্যা বুঝায়, তখন ‘এক’ শব্দ কেবল এক বচনেই ব্যবহৃত হয়। যথা:—“একোহুত্বা বহুধাহোতি বহুধাপি হুত্বা একোহোতি একম্পি জাতিং দ্বেপি জাতিযো” ইত্যাদি স্থলে সংখ্যা অর্থে। কিন্তু যখন ‘এক’ শব্দের অর্থ অতুল্য অন্য, এবং অসহায় বুঝায়, তখন ইহ একবচনও বহু বচন উভয় হইয়া থাকে। যথা:—

"একো পুগ্গলো লোকে উপ্পজ্জমানো উপ্পজ্জতি বহুজন হিতায়", "একোম্হি সম্মাসম্বুদ্ধ" ইত্যাদি স্থলে অতুল্যার্থে। "অপন্নকং ঠানমেকে তুতিযং আহুতক্কিকা." "চরন্তি একে পরিবারচ্ছন্না" ইত্যাদি স্থলে অন্যার্থে "একোচরে মাতঙ্গরঞ্ঞে বা নাগো" "একো চরে খগ্গবিসাণ কপ্পো." "একস্স চরিতং সেয্যো" ইত্যাদি স্থলে অসহায়ার্থে। য ত, প্রভৃতি কতকগুলি সর্ব্বনামের আলাপন নাই।

তসি — তশব্দের উত্তর সি বিভক্তি। সিম্হিসং অনপুংসকস্সেত্বেব — "অনুপুংসকস্সাযং সিম্হি" এই সূত্র হইতে "অনপুংসকস্স," 'সিম্হি' এবং "অমুস্স মোসং" এই সূত্র হইতে 'সং' এই পদগুলি ও নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

এততেসংতো।

সিম্হি নপুংসকানং এত ত ইচ্চেতেসং তকারস্স স হোতি।

পদবিচ্ছেদ। এততেসং, তো — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। এততেসং — 'এত' এবং 'ত' শব্দের (এতোচ তোচ — এততো, তেসং — এততেসং)। তো — তকার, অর্থাৎ তকারের স্থানে সকার আদেশ হয়। সিম্হি — সি বিভক্তি পরে থাকিলে।

অনপুংসকানং এত, ত ইচ্চেতেসং — নপুংসকলিঙ্গ ভিন্ন পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ 'এত' এবং 'ত' শব্দের। তকারস্স — তকার স্থানে। সহোতি — সকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসকলিঙ্গ ভিন্ন পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে এত এবং ত শব্দের তকার স্থানে সকার আদেশ হয়। যথা :— পুং — সো, স্ত্রীলিঙ্গ — সা, ইত্যাদি।

তস্‌স বা নত্তং সব্বত্থ।

তিলিঙ্গেসু সব্বাদীনং তকারস্‌স নো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। তসস. বা নত্তং, সব্বত্থ — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তস্‌স — এত এবং ত শব্দের তকারের স্থানে। বা — বিকল্পে। নত্তং—নকার আদেশ হয়। সব্বত্থ—সর্ব্বত্র। তিলিঙ্গেসু—পুং, নপুং ও স্ত্রীলিঙ্গ বশে ত্রিলিঙ্গে, অর্থাৎ ত্রিবিধ লিঙ্গে। সব্বাদীনং—সব্ব, কতর, কতম, প্রভৃতি সর্ব্বনাম সমূহের মধ্যে।

বঙ্গানুবাদ। ত্রিলিঙ্গে এত এবং ত শব্দের তকারের স্থানে নকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা ঃ— নে, পক্ষে তে, অবশিষ্ট বিভক্তি গুলিতে পুংলিঙ্গ 'সব্ব' শব্দ সদৃশ। স্ত্রীলিঙ্গে না, পক্ষে নায়, অবশিষ্ট বিভক্তি গুলি স্ত্রীলিঙ্গ 'সব্বা' শব্দ সদৃশ। নপুংসক লিঙ্গে নং, পক্ষে তং ইত্যাদি, অবশিষ্ট বিভক্তি গুলি নপুংসকলিঙ্গ 'সব্ব' শব্দ সদৃশ। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, নপুংসক লিঙ্গে 'এত' ও 'ত' শব্দের তকার স্থানে বিকল্পে মকার আদেশ হয়। কিন্তু পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে সি বিভক্তি ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তি গুলিতে তকার স্থানে বিকল্পে মকার আদেশ হয়।

বাস্তেব — "তস্‌স বা" এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদটীও নিম্নসূত্রে যোগ করিবে।

ততোতস্‌সস্‌সায।

তাএতাহি ইমাহি সস্‌স স্‌সাযো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ততো, তস্‌স, স্‌সায — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ততো — তা, এতা, এবং ইমা শব্দের উত্তর। সস্‌স — 'স্‌' বিভক্তির স্থানে। স্‌সায — 'স্‌সায' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তা, এতা, এবং ইমা শব্দের উত্তর স বিভক্তির স্থানে স্সায আদেশ হয়, বিকল্পে।

সংসাম্বেকবচনেসু ই ইত্বেব — "সংসাম্বেকবচনেসুচ" এই সূত্র হইতে 'সংসাসু,' 'একবচনেসু' এই পদদ্বয় ও 'এতিমাসমি' এই সূত্র হইতে 'ই' এই পদটীও নিম্ন সূত্রে যোগ করিবে।

তস্সা বা।

একবচন সংসাসু তাসদ্দস্স আ ইত্তং বা যাতি।

পদবিচ্ছেদ। তস্সা, বা — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। একবচন সংসাসু — একবচনে 'সং' এবং 'সা' পরে থাকিলে তা সদ্দস্স আ — তা এতা এবং ইমাশব্দের অন্ত্য স্বর আকার। ইত্তং যাতি — ইকারত্ব প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। এক বচনে বিভক্তির আদেশ ভূত সং এবং সা পরে থাকিলে, তা এতা এবং ইমা শব্দের অন্ত্যস্বর আকার স্থানে ইকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা:— তিস্সায, তিস্সা ইত্যাদি। নপুংসকে — তংইচ্চাদি নপুংসকলিঙ্গে তা শব্দের এক বচনে তং ইত্যাদি। এসো-সেসং সব্বসমং পুংলিঙ্গে এত শব্দের প্রথমার এক বচনে এসো, অবশিষ্ট বিভক্তি গুলিতে ইহার পূর্ব্ব সিদ্ধ পুংলিঙ্গ সব্ব শব্দের ন্যায়। ইত্থিযং-এসা — স্ত্রীলিঙ্গে এতা শব্দের প্রথমার একবচনে এসা অবশিষ্ট বিভক্তি গুলি ইহার রূপ সিদ্ধি স্ত্রীলিঙ্গ তা শব্দের ন্যায়।

সংসাম্বেকবচনেসুইত্বেব — "সংসাম্বেকবচনেসুচ" এই সূত্র হইতে সংসাসু, একবচনেসু এই পদদ্বয় ও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

এতিমাসমি।

একবচনসংসাসু এতা ইমানমন্তস্স ইহোতি।

পদবিচ্ছেদ। এতিমাসং, ই — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। এতিমাসং — এতা এবং ইমা শব্দের অন্ত্যস্বর আকারের স্থানে। ই—ইকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। একবচনে বিভক্তির আদেশ ভূত সং এবং সা পরে থাকিলে, তা, এতা এবং ইমা শব্দের অন্ত্যস্বর আকারের স্থানে ইকার আদেশ হয়। যথা ঃ— তিস্সং, এতিসসং, ইমিসসং, পক্ষে তিস্সা এতিস্সা, ইমিস্সা।

ইম সি — 'ইম' শব্দের উত্তর সি বিভক্তি।

"অনপুংসকস্সাযং সিম্হি" তি ইমস্স অযং।

শব্দার্থ। অনপুংসকস্স ইমস্স — নপু সকলিঙ্গ ভিন্ন পুং স্ত্রীলিঙ্গে ইম শব্দের স্থানে। অযং — অয়ং আদেশ হয়। সিম্হি — সি বিভক্তি পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসক লিঙ্গ ভিন্ন পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ইম' শব্দের স্থানে 'অয়ং' আদেশ হয়। সি লোপো — "সেসতো লোপং গসিপি" এই সূত্রানুসারে সি বিভক্তি লোপ হয়। যথা ঃ— অয়ং।

"অনিমিনাম্হি চে" তি ইমস্স অনো ইমিচ।

শব্দার্থ। অনিমি — অন এবং ইমি আদেশ হয়। নাম্হি — না বিভক্তি পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। না বিভক্তি পরে থাকিলে পুং ও নপুংসকলিঙ্গে ইম শব্দের স্থানে অন এবং ইমি আদেশ হয়। যথা ঃ— অনেন, ইমিনা।

"সব্বস্‌সিমস্‌সেবা" তি সুনংহিসু এ বা।

শব্দার্থ। সব্বস্‌স ইমস্‌স — সমস্ত 'ইম' এই শব্দের স্থানে, অর্থাৎ 'ইম' শব্দের স্থানে এ — একার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। সু, নং, এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে, পুং ও নপুং সক লিঙ্গে 'ইম' শব্দের স্থানে একার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— এহি, এভি।

বাস স্মা স্মিং সং সা স্বত্তং ত্বেব — "তস্‌স বা নত্তং সব্বত্থ" এই সূত্র হইতে 'বা' পদটী এবং "সস্মা স্মিং সংসাস্বত্তং" এই সূত্রটীও নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ইম সদ্দস্‌স চ।

স, স্মা স্মিং সং সাসু ইমস্‌স অত্তং বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ইমসদ্দস্‌স, চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ইমসদ্দস্‌স — ইম শব্দের স্থানে। স স্মা স্মিং সংসাসু — স স্মা, স্মিং, সং, এবং সা পরে থাকিলে। অত্তং হোতি — অকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স, স্মা, স্মিং, সং এবং সা পরে থাকিলে ইম এবং ত শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— অস্‌স, অস্মিং ইত্যাদি।

অত্তপক্‌খে ত এবং ইম শব্দের স্থানে আদেশ ভূত অকারের পর যে সকল বিভক্তি হয় তাহা নিম্ন সূত্রে দেখান হইতেছে।

"নতিমেহিকতাকারেহী" তি স্মা স্মিন্নং ম্হা ম্হি ন সিজ্ঝন্তে।

শব্দার্থ। (নতিমেহি) কতাকারেহি মেহী — কৃত অকার আদেশভূত ত এবং ইম শব্দের উত্তর, অর্থাৎ ত এবং ইম শব্দের স্থানে আদেশভূত অকারের পর, "সস্মা স্মিং সং সা স্বত্তং" এই সূত্রানুসারে সর্ব্বনাম 'ত'

শব্দের স্থানে বিকল্পে 'অ' আদেশ করা হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান সূত্রানুসারে ইম শব্দের স্থানে বিকল্পে অ আদেশ করা হইয়াছে। এই আদেশ ভূত অ' এর উত্তর। স্মা স্মিন্নং — স্মা এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে। ম্হা ম্হি ন সিজ্ঝন্তি — ম্হা এবং ম্হি আদেশ হয় না।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বনাম ত এবং ইম শব্দের স্থানে আদেশভূত অকারের পর স্মা এবং স্মিং বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ম্হা এবং ম্হি আদেশ হয় না। যথা — অস্মা অস্মিং। ইত্থিযং-অযং — স্ত্রীলিঙ্গে ইম শব্দের ১মার এক বচনে অযং আদেশ হয়। সেসং এতাব — অবশিষ্ট বিভক্তি গুলিতে ইহার রূপসিদ্ধি এতা শব্দের ন্যায়। সংসাস্বত্তং বা বিসেসো — সং এবং সা পরে থাকিলে ইম শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয়, ইহাই বিশেষ মাত্র।

নপুংসকে — নপুংসকলিঙ্গে ইম শব্দের রূপ।

সবিভত্তিস্স 'বা' ত্বেব — "অম্হস সমমং সবিভত্তিস্স সে" এই সূত্র হইতে 'সবিভত্তিস্স' এই পদটী এবং "তসস বা নত্তং সব্বত্থ" এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদটীও নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"ইমস্সিদমংসিসু নপুংসকে" তি ইমস্স ইদং বা।

শব্দার্থ। ইমস্স- ইম শব্দের স্থানে। ইদং—'ইদং' আদেশ হয়। অংসিসু— অং এবং সি বিভক্তি পরে থাকিলে। নপুংসকে— নপুংসকলিঙ্গে।

বঙ্গানুবাদ। অং এবং সি বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসকলিঙ্গে ইম শব্দের স্থানে ইদং আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— ইদং, পক্ষে ইমং।

অমুসি — অমুশব্দের উত্তর সি বিভক্তি।

বা অনপুংসকস্স সিম্হিত্বেব — "অনপুংসকাযং সিম্হি" এই সূত্র হইতে "অনপুংসকস্স" 'সিম্হি," এবং "সব্বস্সিমস্সে বা" এই সূত্র হইতে 'বা' এই পদটী ও নিম্নসূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"অমুস্স মোসং" তি মস্স সো বা।

শব্দার্থ। অমুস্স মো — অমু শব্দের মকার। সংযতি — সকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসক লিঙ্গ ভিন্ন পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে অমুশব্দের মকার স্থানে সকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— অস্থ, পক্ষে অমু।

"সব্বোতো কো" তি সব্ব নামতো কাগমো।

শব্দার্থ। সব্বনামতো — সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর। কাগমো — ককার আগম হয়। সকত্থে — স্বার্থে।

বঙ্গানুবাদ। সি বিভক্তি পরে থাকিলে সর্ব্বনাম সমূহের উত্তর ককার আগম হয়, অর্থাৎ স্বার্থে ক প্রত্যয় হয়।

"মো" তি ও।

শব্দার্থ। সি—সি বিভক্তি। ও — ওকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুংলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের উত্তর সি বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়। যথা :— সব্বকো, অমুকো ইত্যাদি।

নপুংসকে — নপুংসকলিঙ্গে অমুশব্দের রূপ। সবিভত্তিস্সঅং সিম্হি নপুংসকেত্বেব — "অম্হস্স মমং সবিভত্তিস্স সে" এই সূত্র হইতে "সবিভত্তিস্স" এবং "ইমস্সিদমং সিম্হি নপুংসকে" এই সূত্র হইতে "অং সিম্হি," "নপুংসকে" এই পদগুলিও নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"অমুস্সাদুং" তি অদুং।

শব্দার্থ। অমুস্সাদুং — অমু শব্দের স্থানে অদুং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সি এবং অং বিভক্তি পরে থাকিলে নপুংসকলিঙ্গে অমু শব্দের স্থানে বিভক্তি সহ অদুং আদেশ হয়। যথা :— অদুং।

"সেসেসুচে" তি সব্বত্থ কিস্সকো।

শব্দার্থ। হিং হং পচ্চয়তো — হিং এবং হং প্রত্যয় ভিন্ন। সেসেসু— অবশিষ্ট বিভক্তি এবং প্রত্যয় পরে থাকিলে। সব্বত্থ — সর্ব্বত্র। কিস্সকো — কিং শব্দের স্থানে ককার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। হিং এবং হং প্রত্যয় ভিন্ন অবশিষ্ট বিভক্তি ও প্রত্যয় পরে থাকিলে কিং শব্দের স্থানে ক আদেশ হয়। যথা ঃ— কো, কা, কং, ইত্যাদি।

তুম্হসি অম্হসি — তুম্হ এবং অম্হ শব্দের উত্তর সি বিভক্তি। সবিভত্তিস্স তুম্হম্হানং 'ত্যধিকারো 'অম্হস্স মমং সবিভত্তিস্সসে' এই সূত্র হইতে "সবিভত্তিস্স" এবং "তুম্হম্হানং তযি মযি" এই সূত্র হইতে "তুম্হম্হানং" এই পদদ্বয় ও নিম্নসূত্রে যোগ করিতে হইবে।

ত্বমহং সিম্হিচ।

সিম্হি সাবভত্তীনং তুম্হম্হানং ত্বং অহং হোন্তি, চসদ্দেন তুম্হস্স তুবং।

পদবিচ্ছেদ। ত্বমহং, সিম্হি চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ত্বমহং — ত্বং এবং অহং আদেশ হয়। সিম্হি—সি বিভক্তি পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ সি বিভক্তি পরে থাকিলে তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তি সহ যথাক্রমে ত্বং এবং অহং আদেশ হয়। সূত্রে চকার যোগে তুম্হ শব্দের স্থানে তুবং আদেশ হয়। যথা ঃ— ত্বং, তুবং, অহং।

"মযং যোম্হি পঠমে" তি অম্হস্স মযং হোতি।

শব্দার্থ। মযং — মযং আদেশ হয়। যোম্হি পঠমে — প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে। অম্হস্স — অম্হ শব্দের স্থানে।

বঙ্গানুবাদ। প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে অম্হ শব্দের স্থানে মযং আদেশ হয়। যথা ঃ— মযং।

"তম্মমম্হী" তি অম্হি তং মং হোন্তি।

শব্দার্থ। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। তুম্হম্হানং— তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে। তং মং হোন্তি — তং এবং মং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অং বিভক্তি পরে থাকিলে তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তি সহ যথাক্রমে তং এবং মং আদেশ হয়। যথা ঃ— তং, মং।

"তবং মমঞ্চ নবা" তি অম্হি তবং মমঞ্চ নবা।

শব্দার্থ। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিনং তুম্হম্হানং — বিভক্তির সহিত তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে। নবা — বিকল্পে তবং মমং — তবং এবং মমং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অং বিভক্তি পরে থাকিলে তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তি সহ যথাক্রমে তবং এবং মমং আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা ঃ — তবং মমং।

"তুম্হস্স তুবংত্বমম্হী"তি তুম্হস্স তুবং ত্বং চ।

শব্দার্থ। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিস্স তুম্হস্স — বিভক্তি সহ তুম্হ শব্দের স্থানে। তুবং ত্বং — তুবং এবং ত্বং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ — অং বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ তুম্হ শব্দের স্থানে তুবং এবং ত্বং আদেশ হয়। যথা ঃ— তুবং, ত্বং।

আকত্তেব — আকং ইতি এব, "তুম্হম্হেহিনমাকং" এই সূত্র হইতে 'আকং' এই পদটিও নিম্নসূত্রে যোগ করিবে।

"বায্বপ্পঠমো' তি দুতিযা যোস্স আকং বা।

শব্দার্থ। অপ্পঠমো যো — প্রথমার 'যো' বিভক্তি ভিন্ন দ্বিতীয়ার 'যো' বিভক্তির। আকং — আকং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তুম্হ এবং অম্হ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়ার যো বিভক্তির স্থানে বিকল্পে আকং আদেশ হয়। যথা: তুম্হাকং, অম্হাকং।

"নাম্হি তযামযা"তি নাম্হি তযা মযা হোন্তি।

শব্দার্থ। নাম্হি — না বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং তুম্হম্হানং — বিভক্তি সহ তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে। তযামযা হোন্তি — তযা ও মযা আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। না বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে যথাক্রমে তযা এবং মযা আদেশ হয়। যথা: — তযা, মযা।

"তযাতযীনং তকারো ত্বত্তং বা"তি তস্স ত্বো বা।

শব্দার্থ। তযাতযীনং — বিহিত তযা এবং তযি শব্দের। তকারো — তকার। ত্বত্তংযাতি — ত্ব আদেশ প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। না এবং স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে তুম্হ শব্দের বিহিত 'তযা' 'তযি' এর আদি তকারের স্থানে 'ত্ব' আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা:— ত্বযা, ত্বযি।

"তবমমসে"তি সে তব মম হোন্তি।

শব্দার্থ। সে - সবিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং তুম্হম্হানং — বিভক্তির সহিত তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে। তবমমহোন্তি — তব এবং মম আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স বিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ তুম্‌হ এবং অম্‌হ শব্দের স্থানে যথাক্রমে তব এবং মম আদেশ হয়। যথা:— তব, মম।

তুয্‌হং ময্‌হং চে"তি" সে তুয্‌হং ময্‌হং চ।

শব্দার্থ। সে — স বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং তুম্‌হম্‌হানং — বিভক্তির সহিত তুম্‌হ ও অম্‌হ শব্দের স্থানে। তুয্‌হং ময্‌হং — তুয্‌হং এব. ময্‌হং হয়।

বঙ্গানুবাদ। সবিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তিসহ তুম্‌হ এবং অম্‌হ শব্দের স্থানে যথাক্রমে তুয্‌হং এবং ময্‌হং আদেশ হয়। যথা:— তুয্‌হং, ময্‌হং।

"সস্‌সং""তি সস্‌স অং বা।

শব্দার্থ। তুম্‌হ অম্‌হেহি — তুম্‌হ ও অম্‌হ শব্দের উত্তর। সস্‌স — সবিভক্তির স্থানে। অং - অং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তুম্‌হ এবং অমহ শব্দের উত্তর সবিভক্তির স্থানে বিকল্পে অং আদেশ হয়। যথা:— তুম্‌হং, অম্‌হং।

"অম্‌হস্স মমং সবিভত্তিস্‌স সে"তি সে অম্‌হস্‌স মমং চ।

শব্দার্থ। সে — সবিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিস্‌স অম্‌হস্‌স — বিভক্তি সহিত অম্‌হ শব্দের স্থানে। মমং — মমং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সবিভক্তি পরে থাকিলে বিভক্তি সহ অম্‌হ শব্দের স্থানে মমং আদেশ হয়। যথা:— মমং।

"তুম্‌হম্‌হেহি নমাকং" 'তি নংবচনস্‌স আকং।

শব্দার্থ। তুম্‌হম্‌হেহি — তুম্‌হ এবং অম্‌হ শব্দের উত্তর। নং বচনস্‌স — নং বিভক্তির স্থানে। আকং — আকং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'তুম্‌হ' ও 'অম্‌হ' শব্দের উত্তর নং বিভক্তির স্থানে আকং আদেশ হয়। যথা ঃ— তুম্‌হাকং, অম্‌হাকং।

"তুম্‌হাম্‌হানং তযিমযী" 'তি স্মিম্‌হি তযি মযি হোন্তি।

শব্দার্থ। স্মিম্‌হি — স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে। তুম্‌হাম্‌হানং — তুম্‌হ ও অম্‌হ শব্দের স্থানে। তযিমযি হোন্তি — তযি ও মযি আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্মিং বিভক্তি পরে থাকিলে তুম্‌হ এবং অম্‌হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে তযি এবং মযি আদেশ হয়। যথা ঃ— তযি, মযি।

ত্বে কতে — "তযাতযীনং তকারো ত্বত্তং বা" এই সূত্রানুসারে 'তযি' শব্দের আদি তকার স্থানে ত্ব আদেশ করিলে 'ত্বযি' রূপ সিদ্ধ হয়। লিঙ্গত্তযেসমং — তুম্‌হ ও অম্‌হ শব্দরূপ ত্রিবিধলিঙ্গে এক সদৃশ।

নবাত্বেব — 'তবংমমঞ্চ নবা' এই সূত্র ইহতে 'নবা' এই পদটীও নিম্ন সূত্রে যোগ করিবে।

পদতো দুতিযা চতুত্থী ছট্‌ঠীসু বোনো।

অত্থজ্জোতকা বণ্ণপদং। দুতিযা চতুত্থী ছট্‌ঠীবহু বচনেসু পরেসু পদস্মা পরেসং সবিভত্তীনং তুম্‌হাম্‌হানং বোনোকারা নবা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। পদতো, দুতিযা, চতুত্থী ছট্‌ঠীসু, বোনো— ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। পদতো — পদের উত্তর, অর্থবোধক বর্ণ সমূহকে পদ বলে। পদ চারি প্রকার ঃ— নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুর্বিধ পদের যে কোন পদ পূর্ব্বে থাকিলে তদুত্তর। দুতিযা চতুত্থী ছট্‌ঠী বহু বচনেসু পরেসু -- দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ৬ষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং তুম্‌হাম্‌হানং — বিভক্তির সহিত তুম্‌হ

এবং অম্হ শব্দের স্থানে। বোনোকারা হোন্তি — বো এবং নোকার আদেশহয়। নবা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। দ্বিতীয়া চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচন বিভক্তি পরে থাকিলে পদের উত্তর তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে 'বো' এবং 'নো' আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— রক্খতু বো, পস্সতু নো, ইত্যাদি স্থলে রক্খতু, পস্সতু ইত্যাদি: আখ্যাত পদের উত্তর তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে 'বো' ও 'নো' আদেশ হইয়াছে। সদ্ধা বো, সখা নো ইত্যাদির স্থলে 'সদ্ধা', 'সখা' এই নাম পদের উত্তর বো এবং নো আদেশ হইয়াছে।

পদতো 'ত্যধিকারো — উপরের সূত্র হইতে 'পদতো' এই পদটী লইয়া নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে।

"তেমেক বচনে" তি চতুত্থী ছট্ঠেক বচনেসু তে মে হোন্তি।

শব্দার্থ। চতুত্থী ছট্ঠেক বচনেসু — চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি পরে থাকিলে। পদতো—পদের উত্তর। তুম্হাম্হানং—তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে। তে মে হোন্তি — তে এবং মে আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি পরে থাকিলে, পদের উত্তর তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে তে এবং মে আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— দদামি তে, দদহি মে, ইদং তে, অযং মে। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, বো, নো, তে এবং মে এই শব্দগুলি বাক্যের আদিতে ব্যবহৃত হয়না; নাম আখ্যাতাদি চতুর্ব্বিধ পদের কোন একটী পদ পূর্ব্বে থাকিলে তদুত্তর বিকল্পে ইহারা ব্যবহৃত হয়।

"নাম্হি" তি অম্হি নিসেধো।

শব্দার্থ। অম্হি — অং বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং তুম্হাম্হানং — বিভক্তিসহ তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে। পদতো — পদের উত্তর। তে মে না হোন্তি — তে এবং মে আদেশ হয়না।

বঙ্গানুবাদ। অং বিভক্তি পরে থাকিলে পদের উত্তর তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে তে এবং মে আদেশ হয়না। যথা :— পস্সথ তং, অজিনি মং।

"বা ততিযে চে" তি ততিযেকবচনে তে মে বা হোন্তি।

শব্দার্থ। ততিযেক বচনে — তৃতীয়ার এক বচনে না বিভক্তি পরে থাকিলে। পদতো — পদের উত্তর। সবিভত্তীনং তুম্হাম্হানং — বিভক্তির সহিত তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে। তেমে হোন্তি — তে এবং মে আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তৃতীয়ার একবচনে না বিভক্তি পরে থাকিলে পদের উত্তর তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে তে এবং মে আদেশ হয়, বিকল্পে যথা :— কতং তে, কতং মে।

"বহুবচনেসু বো নো" তি ততিযা বহুবচনেসু বোনো হোন্তি। বহুবচনেন পঠমে যোম্হি চ।

শব্দার্থ। ততিযা বহুবচনেসু — তৃতীয়ার বহুবচন হি বিভক্তি পরে থাকিলে। পদতো — পদের উত্তর। সবিভত্তীনং তুম্হাম্হানং — বিভক্তির সহিত তুম্হ ও অম্হ শব্দের স্থানে। বো নো হোন্তি — বো এবং নো আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তৃতীয়ার বহুবচন হি বিভক্তি পরে থাকিলে পদের উত্তর 'তুম্হ' এবং 'অম্হ' শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে বো এবং নো আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা :— কতং বো, কতং নো।

এস্থলে আরও কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এই সূত্রটী যদি "বহুবচনেসু বো নো" এইরূপ না লিখিয়া 'বহুবচনে বোনো' এইরূপ লিখা হইত তাহা হইলে কেবল তৃতীয়ার বহুবচনটাই বুঝা যাইত; তাহা না লিখাতে এখন তৃতীয়া ও প্রথমার বহুবচন উভয়টাই বুঝাইতেছে, তজ্জন্য লিখিত হইয়াছে — "বহুবচনেন পঠমে যোম্হিচ।" সুতরাং প্রথমার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলেও পদের উত্তর তুম্হ এবং অম্হ শব্দের স্থানে বিভক্তির সহিত যথাক্রমে 'বো' এবং 'নো' আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা ঃ — গামং বো গচ্ছেয্যাথ, গামং নো গচ্ছেয্যাম।

সংখ্যা বাচক শব্দ।

সংখ্যাবুচ্চতে — সংখ্যা বাচক শব্দ বলা হইতেছে। একসদ্দো — 'এক' শব্দ। সব্বনামেসু বুত্তো — সর্ব্বনাম শব্দের মধ্যে হইয়াছে। দ্বাদযো — 'দ্বি' শব্দ হইতে। অট্ঠারসন্তা — 'অট্ঠারস' শব্দ পর্য্যন্ত। বহুবচনান্তে — বহুবচনান্ত শব্দ।

বঙ্গানুবাদ। 'এক' শব্দের রূপসিদ্ধি পূর্ব্বের সর্ব্বনাম শব্দের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বি' হইতে 'অট্ঠারস' পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সমূহের একবচন নাই, ইহারা নিত্য বহুবচনান্ত।

সবিভত্তিসস ইত্থিপুমনপুংসকসঙ্খ্যন্তি চাধিকারো — "অম্হস্স মমং "সবিভত্তিস্স সে" এই সূত্র হইতে "সবিভত্তিস্স" এই পদটী এবং ইত্থিনপুংসক সঙ্খ্যং" এই সূত্রটী ও পরবর্ত্তী সূত্রগুলির সহিত যোগ করিতে হইবে।

"যোস্সুদ্বিন্নং দ্বে চে" তি দ্বিস্স দ্বে হোতি।

শব্দার্থ। যোস্থ — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের যো বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তীনং দ্বিন্নং — বিভক্তিসহ 'দ্বি' শব্দের স্থানে। দ্বে হোতি — 'দ্বে' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে সংখ্যা বাচক 'দ্বি, শব্দের স্থানে বিভক্তি সহিত 'দ্বে' আদেশ হয়। যথা :— দ্বে।

নোচদ্বাদিতো নম্হি।

নম্হি দ্বাদিতো নকারাগমো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। নো, চ, দ্বাদিতো, নম্হি — চতুষ্পদীসূত্র।

শব্দার্থ। নম্হি — নং বিভক্তি পরে থাকিলে। দ্বাদিতো — দ্বি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর। নকারাগমো হোতি — নকার আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। নং বিভক্তি পরে থাকিলে 'দ্বি' প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর নকার আগম হয়। যথা :— দ্বিন্নং। দ্বিশব্দ সমস্ত লিঙ্গে এক সদৃশ।

তিচতুন্নং তিস্সো চতস্সো তযোচত্তারোতীনি চত্তারি।

যোস্থ ইত্থিপুমনপুংসকেস্থ সবিভত্তীনং তিচতুন্নং তিস্সো চতস্সো আদযো হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। তিচতুন্নং, তিস্সো চতস্সো তযোচত্তারোতীনিচত্তারি — দ্বিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। যোস্থ — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে। ইত্থিপুমনপুংসকেস্থ — স্ত্রী, পুং, ও নপুংসকলিঙ্গে। সবিভত্তীনং

তিচতুন্নং — বিভক্তি সহ 'তি' এবং 'চতু' শব্দের স্থানে। তিস্সো আদযো হোন্তি — তিস্সো, চতস্সো, তযো, চত্তারো, তীনি, চত্তারি, আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ও নপুংসকলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে 'তি' এবং 'চতু' শব্দের স্থানে বিভক্তি সহিত যথাক্রমে তযো, চত্তারো তিস্সো, চতস্সো, এবং তীনি, চত্তারি আদেশ হয়। যথা ঃ— তযো, চত্তারো — তিস্সো, চতস্সো, — তীনি চত্তারি।

"ইণ্ণমিণ্ণন্তীহি সংখ্যাহী"তি তিসদ্দতো নং ইচ্চস্স ইণ্ণং, ইণ্ণন্নংচ।

শব্দার্থ। সংখ্যাহি তীহি — সংখ্যাবাচক 'তি' শব্দের উত্তর। নং ইচ্চস্স — নং বিভক্তির স্থানে। ইণ্ণমিণ্ণন্নং — 'ইণ্ণং' এবং 'ইণ্ণন্নং' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। পুং ও নপুংসকলিঙ্গে সংখ্যাবাচক 'তি' শব্দের উত্তর নং বিভক্তির স্থানে ইণ্ণং ও ইণ্ণন্নং আদেশ হয়। যথা ঃ— তিণ্ণং, তিণ্ণন্নং।

নোচাদো চকারেন নম্হি স্সং আগমো — "নোচদ্বাদিতোনম্হি" এই সূত্রের চকার যোগে স্ত্রীলিঙ্গে নং বিভক্তি পরে থাকিলে সংখ্যাবাচক 'তি' শব্দের উত্তর 'স্সং' আগম হয়। পুন "বগ্গন্তং বা বগ্গে" এই সূত্রানুসারে অনুস্বারের স্থানে নকার হয় যথা ঃ— তিস্সন্নং।

"সরে চে" তীহ চকারেন যোম্হ উস্স উরো।

শব্দার্থ। চকারেন — এই সূত্রে উক্ত চকার যোগে। যোম্হ — ১মা ও ২য়ার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে। উস্স উরো — 'চতু' শব্দের অন্ত্যস্বর উকার স্থানে 'উরো' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'ও সরে চ' এই সূত্রের চকার যোগে পুংলিঙ্গে ১মা ও ২য়ার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে চতু' শব্দের অন্ত্যস্বর উকার স্থানে উরো আদেশ হয়।

"ততো যোন মোতু" 'তীহ তুকারেন যোনং ও।

শব্দার্থ। তীহ তুকারেন — এই সূত্রে উক্ত 'তু' শব্দের যোগে। যোনং ও — প্রথমা ও দ্বিতীয়ার 'যো' বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। "ততো যোন মোতু" এই সূত্রে উক্ত 'তু' শব্দের যোগে 'উর' শব্দের উত্তর 'যো' বিভক্তির স্থানে ওকার আদেশ হয়। যথা ঃ— চতুরো।

যদাদিনা উস্স অত্তং — "যদানুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তী" এই সূত্রানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে চতু শব্দের অন্ত্যস্বর উকারের স্থানে অকার আদেশ হয়। যথা ঃ— চতস্সন্নং।

"পঞ্চাদীনমকারো" তি যোসু সবিভত্তিস্স পঞ্চাদ্যন্তস্স অত্তং।

শব্দার্থ। যোসু — লিঙ্গত্রয়ে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন যো বিভক্তি পরে থাকিলে। সবিভত্তিস্স পঞ্চাদ্যন্তস্স — বিভক্তি সহ পঞ্চাদি শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে। অত্তং — অকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। লিঙ্গ ত্রয়ে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'যো' বিভক্তি পরে থাকিলে 'পঞ্চ' হইতে 'অট্ঠারস' পর্য্যন্ত অকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্যস্বরের অকার স্থানে অকার আদেশ হয়, অর্থাৎ অন্ত্যস্বর অকারের কোনও রূপান্তর হয় না। যথা ঃ— পঞ্চ।

"পঞ্চাদীনমত্তং" 'তি সুনংহিসু পঞ্চাদ্যন্তস্স অত্তং।

শব্দার্থ। সুনংহিসু — সু, নং এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে। পঞ্চাদ্যন্তস্স—পঞ্চাদি সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্যস্বর অকারের স্থানে। অত্তং — অকার আদেশ হয়। এ দীঘানমপবাদোযং — "পঞ্চাদীনমত্তং" এই সূত্রটী পূর্ব্বে উক্ত "সুহিস্বকারোএ" এবং 'সুনং হিসু চ' এই সূত্রদ্বয়ের অপবাদ বা নিন্দা স্বরূপ, কারণ — পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের বিধান এই সূত্রে উপেক্ষিত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ। সু, নং এবং হি বিভক্তি পরে থাকিলে 'পঞ্চ' হইতে 'অট্ঠারস' পর্য্যন্ত অকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সমূহের অন্ত্যস্বর অকারের স্থানে অকার আদেশ হয়, অর্থাৎ অন্ত্যস্বর অকারের কোন রূপান্তর হয় না। যথা ঃ— পঞ্চসু, পঞ্চন্নং, পঞ্চহি, এইরূপ ছ, সত্ত অট্ঠ প্রভৃতি শব্দও। 'পঞ্চ' হইতে 'অট্ঠারস' পর্য্যন্ত শব্দগুলি লিঙ্গত্রয়ে সমান। বীসতি' হইতে 'নবুতি' পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচনান্ত। তথাপি ইহাদের বিশেষ্যভুত শব্দগুলি বহুবচনান্ত। যেমন ঃ— বীসতি রত্তিযো, বীসতি পুরিসা, বীসতি চিত্তানি। বীসতি রত্তি ব — বীসতি শব্দের রূপসিদ্ধি রত্তিশব্দের ন্যায়, কিন্ত একবচনান্ত। এইরূপ 'তিংসতি' শব্দও।

চত্তালীসং পঞ্ঞাসং সদ্দেহি পরাসং সব্বাসং বিভত্তীনং সব্বাসমাদোতীহি আদি সদ্দেন্ লোপো।

বঙ্গানুবাদ। "সব্বাসমাবুসোপসগ্গ নিপাতাদীহি চ" এই সূত্রের আদি শব্দের যোগে 'চত্তালিসং' এবং পঞ্ঞাসং শব্দের উত্তর বিভক্তি সকল লুপ্ত হয়। সট্ঠীবীসতীব—সট্ঠী শব্দ বীসতি শব্দের ন্যায়। এইরূপ — সত্ততি, অসীতি, নবুতি শব্দও। সতং নপুংসকমেক বচনান্তং — 'সতং' শব্দ নপুংসকলিঙ্গ এবং একবচনান্ত। এইরূপ সহস্সং লক্খ প্রভৃতি শব্দও। কোটী বীসতীব—কোটী শব্দ বীসতি শব্দের ন্যায়। রাসি ভেদেতু সব্বত্থ বহুবচনম্পি— একবচনান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল রাশিভেদে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ— দ্বে বীসতিযো বুদ্ধ দন্তা, তিসসোবীসতিযো দিনঘটিকা ইত্যাদি। এস্থলে রাশিভেদে অর্থ—অনেকটা রাশির স যোগ, যেমনঃ— একটি বিংসতি, আরও একটি বিংসতি এই উভয় বিংসতিকে একত্রে বলিতে গেলে ২টা বিংসতি অর্থাৎ দ্বে বীসতিযো, এইরূপ তিংসন্তি শব্দাদিও।

এসে'সো এতন্তিপ্পসিদ্ধিলোকস্স হোতি যথথেসু,
থীপুমনপুংসকানিত্যুচ্চন্তে তানিমানি লোকেনাথা।

অন্বয়। এসা এসো এতং ইতি যেসু অত্থেসু লোকস্‌স পসিদ্ধি হোতি. তানি ইমানি অত্থা লোকেন ইত্থিপুম নপুং সকানিতি উচ্চন্তে।

শব্দার্থ। এসা — স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম বিশেষণপদ যেমন — নিকটে কোন স্ত্রীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হইলে - এসা ইত্থি, অর্থাৎ এই স্ত্রী এইরূপ বলিতে হয়। এসো — পুংলিঙ্গ সর্ব্বনাম বিশেষণ পদ, যেমন — নিকটে কোন পুরুষকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হইলে — এসো পুরিসো অর্থাৎ এই পুরুষ এইরূপ বলিতে হয়। এতং — নপুংসক লিঙ্গ সর্ব্বনাম বিশেষণ পদ যেমন ঃ— নিকটে স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে হইলে — এতং বত্থু, অর্থাৎ এই বস্তু এইরূপ বলিতে হয়। এসা, এসো এতং, এই তিনটী সর্ব্বনাম বিশেষণ পদ দ্বারা স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসকের মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতা প্রকাশ করা হয়। যেসু অত্থেসু — যে সকল অর্থের মধ্যে। লোকস্‌স — লোকের। পসিদ্ধিহোতি — প্রসিদ্ধি হয় ব্যবহার হয়। তানি ইমানি অত্থা — সে সকল অর্থ। লোকেন — লোককর্ত্তৃক। ইত্থিপুম নপুং সকানি — স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক লিঙ্গ। ইতি — ইহা। উচ্চন্তে — কথিত হয়।

ব্যাখ্যা। এসা এসো এবং এতং ইহারা যে সকল অর্থে লোকে প্রসিদ্ধ হয় তাহা স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক বলিয়া লোকে ব্যবহার করে। অর্থাৎ এসা এসো এবং এতং ইহারা স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ ভেদে — এসা ইত্থি, এসো পুরিসো এতং 'ইত্থি পুরিস মুত্তকং যং কিঞ্চি বত্থু' বলিয়া লোকে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যাহা স্ত্রী সদৃশ তাহা স্ত্রীলিঙ্গ, যাহা পুরুষ সদৃশ তাহা পুংলিঙ্গ এবং যাহা স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন অন্য পদার্থ বুঝায়, তাহা নপুংসকলিঙ্গ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অলিঙ্গ শব্দ।

ক্বচি তো পঞ্চম্যত্থে।

লিঙ্গতো পঞ্চম্যত্থে ক্বচি তো পচ্চযো হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ক্বচি, তো পঞ্চম্যত্থে — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। লিঙ্গতো — লিঙ্গ বা প্রাতিপাদিকের উত্তর। পঞ্চম্যত্থে— পঞ্চম্যর্থে, অর্থাৎ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ বুঝাইতে। ক্বচি — ক্বচিৎ। তো পচ্চযো হোতি — 'তো' প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। লিঙ্গের উত্তর পঞ্চম্যর্থে ক্বচিৎ তো প্রত্যয় হয়।

"ত্বাদযো বিভত্তি সঞ্ঞা" তি তোপ্পভূতি দান্যন্তানং বিভত্তি সঞ্ঞা, তস্মা তদন্তানম্পি বিভত্ত্যন্তত্তা পদত্তং সিদ্ধন্তি ন পুন বিভত্তি।

শব্দার্থ। ত্বাদযো — তো, ত্থ ইত্যাদি প্রত্যয়। বিভত্তি সঞ্ঞা — বিভক্তি নামে কথিত হয়। তোপ্পভূতি দান্যন্তানং — 'তো' হইতে 'দানি' পর্য্যন্ত প্রত্যয়গুলির। তস্মা - তদ্ধেতু। তদন্তানংপি বিভত্ত্যন্তত্তা —তাহারাও বিভক্তির অন্তর্গত বলিয়া। পদত্তং সিদ্ধং — প্রত্যয় ভূত পদ বলিয়া সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পদ নামে কথিত হয়। নপুন বিভত্তি — পুনঃ বিভক্তি হয় না।

বঙ্গানুবাদ। তো প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় বিভক্তির অন্তর্গত। সুতরাং লিঙ্গের উত্তর তো প্রত্যয়াদি করিলে কোন বিভক্তির দরকার করে না। যথা ঃ—চোরস্মা চোরতো ইত্যাদি।

পিতাদীন মসিম্হী ত্যত্রাসিম্হিগহণেন তোম্হি পিতাদীনং উস্স হি।

শব্দার্থ। অত্র — এই সূত্রে। অসিম্হিগ্গহণেন— অসিম্হি' শব্দের যোগে। তোম্হি — তো প্রত্যয় পরে থাকিলে। পিতাদীনং—পিতু ইত্যাদি শব্দের। উস্সই — উকারের স্থানে ইকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'পিতাদীন মসিম্হি' এই সূত্রের 'অসিম্হি' শব্দের যোগে তো প্রত্যয় পরে থাকিলে পিতু মাতু প্রভৃতি উকারান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উকার স্থানে ইকার আদেশ হয়। যথা ঃ—পিতিতো, মাতিতো ইত্যাদি।

ইমস্সিথন্দানিহতো ধেসু চ।
থং আদিসু পরেসু ইমসস ই হোতি।

পদ বিচ্ছেদ। ইমস্স, ই, থং দানি-হ-তো-ধেসু, চ — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। থং আদিসু পরেসু — থং, দানি হ, তো, এবং ধ প্রত্যয় পরে থাকিলে। ইমস্স — ইম শব্দের স্থানে। ই হোতি — ইকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। থং, দানি, হ, তো, এবং ধ প্রত্যয় পরে থাকিলে ইম শব্দের স্থানে ইকার আদেশ হয়। যথা ঃ—ইম + তো = ইতো, ইম + দানি = ইদানি, ইম + হ = ইহ, ইম + ধ, = ইধ।

'নব্বস্সেতস্স কারো বা'তি তো থেস্বেতস্স অত্তং বা।

শব্দার্থ। তো থেসু — তো এবং থ প্রত্যয় পরে থাকিলে। এতস্স অত্তং — এত শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। তো এবং থ প্রত্যয় পরে থাকিলে এত শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা ঃ—এত + তো অতো। পক্ষে— সরলোপাদিনা অকার লোপো — 'সরলোপোমাদেস প্পচ্চযাদিমহি সর-লোপেতু পকতি' এই সূত্রানুসারে তো প্রত্যয় পরে থাকিলে এত শব্দের অন্ত্যস্বর অকারের লোপ হয় যথা ঃ — এত + তো = এত্থো।

"ত্রতো থেসু চে" তি কিস্‌স কু।

শব্দার্থ। ত্রতোথেসু — ত্র, তো এবং থ প্রত্যয় পরে থাকিলে। কিস্‌স কু — কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ত্র, তো এবং থ প্রত্যয় পরে থাকিলে কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়। যথা ঃ— কিং + তো = কুতো।

"ক্বচিতো" তি সুত্ত দ্বিধাকরণেন সত্তম্যাথে চ তো হোতি — "ক্বচিতো পঞ্চম্যাথে" এই সূত্রের 'পঞ্চম্যাথে' এই অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া অপর অর্দ্ধভাগ 'ক্বচিতো' এর সহিত, "ত্রথসত্তমীযা সব্বনামেহি" এই সূত্র হইতে 'সত্তমীযা' এই পদটী যোগ করিলে — "সত্তম্যাথে চ ক্বচি তো হোতি" — অর্থাৎ সপ্তম্যর্থে ও ক্বচিৎ তো প্রত্যয় হয়। যথা ঃ— আদিস্মিং এই অর্থে আদিতো।

"ত্রথ সত্তমিযা সব্বনামেহি" তি সত্তম্যাথে ত্রথপ্পচ্চযা হোন্তি।

শব্দার্থ। সত্তম্যাথে — সপ্তম্যর্থে, অর্থাৎ সপ্তমী বিভক্তির অর্থ বুঝাইতে। ত্রথপ্পচ্চযাহোন্তি — ত্র এবং থ প্রত্যয় হয়। সব্বনামেহি — সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে। যথা ঃ— সব্বত্র, সব্বথ, এস্থলে দ্বিগু হইয়াছে; অত্র, অথ, এথ।

"ত্রেনিচ্চং" তি পুব্বে এতস্‌স অ।

শব্দার্থ। পুব্বে এতস্‌স অ — "ত্রেনিচ্চং" এই সূত্রানুসারে ত্র প্রত্যয় পরে থাকিলে এত শব্দের স্থানে নিত্য অকার আদেশ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন কিং শব্দও সর্ব্বনামের অন্তর্গত বলিয়া ইহার ত্র এবং থ প্রত্যয় হয়। পুনঃ "কোহিং হং সু চ" এই সূত্রের চকার যোগে ত্র এবং থ প্রত্যয় পরে থাকিলে সপ্তম্যর্থে

কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়। যথা ঃ— কস্মিং ঠানে এই অর্থে কুত্র, কুথ।

"সেসেসু চে" তি কাদেসে।

শব্দার্থ। সেসেসু — হিং এবং হং প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন বিভক্তি বা প্রত্যয় পরে থাকিলে। এস্থলে থপ্পচ্চয়ে পরে — থ প্রত্যয় পরে থাকিলে। কিস্স — কিং শব্দের স্থানে। কাদেসে — ককার আদেশ করিলে।

বঙ্গানুবাদ। হিং এবং হং প্রত্যয় ভিন্ন অপর কোন বিভক্তি বা প্রত্যয় পরে থাকিলে কিং শব্দের স্থানে ক আদেশ হয়। যথা ঃ— 'কস্মিং ঠানে' এই অর্থে কথ, এস্থলে থ প্রত্যয় পরে থাকাতে কিং শব্দের স্থানে ক আদেশ হইয়াছে।

"কিস্মাবো চে" তি বপচ্চযো।

শব্দার্থ। কিস্মা — কিং শব্দের উত্তর। বো — ব প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। কিং শব্দের উত্তর ব প্রত্যয় হয়, সপ্তম্যর্থে।

"কিস্সক বে চে"তি কো ককারাকার লোপো।

শব্দার্থ। বে — ব প্রত্যয় পরে থাকিলে। কিস্সক — কিং শব্দের স্থানে ককার আদেশ হয়। ককারাকার লোপো — "সর লোপো মাদেসপ্পচ্চযাদি ম্হি সরলোপে তু পকতি" এই সূত্রানুসারে কক রেব অকার লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'ব' প্রত্যয় পরে থাকিলে কিং শব্দের স্থানে ক আদেশ হয়। যথা ঃ—কস্মিং ঠানে এই অর্থে ক।

'হিং হং হিঞ্চনং'তি কিস্মা হিং আদিপ্পচ্চযা।

শব্দার্থ। হিং হং হিঞ্চনং — হিং, হং, এবং হিঞ্চনং প্রত্যয় হয়। কিস্মা — কিং শব্দের উত্তর।

বঙ্গানুবাদ। কিং শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে হিং, হং এবং হিঞ্চনং প্রত্যয় হয়।

"কুহিং হংসু চে"তি কিস্সকু চকারেন হিচনং দাচনং সু চ।

শব্দার্থ। হিং হং সু — হিং এবং হং প্রত্যয় পরে থাকিলে। কিস্সকু—কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। হিঞ্চনং দাচনং সু — হিঞ্চনং ও দাচনং প্রত্যয় পরে থাকিলেও।

বঙ্গানুবাদ। হিং এবং হং প্রত্যয় পরে থাকিলে কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়। সূত্রে চ শব্দের যোগে হিঞ্চনং ও দাচনং প্রত্যয় পরে থাকিলেও কিং শব্দের স্থানে কু আদেশ হয়। যথা ঃ—'কস্মিং ঠানে' এই অর্থে কোহিং, কুহং, কুহিঞ্চনং।

'তম্হাচে'তি হিং হং।

শব্দার্থ। তম্হা — ত শব্দের উত্তর। হিং হং — হিং এবং হং প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। ত শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে হিং এবং হং প্রত্যয় হয়। যথা ঃ—'কস্মিং ঠানে' এই অর্থে তহিং, তহং।

'যতোহিং'তি হিং।

শব্দার্থ। যতো — য শব্দের উত্তর। হিং — হিং প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। য শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে হিং প্রত্যয় হয়। যথা ঃ— 'যস্মিং ঠানে', এই অর্থে — যহিং।

'ইমস্মাহধা চে'তি হধা।

শব্দার্থ। ইমস্মা — ইম শব্দের উত্তর। হ — হ এবং ধ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। ইম শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে হ এবং ধ প্রত্যয় হয়। যথা ঃ— ইমস্মিং ঠানে এই অর্থে — ইহ, ইধ।

'সব্বতোধি'তি ধি।

শব্দার্থ। সব্বতো — 'সব্ব' শব্দের উত্তর। ধি — 'ধি' প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। 'সব্ব' শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে 'ধি' প্রত্যয় হয়। যথা ঃ—'সব্বস্মিং ঠানে' এই অর্থে — সব্বধি।

'কালে' 'ত্যধিকারো — কালে এই সূত্রটী পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে যোগ করিতে হইবে।

'কিং সব্বঞ্ঞেকযকুহি দাদাচনং'তি কিং আদিতো দাদাচনং চ।

শব্দার্থ। কিং আদিতো — কিং, সব্ব অঞ্ঞ, এক, য, কু শব্দের উত্তর। দা দাচনং — দা এবং দাচনং প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। কিং সব্ব, অঞ্ঞ, এক, য, এবং কু শব্দের উত্তর কাল ও সপ্তম্যর্থে দা এবং দাচনং প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ প্রথম পাঁচটী শব্দের উত্তর দা প্রত্যয় এবং শেষের একটী শব্দের উত্তর দাচনং প্রত্যয় হয়। যথা ঃ—'কস্মিং কালে' এই অর্থে — কদা কুদাচনং, 'সব্বস্মিং কালে' এই অর্থে সব্বদা, 'একস্মিং কালে' এই অর্থে একদা, যস্মিং কালে' এই অর্থে যদা।

'সব্বস্স সো দাম্হি বা'তি সব্বস্স সো বা।

শব্দার্থ। দাম্হি — দা প্রত্যয় পরে থাকিলে। সব্বস্স সো— সব্ব শব্দের স্থানে স আদেশ হয়; বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। দা প্রত্যয় পরে থাকিলে সব্ব শব্দের স্থানে স আদেশ হয়, বিকল্পে। যথা ঃ—সদা।

'তম্হা দানি চে'তি দানি দা।

শব্দার্থ। তমুহা — ত শব্দের উত্তর। দানি দা চ — দানি এবং দা প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। ত শব্দের উত্তর কাল ও সপ্তম্যর্থে দানি এবং দা প্রত্যয় হয়। যথা:—'তস্মিং কালে' এই অর্থে — তদানি, তদা।

যদাদিনা ইমসদ্দা সমানাপরেহি চ যথা সংখ্যং জ্জজ্জুপ্পচ্চযা ইম সমানানং অসা চ।

শব্দার্থ। যদাদিনা — 'যদানুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি' এই সূত্রানুসারে। ইম সদ্দা — ইম শব্দের উত্তর। সমানাপরেহি চ — 'সমান' এবং 'অপর' শব্দের উত্তর। যথাসংখ্যক জ্জজ্জুপ্পচ্চযা — 'জ্জ' 'জ্জু' প্রত্যয় হয়। ইম সমানানং অসাচ — 'ইম' এবং সমান' শব্দের স্থানে অ এবং স আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। যদানুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি' এই সূত্রানুসারে ইম শব্দের উত্তর 'জ্জ', এবং 'সমান' ও 'অপর' শব্দের উত্তর 'জ্জু' প্রত্যয় হয়। পুনঃ 'জ্জ' প্রত্যয় পরে থাকিলে, কাল ও সপ্তম্যর্থে ইম শব্দের স্থানে অকার এবং জ্জু প্রত্যয় পরে থাকিলে সমান শব্দের উত্তর সকার আদেশ হয়। যথা:—'ইমস্মিং কালে' এই অর্থে—'অজ্জ', সমানে কালে' এই অর্থে—সজ্জু, 'অপরস্মিং কালে' এই অর্থে—অপরজ্জু।

'ইমস্মারাহ ধুনাদানি চে'তি রযুহাদিপ্পচ্চযা।

শব্দার্থ। ইমস্মা — ইম শব্দের উত্তর। রহি-ধুনাদানি — রহি, ধুনা এবং দানি প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। ইম শব্দের উত্তর কাল ও সপ্তম্যর্থে রহি, ধুনা এবং দানি প্রত্যয় হয়।

'এত রহিমুহী'তি ইমস্স এতো।

শব্দার্থ। রহিম্হি — রহি প্রত্যয় পরে থাকিলে। ইমস্স এতো— 'ইম' শব্দের স্থানে এত' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। রহি প্রত্যয় পরে থাকিলে ইম শব্দের স্থানে এত আদেশ হয়। যথা :—'ইমস্মিং কালে' এই অর্থে— এতরহি।

'আধুনাম্হি চে'তি ইমস্স অ।

শব্দার্থ ধুনাম্হি — ধুনা প্রত্যয় পরে থাকিলে। ইমস্স অ—'ইম' শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ধুনা প্রত্যয় পরে থাকিলে ইম শব্দের স্থানে অকার আদেশ হয় যথা :—ইমস্মিং কালে এই অর্থে– অধুনা। সূত্রের চকার যোগে দানি প্রত্যয় পরে থাকিলে ইম শব্দের স্থানে ইকার আদেশ হয়। যথা :—ইদানি।

'লোপস্সেব সেসতো লোপং গসিপি' এই সূত্র হইতে 'লোপং' এই পদটীও পরবর্ত্তী সূত্রে যোগ করিবে।

সব্বাসমাবুসোপসগ্গনিপাতাদীহি চ।
এতেহি পরা সব্বাবিভত্তী লুপ্যন্তে।

পদ বিচ্ছেদ। সব্বাসং, আবুসোপসগ্গ নিপাতাদীহি, চ — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। আবুসোপসগ্গ নিপাতাদি — আবুসো, উপসর্গ, নিপাত, ইত্যাদি শব্দের উত্তর। সব্বাসং — সমুদয় বিভক্তির। লোপোহোতি— লোপ হয়

বঙ্গানুবাদ। আবুসো, উপসর্গ, নিপাত ইত্যাদি শব্দের উত্তর বিভক্তি সকল লুপ্ত হয়। যথা :—ত্বং আবুসো, তুম্হে আবুসো।

উপসর্গ।

প, পরা, নি, নী, উ, দু, সং বি, অব, অনু পরি, অধি অভি পতি, সু আ, অতি, অপি, অপ, উপ এতে বীসত্যুপসগ্গা।। এই বিংশতি প্রকার উপসর্গ। ইহাদের উত্তর বিভক্তি লোপ হয়।

নিপাত।

চ না বা বা মা হি ধি চি কু তু সু চে রে হে স্বে বে বো খো নো তো যং নং তং কিং .... অপ্পেবনাম, ভিয্যোসোমত্তায ইত্যাদি নিপাত বা অব্যয়। ইহাদের উত্তর বিভক্তির লোপ হয়। মহারূপসিদ্ধি ব্যকরণে উপসর্গ ও নিপাত শব্দ সমূহের অর্থ বিস্তৃত ভাবে আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

সদিসা যে তিলিঙ্গেসু সব্বাসু চ বিভত্তিসু;
বচনেসু চ সব্বেসু তে নিপাতা 'তি কিত্তিতা।

অন্বয়। যে তীসু লিঙ্গেসু চ সব্বাসু বিভত্তিসু চ সব্বেসু বচনেসু চ সদিসা, তে নিপাতা'তি কিত্তিতা।

শব্দার্থ। যে — যে সকল শব্দ। তীসু লিঙ্গেসু — ত্রিবিধ লিঙ্গে। সব্বাসু বিভত্তিসু — সর্ব্বপ্রকার বিভক্তিতে। সব্বেসু বচনেসু — একবচন বহুবচন ভেদে দুই প্রকার বচনের মধ্যে। সদিসা — সদৃশ, একরূপ। তে — সে সকল শব্দ। নিপাতা'তি — নিপাত নামে। কিত্তিতা — কীর্ত্তিত, প্রকাশিত।

বঙ্গানুবাদ। যে সকল শব্দ লিঙ্গত্রয়ে সমান, সমুদায় বিভক্তি এবং সকল বচনেই একরূপ, তাহাদের নাম নিপাত বা অব্যয়। যথা :— উচ্চং করুথো, উচ্চং লতা, উচ্চং ধনং, এ স্থলে 'উচ্চং' নিপাত পদটী

লিঙ্গ ত্রয়ের বিশেষণ হইয়াও তিন লিঙ্গে সমান। এইরূপ উচ্চং রুক্‌খো, উচ্চং রুক্‌খা, উচ্চং রুকখং, উচ্চ রুক্‌খে, উচ্চং রুক্‌খেন, উচ্চং রুক্‌খস্‌স ইত্যাদি স্থলে 'উচ্চং' এই নিপাত পদটী সমুদায় বিভক্তির বিশেষণ হইয়াও সর্ব্বপ্রকার বিভক্তিতে একরূপ রহিয়াছে।

উভয়েসু বিভত্যত্ত ক্রিযাদেস সমযদিসা গুণত্থেহি
সব্বাপি যথা যোগং বিভত্তিযেঞ্‌ঞেহি তু পঠমা।

অন্বয়। উভযেসু বিভত্যত্ত ক্রিযা-দেস-সময-দিসা গুণত্থেহি যথাযোগং সব্বাপি বিভত্তিযো হোন্তি, অঞ্‌ঞেহি তু পঠমা হোতি।

শব্দার্থ। উভযেসু — উপসর্গ ও নিপাত এই উভয়ের মধ্যে। বিভত্যত্ত-ক্রিযা দেস-সময-দিসা গুণত্থেহি — বিভক্তি, আত্মা, (নিজ) ক্রিয়া, দেশ, সময়, দিক এবং গুণ, এই শব্দগুলির অর্থ প্রকাশক উপসর্গ ও নিপাত শব্দের উত্তর, অর্থাৎ যে সকল উপসর্গ ও নিপাত পদ বিভক্তি অর্থ বোধক, নিজার্থ বোধক, ক্রিয়ার্থ বোধক, দেশার্থ বোধক, সময়ার্থ বোধক, দিকার্থ বোধক, এবং গুণার্থ বোধক, সেই সকল উপসর্গ ও নিপাত পদের উত্তর। যথাযোগং — যথাযোগ্য। সব্বাপি বিভত্তিযো — সমুদায় বিভক্তিরা হোন্তি — হয়। অঞ্‌ঞেহি — উক্ত বিভক্তি, নিজ, ক্রিয়া, প্রভৃতি অর্থ বিরহিত উপসর্গ ও নিপাত পদের উত্তর অর্থাৎ উক্ত বিভক্ত্যর্থ বোধক নিজার্থ বোধক প্রভৃতি উপসর্গ ও নিপাত শব্দ ভিন্ন অন্য উপসর্গ ও নিপাত শব্দের উত্তর। তু — কিন্তু। পঠমা হোতি — প্রথমা বিভক্তি হয়।

বঙ্গানুবাদ। উপসর্গ ও নিপাত শব্দ সমূহের মধ্যে যে সকল উপসর্গ ও নিপাত পদ বিভক্তি, নিজ, ক্রিয়া, দেশ, সময়, দিক এবং গুণার্থ বোধক, তাহাদের উত্তর যথাযোগ্য বিভক্তি সকল প্রযুক্ত হয়। এবং যাহারা সে সমুদয় অর্থ বিরহিত, তাহাদে উত্তর কেব

প্রথমা বিভক্তিই হয়। ইহাদের উদাহরণ :— অধ অন্তো সদ্ধেহি সত্তমী — 'অধি' এবং অন্তো' ইহাদের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা :— 'ইত্থিষং' এইঅর্থে অধিত্থি, 'নগরে' এই অর্থে অন্তোনগরং, এস্থলে অধি উপসর্গ এবং অন্তো নিপাত এই শব্দ দুইটি বিভক্ত্যর্থ বোধক বলিয়া ইহাদের উত্তর ৭মী বিভক্তি হইয়াছে। পুনঃ "সব্বাসমাবুসো পসগ্গ নিপাতাদীহিচ" এই সূত্রানুসারে উক্ত বিভক্তির লোপ হইয়াছে। সয়ং সদ্ধা ততিযা ছট্ঠী চ — স্বয়ং শব্দের উত্তর তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা:— 'অত্তনা কতং' এই অর্থে 'সয়ং কতং,' অত্তনো পভা,' এই অর্থে সয়ম্পভা। আবার কোন কোন স্থানে সয়ং শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হইতে দেখা যায়। যেমন :— সয়ং ভবতীতি সয়ম্ভূ, এখানে সয়ং শব্দ প্রথমা বিভক্তিতে হইয়াছে, অতএব সয়ং এই নিপাত শব্দটী এস্থলে নিজার্থ বোধক এবং তদুত্তর প্রথমা, তৃতীয়া, এবং ৬ষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে নমো সদ্ধা পঠমা দুতিযাচ — নমো শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :— নমোকারা ক্রিয়ার্থে — নমো তে বুদ্ধ বীরত্থু, নমোতস্স ভগবতো, এ স্থলে নমো নিপাত শব্দটি অত্থু এবং হোতু ক্রিয়া যোগে উক্ত হইয়াছে বলিয়া নমো এখানে প্রথমা বিভক্তি নমো করোহি নাগস্স, এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি। সুতরাং নমো এই নিপাত পদটি ক্রিয়ার্থ বোধক এবং তাহার উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। পারংসদ্ধা সত্তমী — পারং শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা :—'পারস্মিং' এই অর্থে — পারং তিট্ঠতি, পারং চরতি, এস্থলে সপ্তমী বিভক্তি এবং দেশার্থ বোধক ইহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। দিবাসদ্ধা পঠমা দুতিযা সত্তমীচ — দিবা শব্দের উত্তর প্রথমা দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা — রত্তি পরিযোসানে দিবাহোতি, দিবা এখানে প্রথমা, দিবাকরো, দিবা এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি; দিবা

তপতি আদিচ্চো, দিবা এখানে সপ্তমী বিভক্তি। সুতরাং দিবা এই নিপাত পদটি সময়ার্থ বোধক এবং ইহার উত্তর ১মা ২য়া, ও ৭মী বিভক্তি হইয়াছে হেট্ঠাসদ্দা ৭মী — হেট্ঠা শব্দের উত্তর ৭মী বিভক্তি হয়। যথা — হেট্ঠা উদকাবনি পরিযন্তং এস্থলে হেট্ঠা এই নিপাত পদটী দিকার্থ বোধক এবং ইহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। উচ্চং সদ্দা সব্বাপি — উচ্চং শব্দের উত্তর সমস্ত বিভক্তি হয়, ইহা গুণার্থ বোধক এবং ইহার উদাহরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পসদ্দাচ চসদ্দাচ পঠমা — 'প' এবং 'চ' এই নিপাত পদদ্বয়ের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। ইহারা পূর্ব্বে উক্ত বিভক্তি নিজ, ক্রিয়া প্রভৃতি অর্থ বিরহিত বলিয়া ইহাদের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে। হে সদ্দা আলাপনে পঠমা — হে শব্দের উত্তর আলাপনে প্রথমা বিভক্তি হয়। এইরূপ অবশিষ্ট গুলিও দ্রষ্টব্য।

উপসগ্গ সব্বেপি — উপসর্গ সমস্তই। সদ্দন্তরেন সহ পযুজ্জন্তে — অন্যশব্দের সহিত প্রযুক্ত হয়। নিপাতা তু কেচি বিসুম্পি — কিন্তু কোন কোন নিপাত পদ অন্য শব্দ ছাড়াও পৃথক ব্যবহৃত হয়।

একেকলিঙ্গং দ্বিলিঙ্গং তিলিঙ্গং চাপ্যলিঙ্গিকং,
চতুধেতি নামং নামং নমত্যত্থংতি কিত্তিতং।

অন্বয়। একেকলিঙ্গং দ্বিলিঙ্গং, তিলিঙ্গং, অলিঙ্গঞ্চ নামং চতুধা হোতি অত্থং নমাতি ইতি নামংতি কিত্তিতং। একেকলিঙ্গং — যে সকল শব্দের একটী মাত্র লিঙ্গ তাহাদের নাম একলিঙ্গ। দ্বিলিঙ্গং — যে সকল শব্দের ২টী করিয়া লিঙ্গ তাহাদের নাম দ্বিলিঙ্গ। তিলিঙ্গং —যে সকল শব্দের তিনটি করিয়া লিঙ্গ তাহাদের নাম ত্রিলিঙ্গ। যে সকল শব্দের লিঙ্গ নাই তাহাদের নাম অলিঙ্গ। নামং চতুধা হোতি— নাম ব শব্দ ৪ প্রকার হয়। অত্থং নমতি তি নামং — অর্থ নমন করে এই অর্থে নাম। কিত্তিতং — কির্ত্তীত বা প্রকাশিত।

বঙ্গানুবাদ। একলিঙ্গ দ্বিলিঙ্গ ত্রিলিঙ্গ এবং অলিঙ্গ ভেদে নাম চতুর্ব্বিধ। অর্থ নমন করে এই অর্থে নাম। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত।

সমাস।

"নামানং সমাসো যুত্তত্থো" ত্যধিকারো — এই সূত্রটী পরবর্ত্তী সূত্রগুলির সহিত যোগ করিয়া সূত্রের কার্য্য করিতে হইবে।

শব্দার্থ। নামানং — নাম সকলের বহু পদের। সমাসো — সমাস, মিলন। যুত্তত্থো — যুক্তার্থ পরস্পর সম্বন্ধার্থ।

সমাসোতি ভিন্নত্থানং পদানমেকত্থতা — ভিন্ন ভিন্ন অর্থযুক্ত বহুপদের মিলনের নাম সমাস, অথবা দুই বা বহুপদের অর্থ সঙ্গত যে মিলন তাহার নাম সমাস। বিভাসাত্যধিকাতব্বং বাক্যত্থং — "বিভাসা রুক্‌খতিণপসুধন-ধঞ্ঞজনপদাদীনঞ্চ" এই সূত্র হইতে বিভাসা এই পদটী লইয়া নিম্ন সূত্রে যোগ করিতে হইবে। এখানে বিভাসা অর্থ — বিকল্পে, যে স্থানে সমাস হয়না সে স্থানে বিকল্পে কেবল সমাসের বাক্য মাত্র হইয়া থাকে, যেমন — 'রঞ্ঞো পুত্তো' এই বাক্যে 'রাজ পুত্তো' এইরূপ সমাস হইবে, কিন্তু কোন কোন স্থানে সমাস না হইয়া কেবল বাক্য মাত্রই ব্যবহৃত হয়। যেমন 'রঞ্ঞো পুত্তো'।

মহন্তো চ সো বীরোচাতি বাক্যে — "মহন্তো চ সো বীরোচাতি" এইটী সমাস বাক্য, ইহাকে নিম্ন সূত্রানুসারে সমাস করিতে হইবে।

দ্বিপদে তুল্যাধিকরণে কম্মধারযো।

ভিন্নপ্পবত্তি নিমিত্তা সদ্দা একস্মিং বত্থুম্হি পবত্তা তুল্যাধিকরণা। বিসেসন বিসেস্সভূতা সমানাধিকরণা দ্বেপদা যদা সমাস্যন্তে তদা সো সমাসো কম্মধারযো নাম।

পদবিচ্ছেদ। দ্বিপদে, তুল্যাধিকরণে, কম্মধারয়ো — ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। দ্বিপদে — দুই পদে, বিভিন্ন অর্থযুক্ত পদদ্বয়ে। তুল্যাধিকরণে — সমানাধিকরণে। কম্মধারয়ো — কর্ম্মধারয় সমাস। ভিঃপ্পবত্তিনিমিত্তা সদ্দা — বিভিন্ন অর্থযুক্ত শব্দগুলি বা পদগুলি। একস্মিং বথুনি পবত্তা — এক বস্তুতে প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ একপদে প্রযুক্ত হয়। তুল্যাধিকরণ—তুল্যাধিকরণ নামে কথিত হয়। বিসেসন বিসেস্সভূতা — বিশেষণ ও বিশেষ্য ভূত। সমানাধিকরণা — সমানাধিকরণ বা তুল্যাধিকরণ। দ্বে পদা দুই পদ। যদা—যখন। সমাস্যন্তে—সমাস হয়। তদা — তখন, সো সমাসো — সেই সমাস। কম্মধারয়ো নাম — কর্ম্মধারয় নামে কথিত হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিশেষ্য ও বিশেষণ ভূত তুল্যাধিকরণ পদদ্বয়ের যে যে সমাস, তাহার নাম কর্ম্মধারয় সমাস, অথবা তুল্যাধিকরণ বিশেষণ ও বিশেষ্য পদদ্বয়ের যে সমাস তাহার নাম কর্ম্মধারয় সমাস। যথা :— মহন্তো চ সো বীরোচাতি মহাবীরো। ভিন্ন প্রবত্তি নিমিত্ত ভূত শব্দদ্বয় যখন একইবস্তুতে প্রবর্ত্তিত হয়, বা একই বস্তুর অর্থ তুল্যাংশে প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই শব্দ দুইটীকে তুল্যাধিকরণ বলে। যেমন যিনি মহত্বগুণ সম্পন্ন তিনিই বীর্য্যগুণ সম্পন্ন. এস্থলে মহত্ব ও বীর্য্য এই উভয় গুণবাচক শব্দদ্বারা একই বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে, অর্থাৎ উভয় গুণবাচক শব্দের দ্বারা তুল্যাংশে একই ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। সুতরাং 'মহন্ত' এবং "বীরো" এই শব্দদ্বয় এখানে তুল্যাধিকরণ।

ইধ সমাস সুত্তানি সঞ্ঞাধারেন সমাস বিধায়কানি — এখানে সমাস সূত্রগুলি সংজ্ঞা ও বিধিসূত্র বশে ব্যবহৃত হইয়াছে। অগহিত বিসেসনা বুদ্ধি বিসেসসমিন্ন উপপজ্জতীতি বিসেসনং পুব্বং হোতি বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে বিশেষণের অর্থই প্রথমে গ্রহণ করা হয়,

পরে বিশেষ্যের অর্থ, সেইজন্য বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। সমাসেনেব তুল্যাধিকরণত্তস্স বুত্তত্তা তপ্পকাসনত্থং পযুত্তা সমাসতো অতিরিত্তা চ সো ইচ্চতে "বুত্তত্থানমপ্পযোগো" তি ঞাযানপ্পযুজ্জতে — তুল্যাধিকরণ উভয় পদের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য সমাস বাক্যে 'চ' এবং 'সো' এই দুইটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সমাস হইলে সেই শব্দ দুইটি যুক্ত হইয়া যায়।

তেসং বিভত্তিযো লোপাচ।

তেসং যুত্তত্থানং সমাসানং পুব্বুত্তর পদানং বিভত্তী লুপ্যন্তে চকারেন ক্বচিন।

পদবিচ্ছেদ। তেসং, বিভত্তিযো, লোপা, চ — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তেসং যুত্তত্থানং — সেই যুক্তার্থদ্বয়ের। সমাসানং — সমাসগুলির। পুব্বুত্তর পদানং — সমাস বাক্যের পূর্ব্বপদ ও উত্তর পদের। বিভত্তী — বিভক্তি সকল। লুপ্যন্তে — লুপ্ত হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। ক্বচিন — ক্বচিৎ লুপ্ত হয় না।

বঙ্গানুবাদ। সমাসে পূর্ব্ব ও উত্তর পদের বিভক্তি সকল লুপ্ত হয়। সূত্রের চকার যোগে ক্বচিৎ লোপ হয় না।

পকতি চস্স সরত্তস্স

বিভত্তীসু লুত্তাসু সরত্তস্স পুব্বভূতস্স পরভূতস্স চ অস্স সমাসপদস্স পকতি হোতাতীহ লুত্তাকারা পুনা নীযন্তে।

পদবিচ্ছেদ। পকতি, চ, অস্স, সরত্তস্স — চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। বিভক্তীসু লুত্তাসু — পূর্ব্বোত্তর পদদ্বয়ের বিভক্তিগুলি লুপ্ত হইলে। সরন্তস্স পুব্ব ভূতস্স পরভূতস্স চ — স্বরান্ত পূর্ব্ব ও উত্তর পদের। অস্স সমাস পদস্স — এই সমাস পদের। পকতি হোতি — প্রকৃত রূপই হয়। লুত্তাকারা — পূর্ব্বোত্তর পদের লুপ্ত অকার দ্বয়। পুনানীযন্তে — পুন আনয়ন করা হয়।

বঙ্গানুবাদ সমাসে পূর্ব্ব ও উত্তর পদের বিভক্তি দ্বয় লুপ্ত হইলে স্বরান্ত উভয় পদের প্রকৃত রূপই হয়, অর্থাৎ উভয় পদের অন্ত্যস্বর অকার পুনঃ যুক্ত হয়। যথা :— মহন্তা বীরা

"মহন্তং মহা তুল্যাধিকরণে পদে" তি মহন্তস্স মহা।

শব্দার্থ। মহন্তং — মহন্ত' শব্দের স্থানে। মহা — 'মহা' আদেশ হয়। তুল্যাধিকরণে — তুল্যাধিকরণ পদ পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। তুল্যাধিকরণ পদ পরে থাকিলে মহন্ত শব্দের স্থানে মহা আদেশ হয়। যথা :— মহাবীরো।

তদ্ধিত সমাসকিতকা নামং 'বাতবেতূনাদিসুচ।

তদ্ধিতাদযো নামং ইব দট্ঠব্বা তবেপ্পভুতি পচ্চযে বজ্জেত্বা।

পদাবচ্ছেদ। তদ্ধিত সমাস কিতকা, নামং, ইব, অতবে তূনাদিসু চ — পাঁচ পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তদ্ধিত সমাস কিতকা — তদ্ধিতান্ত সমাস, এবং কৃদন্ত শব্দ। নামং ইব — নাম সদৃশ। দট্ঠব্বা — দ্রষ্টব্য অতবে তূনাদিসু — তবে তূনাদি প্রত্যয় ব্যতীত। তবেপ্পভূতিপ্পচ্চযে বজ্জেত্বা — তবে তূনাদি প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া। ততো — তদুত্তর। বত্তিচ্ছায — বক্তার ইচ্ছানুরূপ। স্যাদি — সি, ও, ইত্যাদি বিভক্তি।

বঙ্গানুবাদ তবে তুনাদি প্রত্যয় ভিন্ন তদ্ধিতান্ত শব্দ সমাসান্ত শব্দ এবং কৃদন্ত শব্দ, ইহারাও নাম সদৃশ, সুতরাং ইহাদের উত্তর সি, ও প্রভৃতি বিভক্তির উত্তর যোগ হইয়া থাকে। যথা — মহাবীর + সি — মহাবীরো, যো — মহাবীরা, ইত্যাদি।

কম্ম ধারযো দ্বন্দ্বো চ তপ্পুরিসো চ লাভিনো
তযো পরপদে লিঙ্গং বহুব্বীহি পদন্তরে।

অন্বয়। কম্মধারযো চ দ্বন্দ্বোচ তপ্পুরিসো চ ইমে তযো পরপদে লিঙ্গং লাভিনো, বহুব্বীহি পদন্তরে লিঙ্গং লাভী।

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মধারয়, দ্বন্দ্ব এবং তৎপুরুষ এই ত্রিবিধ সমাসের পরপদে লিঙ্গ হয়, বহুব্রীহি সমাসের অন্য পদে লিঙ্গ হয়। লিঙ্গের পর সি, ও, প্রভৃতি বিভক্তির যোগ হয়।

"কম্মধারয সঞ্ঞ্ঞে চে" পুব্বপদে পুমেবকতে আ ঈ প্পচ্চযানং নিবুত্তি।

শব্দার্থ। কম্মধারয সঞ্ঞ্ঞে — কর্ম্মধারয় সমাসে। পুব্বপদেপুমেব কতে — পূর্ব্বপদের পুংলিঙ্গ শব্দকে আ এবং ঈ প্রত্যয় দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে পরিনত করিয়া, পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীলিঙ্গে পরিনত শব্দকে পুংলিঙ্গে পরিনত করিলে। আ ঈ প্পচ্চযানং — স্ত্রীলিঙ্গে আ এবং ঈ প্রত্যয়ের। নিবুত্তি — নিবৃত্তি হয় বা লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বপদকে পুংলিঙ্গে পরিনত করিলে আ এবং ঈ প্রত্যয়ের লোপ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বপদের পুংলিঙ্গ শব্দকে আ কিংবা ঈ প্রত্যয় দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে পরিনত করিয়া পুনরায় পুংলিঙ্গে আনয়ন করিলে সেই আ এবং ঈ প্রত্যয় লুপ্ত হইয়া যায়। যথাঃ— রত্তা চ সা পটি চাতি, রত্তপটী; মহন্তী চ সা সদ্ধা চাতি, মহাসদ্ধা, এস্থলে 'পটি' এবং 'সদ্ধা' এই দুইটী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকাতেই

পূর্ব্বপদের 'রত্তা' এবং 'মহন্তী' এই দুইটী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুং ভাব হইয়াছে, কিন্তু পরপদে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ না থাকিলে তাহা হইবেনা। যেমন :— কুমারী রতনং এস্থলে পরপদে 'রতনং' শব্দটী নপুংসকলিঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বপদের 'কুমারী' এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংভাব হইলনা। পুনঃ 'রত্তা' এবং 'মহন্তী' এই শব্দ দুইটী পূর্ব্বে 'রত্ত' এবং 'মহন্ত' এইরূপ পুংলিঙ্গ শব্দই ছিল পরে স্ত্রীলিঙ্গে আ ঈ প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'রত্তা' এবং মহন্তী শব্দে পরিনত করা হয়, এইরূপ স্থলে গৃহীত প্রত্যয় পুন বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বরূপ গ্রহণকারীকে বলে পুংভাব প্রাপ্তি। নীলং চ তং উপ্পলং চাতি নীলুপ্পলং এখানে বিশেষণ, পূর্ব্বপদ, কর্ম্মধারয়। সত্তীব — সত্তি + ইব — সত্তী ছারা। 'সত্তি ইব' এই অর্থে সত্তি চ সা সমা চাতি সত্তীসমা নারী। এখানে 'সত্তী' এইটী উপমান শব্দ, সমা এইটা উপমেয় শব্দ সুতরাং ইহা উপমান পূর্ব্বপদ কর্ম্মধারয়, ইহাকে উপমিতি কর্ম্মধারয় উপমিতি সমাস বা রূপক কর্ম্মধারয় বলা হয় মুখ মেব চন্দো, মুখচন্দো, এখানে উপমানোত্তর পদ কর্ম্মধারয়।

বিসেসন বিসেস্সানং যথেচ্ছত্তা কচি বিসেসনং পরং হোতি। বক্তার ইচ্ছানুরূপ বিশেষণ পদটি কখনও পূর্ব্বে কখনও পরে বসিয়া থাকে। যথা :— খত্তিযো চ সো ভুতো চাতি খত্তিযভুতো এখানে 'ভূতো' এই বিশেষণ পদটী পরে বসিয়াছে। বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসিলে তাহার নাম পূর্ব্ব নিপাত এবং পরে বসিলে তাহার নাম পরনিপাত। যথা :— মহন্তো চ সো বীরো চাতি মহাবীরো, এখানে বিশেষণের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। ইচ্ছা চ যথাতন্তি — বক্তার ইচ্ছা এবং পালির অনুরূপ, বক্তার ইচ্ছা ও পালির অনুরূপ বশে বিশেষণের পূর্ব্ব নিপাত ও পরনিপাত হইয়া থাকে। ন সদ্দাসি তুসলোপো — 'ন' এই নিপাত শব্দের উত্তর সি বিভক্তির লোপ হয়।

"উভে তপ্পুরিসে" তি তপ্পুরিস সঞ্ঞা।

শব্দার্থ। উভে — দীগু ও কর্ম্মধারয় বশে উভয়। তপ্পুরিসা সঞ্ঞা — তৎপুরুষ নাম হয়।

বঙ্গানুবাদ। দিগু ও কর্ম্মধারয় এই উভয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

"অত্তন্তস্সতপ্পুরিসে" তিনস্স অ।

শব্দার্থ। তপ্পুরিসে — তৎপুরুষ সমাসে। নস্স — পূর্ব্বপদভূত 'ন' এর স্থানে। অত্তং — অকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তৎপুরুষ সমাসে ন এর স্থানে অকার আদেশ হয়, অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসের বাক্যের উত্তর পদ পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের ন স্থানে অকার আদেশ হয়। যথাঃ— নসুরো, অসুরো।

"সরে অন্" তি নস্স অন্।

শব্দার্থ। সরে — স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। নস্স অন্ — ন এর স্থানে অন্ আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। তৎপুরুষ সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদের ন স্থানে অন্ আদেশ হয়। যথাঃ — ন অস্সো = অনস্সো।

"নামানংসমাসো" তি সুত্তে দ্বিধাকতে অযুত্তথা নম্পি কচি সমাসো।

বঙ্গানুবাদ। এখানে সূত্রকে দ্বিধা করা অর্থে — "নামানং সমাসো যুত্তাত্থ" এই সূত্রের "যুত্তাত্থ" এই অর্দ্ধাংশ বাদ দিয়া 'নামানং সমাসো' এই অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করা। তাহা হইলে সেই অর্দ্ধাংশ সূত্রানুসারে কেবল যুক্তার্থ পদ সকলের সমাস হয় এমন নহে, কচিৎ অযুক্তার্থ পদ সকলেরও সমাস হইয়া থাকে। যথাঃ — ন পুন গেয্যা অপুনগেয্যা, — নিপাত পূর্ব্বপদ কর্ম্মধারয় সমাস, ইহাকে নঞতৎপুরুষ সমাস ও বলে। এখানে নকারের সহিত গেয্যা শব্দের সম্বন্ধ, সুতরাং ন গেয্যা

অপেক্ষা এইরূপ সমাস করাই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া অযুক্তার্থ 'পুন' শব্দের সহিত সমাস করা হইয়াছে।

"সঙ্খ্যাপুব্বোদিগু" তি কম্মধারযস্স দিগুসঞ্ঞা।

শব্দার্থ। সংখ্যা পুব্বো — সংখ্যাপূর্ব্ব দিগু — দিগু সমাস। কম্মধারযস্স — কর্ম্মধারয় সমাসের। দিগুসঞ্ঞা — দ্বিগুনাম।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যা পূর্ব্ব কর্ম্মধারয় সমাসের নাম দ্বিগু সমাস। যথাঃ— তযো লোকা সমাহটা তিলোকং।

"দিগুস্সেকত্ত" তি একত্তং নপুং সকত্তঞ্চ।

শব্দার্থ। দিগুস্স — দ্বিগুসমাসের। একত্তং — একবচন। নপুং সকত্তং — নপুংসকলিঙ্গ।

বঙ্গানুবাদ। সমাহার দ্বিগু সমাসের প্রায়ই একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথাঃ— তযোলোকসমাহটা, তিলোক।

তপ্পুরিসাত্বেব — "উভেতপ্পুরিসা" এই সূত্র হইতে তপ্পুরিসা এই পদটীও নিম্নসূত্রে যোগ করিতে হইবে।

অমাদযো পর পদেহি।

দুতিযন্তাদযো পরপদেহি নামেহি যদা সমাস্যন্তে তদা সো সমাসো তপ্পুরিসো নাম।

পদবিচ্ছেদ। অমাদযো, পরপদেহি — দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অমাদযো — 'অং' আদি বিভক্ত্যন্ত শব্দ সকল। পরপদেহি — পর পদের সহিত। দুতিযান্তাদযো — দ্বিতীয়া বিভক্ত্যান্ত শব্দ প্রভৃতি। পরপদেহি নামেহি — পরপদভূত নামের সহিত। যদা — যখন। সমাস্যন্তে — সমাস হয়। তদা — তখন। সো সমাসো — সেই সমাস। তপ্পুরিসো নাম — তৎপুরুষ সমাস নামে কথিত হয়।

বঙ্গানুবাদ। দ্বিতীয়ান্তাদি শব্দ সকল পরপদ ভূত শব্দগুলির সহিত যখন সমাস হয় তখন সেই সমাসকে তৎপুরুষ সমাস বলে, অর্থাৎ পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ করিয়া পরপদের সহিত যে সমাস তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। পূর্ব্বপদে যখন বিভক্তির লোপ হয়, তখন সেই বিভক্তির নামানুসারে তৎপুরুষের নাম হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ হয়, তাহার নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, এইরূপ তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতি তৎপুরুষ ও। যথা:— গামং গতো, গামগতো, এখানে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে।

'পস্স বাসিট্‌ঠ গামং গতো তিস্সো সাবত্থিং' এস্থলে অর্থ সঙ্গত নহে বলিয়া সমাস হইলনা, এই থানে ক্রিয়া কারক সম্বন্ধ দুইটী:— "পস্সবাসিট্‌ঠ গামং" এই একটী সম্বন্ধ এবং "গতো তিস্সোসাবত্থিং" এই একটী সম্বন্ধ, তজ্জন্য "গামং" এই দ্বিতীয়ান্ত শব্দের পর "গতো" এই শব্দের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অনাপেক্ষ বলিয়া 'গামং গতো' এই পদদ্বয়ের সমাস হইলনা। এইরূপ অন্যত্র ও সাপেক্ষতা না থাকিলে সমাস হইবেনা।

রঞ্ঞাহতো, রাজহতো, এখানে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস ও দুই প্রকার:— কর্ত্তরি তৃতীয়া তৎপুরুষ ও করণে তৃতীয়া তৎপুরুষ "রঞ্ঞা হতো, রাজহতো" এখানে কর্ত্তরি তৃতীয়া তৎপুরুষ, অসিনা কলহো অসিকলহো মাসেন পুব্বো, মাস পুব্বো, পিতরা সদিসো পিতুসদিসো, ইত্যাদি স্থলে করণে তৃতীয়া তৎপুরুষ।।

কিচ্চন্তেহি ভীয্যো অধিকত্থবচনে। তব্ব অনীয় ণ্যরিচ্চপূপচ্চযাকিচ্চ। থুতি নিন্দথা যথারোপিতত্থং বচনং অধিকত্থবচনং।

শব্দার্থ। কিচ্চন্তে— 'কিচ্চ প্রত্যয়ান্ত শব্দের হিত। ভীয্যো— —প্রায়। অধিকত্থ বচনে—অধিকার্থ আরোপনে, অধিক অর্থ বুঝাইতে।

তব্বঅনীয় ণ্যরিচ্চপ্পচ্চযা — তব্ব অনীয়, ণ্য এবং রিচ্চ প্রত্যয়ের নাম 'কিচ্চ'। থুতিনিন্দত্থা মঞ্ঞারোপিতত্থং বচনং অধিকত্থ বচনং — স্তুতি ও নিন্দার্থ বাচক বাক্যের নাম অধিকার্থ বচন।

বঙ্গানুবাদ। তব্ব অনীয় ণ্য এবং রিচ্চ এই প্রত্যয়গুলিকে কিচ্চ প্রত্যয় বলে। 'কিচ্চ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত অধিকার্থ বচনের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথাঃ— সোণেহি লেয্য সোণলেয্য, কূপো, এইরূপ কাকেহি পেয্যা কাকপেয্যা নদী; দধিনা উপসিত্তং ভোজনং দধিভোজং। অসিনা কলহো, অসিকলহো; ইত্যাদি স্থলে করণে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস। বুদ্ধসস দেয্যং বুদ্ধদেয্যং এখানে চতুর্থী তৎপুরুষ। পরস্স পদং পরস্সপদং, অত্তনো পদং অত্তনোপদং, এস্থলে অলুপ্ত সমাস। চোরম্মা ভযং — চোরভযং, বন্ধনম্মামুত্তো — বন্ধনমুত্তো, ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ। রঞ্ঞো পুত্তো — রাজপুত্তো, এস্থলে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। "ব্রাহ্মণস্স কণ্হা দন্তা" এখানে ব্রাহ্মণস্স শব্দের সহিত দন্তা' শব্দের সম্বন্ধ, 'কণ্হা' শব্দের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং কণ্হা শব্দটী উভয়ের মধ্যে থাকাতে সমাস হইল না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে 'কণ্হা' শব্দের সহিত দন্তা' শব্দের কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া পরে 'ব্রাহ্মণস্স' শব্দের স্থলে কর্ত্তরি তৃতীয়া পুরুষ সহিত ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করা যাইতে পারে। যেমন কণ্হা চ তে দন্তা চতি কণ্হা দন্তা, কর্ম্মধারয়, ব্রাহ্মণস্স কণ্হা দন্তা — ব্রাহ্মণকণ্হাদন্তা — ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। "রঞ্ঞো মাগধস্স ধনং" এস্থলে "রঞ্ঞো" এই ষষ্ঠ্যন্ত শব্দটী "ধনং" শব্দেরই অপেক্ষা করিতেছে, "মাগধস্স" এই শব্দটী "রঞ্ঞো শব্দের বিশেষণ ও একার্থবাচক; তাহা উভয়ের মধ্যে থাকাতে "রঞ্ঞো" শব্দের সহিত "ধনং" শব্দের ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইল না।

দ্বিট্ঠো হি সম্বন্ধো — দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, দুইটী বস্তু না হইলে সম্বন্ধ হয়না, যেমন— জন্য জনক, বিষয় বিষয়ী, বাচ্যবাচক, সম্বন্ধ

সম্বন্ধী ইত্যাদি। এইরূপে শব্দদ্বয়ের মধ্যে উক্ত প্রকার সম্বন্ধ না হইলে সমাস হয়না। "রঞ্ঞো অস্সো পুরিসো চ" এইখানে "রঞ্ঞো এই ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের "অস্সো" এবং "পুরিসো" ইহাদের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে "রঞ্ঞো" শব্দ "অস্সো" এবং "পুরিসো" এই শব্দ দুইটীকে অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু "অস্সো" ও "পুরিসো" শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ বা অপেক্ষাভাব না থাকাতে সমাস হইলনা। যদি "রঞ্ঞো অস্সো" কিম্বা "রঞ্ঞো পুরিসো" এইরূপ হইত, তবে "রাজস্সো" কিম্বা "রাজপুরিসো" সমাস হইতে পারিত, কিন্তু তাহা নহে। অথবা যদি "রঞ্ঞো-অস্স-পুরিসা" এই প্রকার হইত, তবেও সমাস হইতে পারিত, যেমন — "রাজস্সপুরিসা", কিন্তু তাহাও নহে বলিয়া সমাস হইলনা।

অঞ্ঞানপেক্খত্তা -- অন্য শব্দের সম্বন্ধের অভাব বশতঃ। "রঞ্ঞো গরু পুত্তো" এখানে "রঞ্ঞো" শব্দের গরু" শব্দের সহিত সম্বন্ধ, 'পুত্তো" শব্দের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, "গরু" শব্দের "পুত্তো" শব্দের সহিত সম্বন্ধ। প্রথমে গরু' ও 'পুত্তো' শব্দের সমাস হইলে, রঞ্ঞো' শব্দের 'গরু' শব্দের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং আর সমাস হয়না। তথাপি অর্থ সুগম হইলে বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ও সমাস হইয়া থাকে। কেননা অর্থ সুগমই সমাসের কারণ বা হেতু। অতএব রঞ্ঞো গরু-পুত্তো — রাজ-গরু-পুত্তো, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। গমকত্তা — অর্থের বোধগম্যতা, অর্থের গম্যমানতা। নিবন্ধং — কারণ, হেতু। গরুনো পুত্তোতি বিগ্গহো — "গরুনোপুত্তো" এইটী সমাস বিগ্রহ, "গরু-পুত্তো" এইটি সমাস। বিগ্রহ ত্রিবিধ যথা — সমাস বিগ্রহ, তদ্ধিতবিগ্রহ এবং কৃৎবিগ্রহ। বিগ্রহ — বি, শব্দরূপে অর্থ গ্রহণ করা। রূপে সঞ্ঞা — রূপ-সঞ্ঞা, এখানে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস কচিৎ উপমাযোগে নিন্দার্থে সপ্তমী

তৎপুরুষ সমাস হয়, যথা — কূপে মণ্ডূকো বিয় — কূপ-মণ্ডূকো, নগরে কাকো বিয় — নগর-কাকো, ইত্যাদি স্থলে উপমান সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। 'অন্তেবাসিকো' এখানে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইলনা বলিয়া ইহাকে অলুপ্ত সমাস কহে। বিভত্তালোপো — বিভক্তির অলোপ অর্থাৎ বিভক্তির লোপ হইল না। ভোজনে মত্তঞ্ঞুতা, ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারো, ইত্যাদি স্থলেও সমাস হইল না।

বহুব্রীহি সমাস।

অঞ্ঞপদত্থেসু বহুব্বীহি।

অপ্পঠমন্তানমঞ্ঞেসং পদানং অত্থেসু দ্বে বা বহূনি বা নামানি যদা সমস্সন্তে তদা সো সমাসো বহুব্বীহি নাম।

পদ বিচ্ছেদ। অঞ্ঞপদত্থেসু, বহুব্বীহি, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অঞ্ঞপদত্থেসু — অন্য পদের অর্থে বা অন্য পদের অর্থ বুঝাইলে, যে কয়েক পদে সমাস করা যায় তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া যেখানে অন্য প্রকার অর্থের প্রতীতি হয়। বহুব্বীহি — বহুব্রীহি সমাস। অপ্পঠমন্তানমঞ্ঞেসং পদানং — প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ ভিন্ন দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদের। অত্থেসু — অর্থ বুঝাইলে। দ্বে বা বহূনি নামানি — দুই বা বহু নাম, দুই বা বহুপদ। যদা — যখন। সমস্সন্তে — সমাস হয়। তদা — তখন। সো সমাসো — সেই সমাস। বহুব্বীহি নাম — বহুব্রীহি সমাস নামে কথিত হয়।

অনুবাদ। প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ ভিন্ন দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত অন্য পদের অর্থ বুঝাইতে দুই বা বহুপদ মিলিয়া যখন সমাস হয়, তখন

সেই সমাসকে বহুব্রীহি সমাস কহে। বহুব্রীহি সমাসে সমস্ত পদ বা সমাস পদটী অন্য পদের বিশেষণ হয়। বহুব্রীহি সমাসের বাক্যে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত একটী যদ্ শব্দের পদ ব্যবহার করিতে হয়, এবং এই যদ্ শব্দ যেই বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করা হয়, সমাস পদটী সেই বিশেষ্যের বিশেষণ হয়। যথাঃ— আগতা সমণা যং সো আগত-সমণো বিহারো, এস্থলে "আগতা সমণা যং সো" এইটী সমাস বাক্য, এইখানে 'আগত" এবং "সমণা' এই দুইটী প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদ, কিন্তু ইহাদের অর্থ না বুঝাইয়া যং" এই দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদেরই অর্থ বুঝাইতেছে। "আগত সমণো" এইটী সমাস পদ, তাহা "বিহার" এই বিশেষ্য পদের বিশেষণ হইয়াছে।

জিতানি ইন্দ্রিযানি যেন সো, জিতিন্দ্রিযে — ভগবা, এস্থলে 'যেন' এইটী কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি। আহিতো অগ্গি যেন সো, আহিতগ্গি — অগ্যাহিতো বা ব্রাহ্মণো, জটিলো বা; এখানে 'আহিতো' অর্থ জালিতো। 'যেন' এইটী কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি। 'অগ্যাহিতো' এস্থলে বিশেষণ পদটীর পরনিপাত হইয়াছে। বিশেষণের পূর্ব্বনিপাত বা পরনিপাত, তাহা জিনবচন ও বক্তার ইচ্ছানুক্রমে হয়। ছিন্নো রুক্খো যেন সো, ছিন্ন-রুক্খো, ফরসু, এখানে 'যেন' পদটী করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি। দিন্নো সুংকো যস্স সো, দিন্ন-সুংকো, রাজা; এস্থলে 'যস্স' সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি। নিগ্গতা জনা যস্মা সো, নিগ্গত-জনো, গামো; এস্থলে যস্মা' এই পদটীতে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি। দস বলানি যস্স সো, দস-বলো, ভগবা; এস্থলে 'যস্স' সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি। নত্থি বা সমো যস্স সো, অসমো; এথ 'অত্তন্তস্সা"ত যোগ বিভাগেন নস্স অ। এইস্থলে 'অত্তন্তস্ তপপুরিসে' এই সূত্র হইতে 'তপ্পুরিসে এই অংশটুকু বাদ দিয়া অবশিষ্ট 'অত্তন্তস্স' এই অংশের সহিত বহুব্বীহিম্হি' এই পদটী

যোগ করিলে 'অন্তন্তস্‌ন বহুব্বীহিম্‌হি' এই সূত্রানুসারে বহুব্রীহি সমাসে 'ন'কার স্থানে অকার আদেশ হয়। পহূতা জিব্‌হা যস্‌স সো, পহূত জিব্‌হো ভগবা; মহন্তী পঞ্‌ঞা যস্‌স সো, মহা-পঞ্‌ঞো; ইত্যাদি — এই উভয় উদাহরণে।

"ইত্থিযং ভাসিতপুমিত্থীপুমা'বচে"তি পুম্ভাব'তিদেসা, পুব্বু'ত্তরপদেসু অ ঈ পচ্চযান মভাবো।

শব্দার্থ। ইত্থিযং — স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে। ভাসিতপুমিত্থী — ভাষিতপুমা-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, যে সকল শব্দ পূর্ব্বে পুংলিঙ্গ হইয়া পরে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা হইয়াছে তাহাদের নাম ভাসিত পুমিত্থী। অর্থাৎ যে সকল শব্দ প্রথমে পুংলিঙ্গে কথিত হইয়া পরে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা হইয়াছে ইহাদের নাম "ভাসিত পুমিত্থী"। পুম্ভাবাতিদেসা — পুম্ভ বপুর্নপ্রাপ্তি, পুংলিঙ্গে পুনঃ পরিণত হওয়া। পুব্বুত্তর-পদেসু — পুব্ব ও পরপদে, পূর্ব্ব ও উত্তর পদে স্থিত। অ ঈ পচ্চযানমভাবো — আ, ঈ প্রত্যয়ের অভাব হয়, আ এবং ঈ প্রত্যয়ের লোপ হয়।

বঙ্গানুবাদ। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্বপদস্থ ভাষিতপুমা-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুনঃ পুম্ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপদের আ এবং ঈ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুনরায় পুংলিঙ্গ হয়। যেমন — পহূতা জিব্‌হা যস্‌স সো পহূত জিব্‌হো ভগবা; এস্থলে পূর্ব্বপদস্থ 'পহূতা' এই শব্দটী পূর্ব্বে পুংলিঙ্গ 'পহূত' এই শব্দই ছিল, পরে আ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ 'পহূতা' শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাকে ভাষিতপুমা-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে। সমাসে ইহার আ প্রত্যয়ের লোপ হওয়াতে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 'পহূত' শব্দ হইয়াছে। এইরূপ — মহন্তী পঞ্‌ঞা যস্‌স সো মহাপঞ্‌ঞো, এস্থলে ভাসিত পুমা-স্ত্রীলিঙ্গ 'মহন্তী' শব্দের ঈ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে এবং ইহ

পুনঃ পুংলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে। বালাবতার ব্যাকরণে উল্লিখিত — "পুন্তাবাতিদেসা পুব্বুত্তরপদেসু আ ঈ পচ্চযান মভাবো' এই পাঠের মধ্যে 'উত্তরপদ' এই শব্দটী পরবর্ত্তী কালে প্রমাদ বশতঃ যোগ করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। সেইরূপ না হইয়া "পুন্তাবাতিদেসা পুব্বপদেসু আ ঈ পচ্চযান মভাবো" এইরূপ পাঠই হওয়া উচিত ছিল। কারণ — উক্ত সূত্রে 'ভাসিত পুমিত্থী' এবং 'পুন্তাবাতিদেসা' এই শব্দ দুইটী পূর্ব্বপদস্থ 'পহূতা' এবং 'মহন্তী' এই শব্দদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, পরপদস্থ 'জিব্হা' এবং 'পঞ্ঞা' শব্দকে লক্ষ্য করিয়া নহে। কেননা পরপদস্থ শব্দদ্বয় ভাষিত পুমা-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নহে, ইহারা আকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মাত্র। সমাস হইলে সেই 'জিব্হা' ও 'পঞ্ঞা' শব্দদ্বয় পরবর্ত্তী সূত্র দ্বারা অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ করা হইয়াছে। লঙ্কার শ্রীসুমঙ্গলাচার্য্য কৃত 'সুবোধিকা' নামক টীকাতেও এস্থলে দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধি ব্যাকরণে এস্থলের বিধান অতি সুন্দর।

"ক্বচি সমাসন্তগতানমকারন্তো"তি অন্তস্স অত্তং, কারগ্গহণেন আ ই চ, ইত্থিযমিকল্লন্তা ত্বন্তেহি চ কপ্পচ্চযোপি, যথা।

শব্দার্থ। ক্বচি — ক্বচিৎ। সমাসন্তগতানং — সমাসের অন্তর্গত শব্দের, সমাস পদের। অকারন্তো — অকারান্ত হয়, অর্থাৎ অকার হয়। অন্তস্স — অন্ত্যস্বরের স্থানে। অত্তং — অকারাদেশ হয়। কারগ্গহণেন — সূত্রের 'কার' শব্দের যোগে। আ ই চ — 'আ' এবং 'ই' কারাদেশ হয়। ইত্থিযং — স্ত্রীলিঙ্গে। ইকল্লন্তা — ইকারান্ত এবং ঈ কারান্ত শব্দের উত্তর। ত্বন্তেহি — তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর, তু + অন্তেহি = ত্বন্তেহি, সন্ধি। কপ্পচ্চযোপি — ক প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। সমাস পদের অন্ত্যস্বরের স্থানে ক্বচিৎ অকারাদেশ হয়। এবং সূত্রের 'কার' শব্দের যোগে ক্বচিৎ আকার এবং ইকার

আদেশও হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ই কারান্ত ও ঈ কারান্ত শব্দের উত্তর, এবং তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ক্বচিৎ ক প্রত্যয়ও হয়। যেমন — "পহূত জিব্হা' 'মহা পঞ্ঞা' এই সমাস পদদ্বয়ের অন্ত্যস্বর আকার স্থানে অকারাদেশ হইয়া 'পহূত জিব্হো' এবং 'মহাপঞ্ঞো' সিদ্ধ হইয়াছে। বিসালং অক্খ যস্স সো বিসাল্ক্খো, এখানে সমাস পদের অন্ত্যস্বর ইকার স্থানে অকারাদেশ হইয়াছে। পচ্চক্খো ধম্মো যস্স সো পচ্চক্খধম্মো, এইরূপ বলিবার স্থলে 'পচ্চক্খধম্মা' বলা হইয়াছে; এখানে উক্ত সূত্রের 'কার' শব্দের যোগে অকার স্থানে আকার হইয়াছে। 'সিলোপোতি — "সেসতোলোপং গসিপি" এই সূত্রানুসারে সি বিভক্তির লোপ হইয়াছে। সু সোভনো গন্ধো যস্স সো সুগন্ধি, এখানে সমাস পদের অন্ত্যস্বর অকার স্থানে ইকার আদেশ হইয়াছে। বহু কন্তিযো যস্স সো বহুকন্তিকো, এখানে স্ত্রীলিঙ্গে ইকারান্ত শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হইয়াছে। বহু নদিযো যস্মিং সো বহুনদিকো. এখানে স্ত্রীলিঙ্গ ঈকারান্ত 'নদী' শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হইয়াছে। পুনঃ "যদনুপপন্না নিপাতনাসিদ্ধান্তি" এই সূত্রানুসারে নদী' শব্দের ঈকার স্থানে ইকার আদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'বহুনদিকো' সমুদ্রকে বুঝাইতেছে। বহবো কত্তারো যস্স সো বহু কত্তুকো', এখানে তু প্রত্যয়ান্ত 'কত্তু' শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হইয়াছে। মত্তা বহবো মাতঙ্গা যস্মিং তং মত্ত-বহু-মাতঙ্গং, বনং; এস্থলে 'মত্ত, বহু, মাতঙ্গ" এই তিন পদে সমাস হইয়াছে, এবং 'বনং' এই পদ উহার বিশেষ্য।

'তুল্যাধিকরণো' — বহুব্রীহি সমাসের পদগুলি তুল্যাধিকরণে করা হয়, তজ্জন্য উহা উক্ত হইয়াছে। বহুব্বীহি তুল্যাধিকরণো — বহুব্রীহি সমাসের পদগুলি তুল্যাধিকরণ, যেমন — "আগতা সমণা যং" এই বাক্যে 'আগতা' ও 'সমণা' এই সমস্যমান পদদ্বয় তুল্যাধিকরণ।

অর্থাৎ উক্ত পদদ্বয় সমান সম্বন্ধ এবং একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া ইহাদের লিঙ্গ, বচন, ও বিভক্তি একই সমান। তজ্জন্য ইহাদিগকে তুল্যাধিকরণ বা সমানাধিকরণ বলে। ইহার পর ভিন্নাধিকরণ বলা হইতেছে।

সুবণ্ণস্স বিয বণ্ণো যস্স সো সুবণ্ণবণ্ণো, এখানে বহুব্রীহি সমাসের বাক্যে পদগুলি ভিন্নাধিকরণ হইয়াছে। সুবণ্ণস্স বিয বণ্ণো যস্স সো এই বাক্যে 'সুবণ্ণস্স' এবং 'বণ্ণো' এই সমস্যমান পদদ্বয় ভিন্নাধিকরণ, কারণ সুবর্ণ শব্দদ্বারা কনক দ্রব্যকে এবং বর্ণ শব্দদ্বারা তদায়ত্ত গুণকে বুঝাইতেছে, সুতরাং পদদ্বয় ভিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া ইহাদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির প্রভেদ হইয়াছে। 'বিষ' এই শব্দটি সমাস বাক্যে উপমার্থে বলা হইয়াছে। "বজিরং পাণিম্হি যস্স সো" এই বাক্যে 'বজিরং' এবং 'পাণিম্হি' এই সমস্যমান পদদ্বয় ভিন্নার্থ বলিয়া ইহাদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির প্রভেদ হইয়াছে। "উরসি লোমানি যস্স সো" এই বাক্যে "তেসং বিভত্তিযো লোপাচ" এই সূত্রের চকার যোগে সমাসে 'উরসি' শব্দের বিভক্তির লোপ হইল না, 'উরসি লোমো' পদসিদ্ধ হইল। ইহার নাম অলুপ্তসমাস।

"অথেসুতি বহুত্তগ্গহণেন ক্বচি পঠমন্তানম্পি।"

শব্দার্থ। অথেসুতি — পূর্ব্বে উক্ত "অঞ্ঞপদথেসু বহুব্বীহি" এই সূত্রের 'অথেসু' এই শব্দটী এক বচনে না করিয়া বহু বচনে প্রয়োগ করাতে, তদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমাবিভক্তান্ত অন্য পদের অর্থ বুঝাইতেও বহুব্রীহি সমাস হয়। বহুত্তগ্গহণেন —"অথেসু" এই শব্দটী বহু বচনে প্রয়োগ করাতে। পঠমন্তানম্পি — প্রথমা বিভক্ত্যন্ত অন্য পদের অর্থ বুঝাইতেও। উদাহরণ — 'সহ হেতুনা যো বত্ততে সো,' এই সমাস বাক্যে 'যো', 'সো,' এই দুইটী প্রথমা বিভক্ত্যন্ত অন্য পদ, 'সহেতুকো' এইটী সমাস পদ। 'যদাদিনা'—

"যদনুপ্পন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে সহ' শব্দের স্থানে স কারাদেশ হইয়াছে। "সত্ত বা অট্ঠ বা যে, তে, সত্তট্ঠ, মাসা, এ স্থলে অন্য পদের অর্থ সমাস বাক্যের 'বা' শব্দের উপরই অনিয়মিতার্থে নির্ভর করিতেছে যেমন 'সাত আট মাস পরে যাইব' এই কথা বলিলে সাত মাস বা আট মাস পরেই যাইব' এই অর্থ বুঝায়। ইহাতে অনির্দ্দিষ্ট অর্থ 'বা' শব্দেরদ্বারা বুঝাইতেছে। 'দেসিতো বুদ্ধেন যো ধম্মো' এ স্থলে সমাস হইল না।

দ্বন্দ্ব সমাস।

নামানং সমুচ্চযো দ্বন্দো।

সমুচ্চযোতি পিণ্ডীকরণং, একবিভত্তিকানং নামানং যো সমুচ্চযো সো দ্বন্দো নাম।

পদ বিচ্ছেদ। নামানং, সমুচ্চযো, দ্বন্দো, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। নামানং — নাম সকলের, দুই বা বহু পদের। সমুচ্চযো — সমুচ্চয়, রাশি। দ্বন্দো — দ্বন্দ্ব সমাস। সমুচ্চযোতি — 'সমুচ্চযো' এই শব্দের অর্থ। পিণ্ডীকরণং — রাশি করণ একত্র করণ। এক বিভত্তিকানং নামানং — একই প্রকার বিভক্তি যুক্ত শব্দ সকলের। যো সমুচ্চযো — যে রাশি। সো দ্বন্দো নাম — তাহা দ্বন্দ্ব সমাস নামে কথিত হয়।

বঙ্গানুবাদ। একই প্রকার বিভক্তিযুক্ত দুই বা বহু পদের যে সমুচ্চয়, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস।

ইদং সুত্তং বহুবচন বিসযং — উপরে উক্ত সূত্রানুসারে সিদ্ধ দ্বন্দ্ব সমাস বহুবচনান্ত হইবে। যেমন — চন্দো চ সুরিযো চ চন্দ-সুরিযা।

তিট্ঠন্তিতা দি ক্রিয়া সম্বন্ধ সামঞ্ঞতো অথেথা পেক্খতা—দ্বন্দ্ব সমাসের বাক্যে সমস্যমান সকল পদেরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীত হয়, তথাপি একটী মাত্র ক্রিয়ার সহিত বহুপদের সম্বন্ধ থাকা বশতঃ তাহাদের একার্থভাব আছে ইহা বুঝা যায়। যেমন — চন্দ-সুরিয়া তিট্ঠন্তি, অথং গচ্ছন্তি ইত্যাদি বাক্যে একটী মাত্র ক্রিয়ার সহিত তাহাদের প্রত্যেক পদের সম্বন্ধ থাকাতে ইহাদের একার্থভাব বুঝা যাইতেছে। এইরূপে নরা চ নারিয়ো চ নর-নারিযো, এখানে পরপদে লিঙ্গ হইয়াছে। আর যদি একজন নর ও একজন নারী বুঝায়, তবে নরো চ নারী চ এই প্রকার বাক্য দিয়া 'নর-নারিযো' এইরূপ সমাস করিবে। অক্খরং চ পদং চ অক্খর-পদানি, অথবা অক্খরানি চ পদানি চ অক্খর-পদানি।

তথা দ্বন্দে পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধ বিরুদ্ধ বিসভাগথাদীনং চ।

পদবিচ্ছেদ। তথা, দ্বন্দে, পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধ বিরুদ্ধ বিসভাগথাদীনং, চ, ইহা চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তথা — তেমন। দ্বন্দে — দ্বন্দ্ব সমাসে। পাণিনো চ তুরিযানি চ যোগ্গানিচ সেনা চ পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনা, তেসং অঙ্গানি পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গানি; খুদ্দানিচন্তুকানি খুদ্দজন্তুকানি; বিবিধেন আকারেন বিরুদ্ধা বিবিধ বিরুদ্ধা; বিবিধাচ তে সভাগা চাতি বিসভাগা; পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গানি চ খুদ্দজন্তুকানিচ বিবিধ বিরুদ্ধা চ বিসভাগা চ পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধবিরুদ্ধ-বিসভাগা; পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধ-বিরুদ্ধ-বিসভাগা অথা যেসং তে পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধবিরুদ্ধ-বিস-ভাগাদযো; তেসং পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধবিরুদ্ধ বিসভাগাদীনং। পাণি-তুরিয-যোগ্গ-সেনঙ্গ-খুদ্দজন্তুক-বিবিধাবিরুদ্ধ-বিস-

ভাগত্থাদীনং — প্রাণী, তুর্য্য, যোগ্য, সেনা, প্রভৃতির অঙ্গবাচক শব্দের; ক্ষুদ্র জন্তু বাচক শব্দের; বিবিধ প্রকারের বিরুদ্ধ জন্তু বাচক শব্দের; লক্ষণতঃ অসদৃশ ও পরমার্থতঃ সদৃশ পদার্থ বাচক প্রভৃতি শব্দের। যথা দিগু সমাসে তথা দ্বন্দে — যেমন দিগু সমাসে তেমন দ্বন্দ্ব সমাসেও। পাণ্যঙ্গত্থাদীনং — প্রাণির অঙ্গ বাচকাদির। একত্তং নপুংস-কত্তংচ হোতি — এক বচন এবং নপুংসকলিঙ্গ হয়।

বঙ্গানুবাদ। যেমন দ্বিগু সমাসে সমাস পদটী এক বচনান্ত ও নপুংসক লিঙ্গান্ত হয়, তেমন দ্বন্দ্ব সমাসে প্রাণী, তুর্য্য, যোগ্য, সেনা প্রভৃতির অঙ্গবাচক শব্দের, ক্ষুদ্র জন্তুবাচক শব্দের, পরস্পর বিরুদ্ধ জন্তুবাচক শব্দের, লক্ষণতঃ অসদৃশ ও পরমার্থতঃ সদৃশ পদার্থ বাচক প্রভৃতি শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথা ঃ— চক্খু চ সোতং চ চক্খু সোতং, এখানে 'চক্খু-সোতং' এই সমাস পদটী প্রাণীর অঙ্গবাচক হেতু একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে। গীতং চ বাদিতং চ গীত-বাদিতং, এখানে তুর্য্যার্থে। যুগং চ নঙ্গলং চ যুগ নঙ্গলং, এখানে যোগ্যাঙ্গার্থে। হত্থি চ অস্সো চ রথ-স্সং, সেনাঙ্গ র্থে। অসি চ চম্মং চ অসি চম্মং, সেনাঙ্গার্থে। ডংসো চ মকসো চ ডংস-মকসং, ক্ষুদ্র জন্তু অর্থে। কাকো চ উলূকো চ কাকোলূকং, বিবিধ বিরুদ্ধার্থে। নামং চ রূপং চ নাম-রূপং, বিসভাগার্থে; এস্থলে নামের নমন লক্ষণ এবং রূপের রূপনলক্ষণ, পরমার্থতঃ সভাগার্থে নিঃসত্ত্ব নির্জীব।

আদি সদ্দেনাঞ্ঞত্থাপি — উক্ত সূত্রের আদি শব্দের যোগে অন্যত্রও দ্বন্দ্ব সমাসে সমাস পদ একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হইবে। যেমন — ইত্থি চ পুমা চ ইত্থি-পুমং, এখানে উভয় শব্দ বিভিন্ন লিঙ্গ, এবং 'যদনুপপন্ন নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'পুমা' শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইয়াছে। এইরূপ — দাসী চ দাসো চ দাসি-দাসং, এখানে 'দাসা' এই শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইয়াছে। পত্তো চ চীবরং চ পত্ত-চীবরং,

গঙ্গা চ সোণো চ গঙ্গা-সোণং, ইত্যাদি স্থলে বিভিন্ন লিঙ্গের দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে। তিকং চ চতুক্কং চ তিক-চতুক্কং, এখানে সংখ্যা পরিমাণ বাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস। বেণো চ রথকারো চ বেণ-রথকারং, এখানে শিল্পী বাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস। সাকুন্তিকো চ মাগবিকো চ সাকুন্তিক-মাগবিকং, এখানে লুব্ধবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস, সাকুন্তিকো — পক্ষী শীকারী, মাগবিকো — মৃগ শীকারী। আরো চ সখি চ আর-সখি, এখানে অপ্রাণী বাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস। কট্ঠো চ কলাপো চ কট্ঠ-কলাপং, এস্থলে একাধ্যায়ন ব্রাহ্মণ বাচক শব্দের সমাস, কট্ঠো — ঋজুর্বেদের শাখা বিশেষ অধ্যয়নকারী। এবং কলাপো — কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়নকারী।

বিভাসা রুক্খ-তিণ-পসু-ধন-ধঞ্ঞ-জনপদাদীনং চ।
দ্বন্দে রুক্খাদীনং একত্তং নপুংসকত্তং চ বা হোতি।

পদ বিচ্ছেদ। বিভাসা রুক্খ-তিণ-পসু ধন-ধঞ্ঞ জনপদাদীনং, চ, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বিভাসা — বিকল্পে। রুক্খ-তিণ পসু-ধন-ধঞ্ঞ-জনপদাদীনং — বৃক্ষ, তৃণ, পশু, ধন, ধান্য, জনপদ ইত্যাদি শব্দের। দ্বন্দে — দ্বন্দ্ব সমাসে। একত্তং নপুংসকত্তং চ — একবচন এবং নপুংসক লিঙ্গ হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। দ্বন্দ্ব সমাসে বৃক্ষ, তৃণ, পশু, ধন, ধান্য, জনপদ, ইত্যাদি শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা — ধবো চ খাদিরো চ ধব-খাদিরং, বিকল্পে; ধব-খাদিরা পক্ষে; এখানে বৃক্ষবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস। এইরূপ — মুঞ্জো চ বব্বজো চ মুঞ্জ-বব্বজং, বিকল্পে; মুঞ্জ-বব্বজা পক্ষে, এখানে তৃণবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব। অজো চ এলকো চ অজেলকং, বিকঃ; অজেলকা পক্ষে, পশুবাচক।

হিরঞ্ঞঞং চ সুবণ্ণং চ হিরঞ্ঞ-সুবণ্ণং, বিকঃ; হিরঞ্ঞ-সুবণ্ণানি পক্ষে; ধনবাচক। সালি চ যবো চ সালি-যবং, বিকঃ; সালি-যবা পক্ষে, ধান্যবাচক। কাসী চ কোসলা চ কাসি-কোসলং বিকঃ, কাসি-কোসলা পক্ষে, জনপদ বাচক।

নিচ্চবিরোধীনমদ্দব্বানং — দ্বন্দ্ব সমাসে নিত্য বিরোধী অদ্রব্যবাচক শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা — কুসলো চ অকুসলো চ কুসলাকুসলং, বিকঃ; বহুবচনে কুসলাকুসলানি।

সকুনীনং — দ্বন্দ্ব সমাসে পক্ষীবাচক শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা — বকো চ বলাকো চ বক-বলাকং বিকঃ, পক্ষে বক-বলাকা।

ব্যঞ্জনানং — দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যঞ্জন (খাদ্য) বাচক শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা — দধি চ ঘতং চ দধি-ঘতং, বিকঃ; পক্ষে দধি-ঘতানি।

দিসানং — দ্বন্দ্ব সমাসে দিক্‌বাচক শব্দের একবচন ও নপুংসক লিঙ্গ হয় বিকল্পে। যথা — পুব্বো চ অপরো চ পুব্বাপরং, বিকল্পে; পক্ষে পুব্বাপরা, ইত্যাদি।

'অধিসদ্দা স্মিং তস্‌স লোপো" — 'অধি' শব্দের উত্তর 'স্মিং' বিভক্তি হয়, পরে 'সব্বাসমাবুসোপসগ্‌গ-নিপাত'দীহি চ" এই সূত্রানুসারে সেই 'স্মিং' বিভক্তির লোপ হয়।

'অধিসদ্দেন তুল্যাধিকরণত্তা ইত্থিসদ্দাপি স্মিং" — তুল্যাধিকরণ শব্দ গুলির বিভক্তি লিঙ্গাদি এক সদৃশ, এখানে 'অধি' শব্দ আধারার্থে হইয়াছে, সুতরাং 'অধি' শব্দের সহিত 'ইত্থি' শব্দের তুল্যাধিকরণভাব হওয়াতে 'ইত্থি' শব্দের উত্তরও স্মিং বিভক্তি হয়।

"নিচ্চসমাসত্তা আধারভূতাযমিত্থিযন্তিপদন্তরেন বিগ্‌গহো" — যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্য একত্র থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাহাকে

নিত্যসমাস কহে। এই সমাসে কোন কোন স্থানে সমস্যমান পদের অর্থবোধক শব্দ দ্বারা ব্যাস বাক্যের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। "আধারভূতাযং ইত্থিয়ং" এস্থলে 'অধি' এই সমস্যমান পদের অর্থবোধক "আধারভূতাযং" এই অন্য পদের দ্বারা বিগ্রহ করা হইয়াছে। 'নিচ্চ-সমাসত্তা' -- অব্যয়ীভাব সভাবতঃ নিত্যসমাস বলিয়া অন্য পদের দ্বারা বিগ্রহবাক্য করা হয়।

উপসগ্গ-নিপাতপুব্বকো অব্যযীভাবো।

উপসগ্গাদিপুব্বকো সদ্দো বিভত্ত্যত্থাদীসু সমাসো হোতি, সো অব্যযীভাবোসঞ্ঞো চ।

পদ বিচ্ছেদ। উপসগ্গ-নিপাতপুব্বকো, অব্যযীভাবো, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। উপসগ্গ-নিপাতপুব্বকো সদ্দো — উপসর্গ ও নিপাত পূর্ব্বক শব্দ। বিভত্ত্যত্থাদীসু -- বিভক্তি, আত্মা, ক্রিয়া, দেশ, সময়, দিক্, গুণ, সামীপ্য, অভাব, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, যোগ্যতা, অনতিক্রম, পশ্চাৎ, সীমা অবধারণ, ইত্যাদির অর্থ বুঝাইতে। সমাসো হোতি — সমাস হয়। সো — সেই সমাস। অব্যযীভাব সঞ্ঞো — অব্যয়ীভাব নামে কথিত হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিভক্তি, আত্মা, ক্রিয়া, দেশ বা সময়াদি অর্থে উপসর্গ বা নিপাতপদের সহিত অন্য পদের যে সমাস তাহার নাম অব্যয়ীভাব সমাস। এই সমাসে উপসর্গ কিম্বা নিপাতপদ পূর্ব্বে বসিয়া থাকে।

"সো নপুংসক লিঙ্গো"তি অব্যযীভাবো নপুংসকলিঙ্গো। যদাদিনা একবচনোচ।

শব্দার্থ। সো -- সেই অব্যয়ীভাব সমাস। নপুংসকলিঙ্গো — নপুংসকলিঙ্গ হয়। যদাদিনা — "যদনুপপন্না নিপাতনা সিদ্ধন্তি" এই সূত্রানুসারে। একবচনো — একবচন হয়।

বঙ্গানুবাদ। সেই অব্যয়ীভাব সমাস নপুংসক লিঙ্গ। পুনঃ "যদন্নুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে এক বচন হয়।

"সরো রস্সো নপুংসকে" তি রস্সো।

শব্দার্থ। নপুংসকে—নপুংসকলিঙ্গে। সরো—ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের অন্ত্যস্বর। রস্সো — হ্রস্ব হয়।

বঙ্গানুবাদ। নপুংসক লিঙ্গে অব্যয়ীভাব সমাসের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়।

অঞ্ঞস্মা লোপোচ।

অনকারন্তা অব্যযীভাবা পরা সব্বা বিভত্তী লুজ্জরে।

পদবিচ্ছেদ। অঞ্ঞস্মা, লোপো, চ ত্রিপদা সূত্র।

শব্দার্থ। অঞ্ঞস্মা — অকান্ত অব্যয়ীভাব সমাস ভিন্ন অন্ত আকান্তাদি অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর। লোপো — লোপ হয়। অনকারান্তা অব্যযীভাবা — অকারান্ত ভিন্ন অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর। সব্বা বিভত্তী — সমস্ত বিভক্তি। লুজ্জরে — লুপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাস ভিন্ন আকারান্তাদি অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর বিভক্তি সকল লোপ হয়; যথা — আধারভূতে য ইত্থিবং অধিত্থি. অথবা অধি ইত্থিযং অধিত্থি, এখানে 'অধি' এই উপসর্গটী সপ্তমী বিভক্ত্যর্থে 'ইত্থি' শব্দের সহিত তুল্যাধিকরণ হওয়াতে 'ইত্থি' শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। 'অধি' শব্দের অর্থ প্রকাশনার্থ 'আধারভূতাবং' এই শব্দদ্বারা বিগ্রহ করা হইয়াছে। এইরূপ — সমীপং নগরস্স উপনগরং, এস্থলে 'উপ' শব্দ সামীপ্যার্থে হইয়াছে।

"অং বিভত্তী নমকারন্তব্যযীভাবা" তি বিভত্তীনংক্বচি অং।

শব্দার্থ। অকারন্তা অব্যযীভাবা — অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর। বিভত্তীনং — সি, যো, ইত্যাদি বিভক্তির স্থানে। ক্বচি — ক্বচিৎ। অং — অং আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর সি, যো, ইত্যাদি বিভক্তির স্থানে অং আদেশ হয় ক্বচিৎ। যথা — সমীপং নগরস্স উপনগরং, এখানে সামীপ্যার্থে 'উপ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য 'সমীপং' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে, নতুবা 'উপ নগরস্স' এইরূপ বিগ্রহ করিলে উপ শব্দের অর্থ সম্যক্ বুঝা যায় না। সূত্রের 'ক্বচি' শব্দের যোগে উপ নগরে, উপনগরস্স ইত্যাদি বিভক্তিরূপ হয়। অভাবো মক্খিকনং নিম্মক্খিকং, এখানে অভাবার্থে 'নি' উপসর্গের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য 'অভাবো' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। পুনঃ "সরো রস্সো নপুংসকে" এই সূত্রানুসারে 'মক্খিকা' শব্দের অন্ত্যস্বর আকার স্থানে অকার হইয়াছে। অনুপুব্বে থেরানং অনুথেরং, এখানে 'অনু' শব্দ অনুপূর্ব্বার্থে। অনতিক্কমসত্তিং যথা সত্তি, এখানে 'যথা' শব্দ অনতিক্রম্যার্থে। যে যে বুড্ঢা যথাবুড্ঢং, এখানে যথা' শব্দ বীপ্সার্থে (বিচ্ছায়ং), বীপ্সা অর্থ — পুনঃ পুনঃ। যত্তকো পরিচ্ছেদোজীবস্স যাবজীবং, এখানে 'যাব' শব্দ অবধারণ বা পর্য্যন্তার্থে। আপব্বতা খেত্তং আপব্বতং, এখানে আ' শব্দ সীমার্থে। সীমা দ্বিবিধ — মর্য্যাদা ও অভিবিধি। যে সীমা বাহির্ভাগে রাখিয়া গ্রহণ করা হয় তাহার নাম মর্য্যাদা সীমা, এবং যে সীমা অন্তর্গত করিয়া গ্রহণ করা হয় তাহার নাম অভিবিধ সীমা। আ পব্বতা খেত্তং, অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত, এখানে 'আ' শব্দ পঞ্চমী ও মর্য্যাদার্থে, আপব্বতং খেত্তং। আ জলন্তা সীতং আজলন্তং সীতং, এখানে 'আ' শব্দ পঞ্চমী ও অভিবিধি অর্থে। আসদ্দ যোগে ধাতুনামাদনা অপাদানে বিধানেনেব বাক্যম্পি সিদ্ধং — 'ধাতুনামানমুপসগ্গ-যোগাদীস্বপি চ" এই সূত্রে উপসর্গাদির যোগে অপাদান কারকের বিধান করাতে, তদনুসারে উক্ত 'আপব্বতা খেত্তং' — ইত্যাদি স্থলে অপাদানার্থ বোধক 'আ' এই উপসর্গের যোগে বিগ্রহ

বাক্যও সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং তাহার অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োজন হইলনা। এরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

পাদি এবং কু প্রভৃতি অব্যয়ের সহিত কতকগুলি পদের অব্যয়ী ভাব হয়না। সুতরাং কর্ম্মধারয়াদি সমাস হইয়া থাকে। যেমন — উত্তমোবীরো পবীরো, উত্তমো জনো সুজনো, স্থলে 'প' শব্দ উত্তমার্থবাচক, তাহার অর্থ প্রকাশনার্থ 'উত্তমো' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এবং তাহা বীর শব্দাদির বিশেষণভূত তুল্যাধিকরণ, সুতরাং পূর্ব্ব পদের অর্থ অপ্রধান বশতঃ অব্যয়ীভাব সমাস না হইয়া কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। প্রাদির সহিত অন্য পদের যে সমাস তাহাকে প্রাদি সমাসও বলে; ইহা প্রাদি বহুব্রীহি, প্রাদি কর্ম্মধারয়, প্রাদি তৎপুরুষ, ইত্যাদিরূপে বিভক্ত হইতে পারে। প (প্র), পাদি (প্রাদি)। বিসিট্ঠো ধম্মো অভিধম্মো এখানেও 'অভি' শব্দ বিশিষ্ঠার্থে এবং 'ধাম্মো' এই পদের বিশেষণ বলিয়া কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে।

"কদং কুস্‌সাতি" সরেকুস্‌স কদাদেসো।

শব্দার্থ। সরে—স্বরবর্ণ পরে থাকিলে। কুস্‌স — কু শব্দের স্থানে। কদং — কদাদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'কু' শব্দের স্থানে 'কদ্' আদেশ হয়। যথা — কুচ্ছিতং অন্নং কদন্নং, এখানে কু শব্দ কুৎসিতার্থে।

"কাপ্‌পথেস্বচ" তি কুস্‌স কা, বহুবচনেনাঞ্‌ঞত্রাপি ক্বচি।

শব্দার্থ। কা — কা আদেশ হয়। অপ্‌পথেসু — অল্পার্থে।

বঙ্গানুবাদ। কু স্থানে কা আদেশ হয় অল্পার্থে। যথা — অপ্‌পকং লবণং কালবণং, এখানে কু শব্দ অল্পার্থে। বহুবচনেনাঞ্‌ঞত্রাপিক্বচি — "কাপ্‌পথেস্বচ" এই সূত্রটি "কাপ্‌পথে" এইরূপ একবচনে না বলিয়া বহুবচনে বলাতে বুঝা যাইতেছে অন্যত্রও কুৎসিতার্থে কুস্থানে ক্বচিৎ কা

আদেশ হয়। যেমন — কুচ্ছিতো পুরিসো কাপুরিসো, বিকল্পে — কুপুরিসো। এইরূপ নস্সুরো অস্সুরো, ইত্যাদি।

পুব্বপরূভযমঞ্ঞ-পদত্থপ্পধানাব্যযীভাবসমাসো, কম্মধারযকতপ্পুরিসা দ্বে দ্বন্দো চ বহুব্বীহিচাঞ্ঞেয্যা।

অন্বয়। পুব্বপদত্থপ্পধানো অব্যযীভাবো চ, পরপদত্থপ্পধানা কম্মধারযক-তপ্পুরিসাচ দ্বেসমাসা, উভযপদত্থপ্পধানা দ্বন্দো চ অঞ্ঞঞ্ঞ-পদত্থপ্পধানো বহুব্বীহি চ, ইতি এতেঞ্ঞেয্যা।

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্ব পদার্থ প্রধান অব্যয়ীভাব সমাস, পরপদার্থ প্রধান কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাস, উভয় পদার্থ-প্রধান-দ্বন্দ সমাস, এবং অন্য পদার্থ-প্রধান বহুব্রীহি সমাস; দ্বিগুসমাস কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় বলা হইয়াছে। অতএব এই ষড়বিধ সমাস উক্ত হইল।

তদ্ধিত।

বাণপ্পচ্চে।

ছট্ঠন্তা সদ্দা তস্সাপচ্চমিচ্চস্মিং অত্থে ণো বা হোতি।

পদ বিচ্ছেদ। বা, ণো, অপচ্চে, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ছট্ঠন্তা সদ্দা — ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দের উত্তর। তস্সাপচ্চমিচ্চস্মিং অত্থে — তাহার অপত্য এই অর্থে। ণো হোতি — ণ প্রত্যয় হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে বিকল্পে ণ প্রত্যয় হয়।

বাতি বাক্যত্থং — 'বা' এই শব্দ কেন? বাক্যের জন্য। যেখানে শব্দের উত্তর অপত্যাদি অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হয় না, সেখানে কেবল মাত্র বিগ্রহ বাক্যটী হইয়া থাকে। বাসিট্ঠস্স অপচ্চং (পুত্তো) এই অর্থে ণ প্রত্যয় করিলে 'বাসিট্ঠো' এস্থলে 'বাসিট্ঠস্স অপচ্চং' এই বাক্য 'ণ' এইটী তদ্ধিত-প্রত্যয়, 'বাসিট্ঠ' এইটী তদ্ধিতান্ত শব্দ, তদুত্তর সি বিভক্তি করিয়া 'বাসিট্ঠো' শব্দ সিদ্ধ হইল। এখানে 'বাসিট্ঠো' এই শব্দ দ্বারা 'বসিট্ঠস্সপুত্তো' এই অর্থ বুঝাইতেছে; কিন্তু কোন কোন স্থানে 'বাসিট্ঠো' এইরূপ তদ্ধিতান্ত শব্দ না হইয়া কেবল 'বসিট্ঠস্স পুত্তো' এইরূপ বাক্য মাত্র হইয়া থাকে তজ্জন্য উপরে উক্ত হইয়াছে 'বা তি বাক্যত্থং'। ণেনেবাপচ্চত্থস্স বুত্তত্তা

১০—

অপচ্চসদ্দাপ্পযোগো — ণ প্রত্যয়ের দ্বারা অপত্য শব্দের অর্থ বুঝায় বলিয়া পরে 'অপচ্চং' এই শব্দের কোন প্রয়োজন হয় না, সুতরাং তাহার লোপ হয়।

তেসং বিভত্ত্যাদো তেসং গহণেন বিভত্তি লোপো — সমাসে 'তেসং বিভত্তিযো লোপা চ' এই সূত্রের 'তেসং' শব্দের যোগে তদ্ধিতেরও বিভক্তি লোপ হয়।

"তেসংণো লোপং" তি পচ্চযানং ণস্সলোপো।

শব্দার্থ। তেসং পচ্চযানং — সেই তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির, ণ, ণায়ন ণান, ণেয্য ইত্যাদি কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয়ের। ণো — অনুবন্ধ ণকার, যে সকল বর্ণ প্রত্যয়ের সহিত কার্যকালে যুক্ত হইয়া পরে চলিয়া যায় তাহার নাম অনুবন্ধ। লোপং — লোপ পায়।

বঙ্গানুবাদ। সেই অনুবন্ধ তদ্ধিত প্রত্যয় সকলের অনুবন্ধ ণ কারের লোপ হয়।

"বুদ্ধাদিসরস্স বা সংযোগন্তস্স সণেচে" তি সণকারে পরে অসংযোগন্তস্সাদিসরস্স বুদ্ধি।

শব্দার্থ। সণে — অনুবন্ধ ণ কার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে; 'ণ কারেনসহ বত্ততে' তি সণো, তস্মিং সণে। অসং যোগন্ত স্সাদিসরস্স — সংযোগান্ত স্বরবর্ণ রহিত আদি স্বরবর্ণের, সংযুক্ত ব্যঞ্জনদ্বয়কে অন্তে করিয়া পূর্ব্বেস্থিত স্বরবর্ণের নাম সংযোগান্ত স্বর, এইরূপ সংযোগান্ত স্বরবর্ণ ভিন্ন আদি স্বরের; সংযোগং অন্তে কত্বা ঠিতো যো সো সংযোগন্তো, নসংযোগন্তো অসংযোগন্তো তস্স। বুদ্ধি = বৃদ্ধি হয়।

বঙ্গানুবাদ। সণ প্রত্যয় পরে থাকিলে, অসংযোগান্ত আদি স্বরের বা আদি ব্যঞ্জনস্থ স্বরের প্রায় বৃদ্ধি হয়।

অযুবণ্ণানং চাযো বুদ্ধি।

অকারিবণ্ণুবণ্ণানং আ এ ও বুদ্ধিযো হোন্তি চ সদ্দেন ক্বচিন।

পদবিচ্ছেদ। অযুবণ্ণানং, চ, আযো, বুদ্ধি, চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। অযুবণ্ণানং — অ বর্ণ, ই বর্ণ ও উ বর্ণের; এস্থলে অবর্ণ বলিলে অ আ, ইবর্ণ বলিলে ই ঈ, এবং উবর্ণ বলিলে উ ঊ বুঝায়। ই চ উ চ=যু, যু এব বণ্ণা = যুবণ্ণা, অ চ যুবণ্ণা = অযুবণ্ণা, তেসং, অযুবণ্ণানং, সমাস। আ এ ও বুদ্ধিযো হোন্তি — আ, এ, এবং ও কার বৃদ্ধি হয়, এস্থলে অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে এ, এবং উ ঊ স্থানে ওকার হওয়ার নাম বৃদ্ধি। চ সদ্দেন — সূত্রের 'চ' শব্দের যোগে। ক্বচিন — কোন কোন স্থানে হয় না।

বঙ্গানুবাদ। অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে এ, এবং উ ঊ স্থানে ওকার বৃদ্ধি হয়। সূত্রের চকার যোগে ক্বচিৎ বৃদ্ধি হয় না। যদি 'বাসিট্‌ঠ' শব্দ পুংলিঙ্গ হয় তাহা হইতে সি বিভক্তি করিয়া, অকারান্ত শব্দের উত্তর সি বিভক্তির স্থানে ওকারাদেশ করিয়া, 'সরলোপাদি অর্থাৎ "সরলোপোমাদেসপ্‌পচ্চযাদিম্হি সরলোপেতুপকতি" সূত্রানুসারে পূর্ব্ব স্বরের লোপ করতঃ অস্বর ব্যঞ্জনকে "নযেপরংযুত্তে" সূত্রানুসারে পরাক্ষরে যোগ করিলে প্রথমার একবচনে 'বাসিট্‌ঠো' পদ সিদ্ধ হইল। এইরূপে সর্ব্বত্র সি, যো, প্রভৃতি বিভক্তি যথানুরূপে যোগ করিতে হয়। 'বাসিট্‌ঠ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে হইলে, তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিতে হয়; যেমন — বাসিট্‌ঠস্স অপচ্চং বাসিট্‌ঠ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় করিলে বাসিট্‌ঠী, নপুংসক লিঙ্গে বাসিট্‌ঠং।

তদ্ধিতাভিধেয্য লিঙ্গ বিভত্তি বচনা সিযুং,
সমুহভাবজা ভিয্যো সকত্থেণ্যো নপুংসকে,

তাতুত্থিযং নিপাতাতেধাদিথং পচ্চযন্তকা।

অন্বয়। তদ্ধিতাভিধেয্য লিঙ্গ বিভত্তি বচনা সিযুং, সমূহ ভাবজ্ঞা ভিযো। সকত্থে ণোচ নপুংসকে ভবন্তি, তাতু ইত্থিযং ভবতি, ধাদিথং পচ্চযন্তকা তে নিপাতা ভবন্তি, নিপাতত্তা তে অলিঙ্গা।

শব্দার্থ। তদ্ধিত-অভিধেয্য-লিঙ্গ-বিভক্তি-বচনা সযুং — তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির অর্থানুরূপ লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তদ্ধিতান্ত শব্দ সকল সিদ্ধ হয়, তাহার যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন হয়, তদ্ধিতান্ত শব্দ সকলেরও সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি ও সেই বচন হইয়া থাকে। যেমন — বসিট্ঠস্স অপচ্চং বাসিট্ঠো বাসিট্ঠী, বাসিট্ঠং; এস্থলে অপত্য শব্দটী যদি পুত্র-পৌত্রাদি পুরুষার্থ বাচক হয়, তবে সিদ্ধ পদটীও পুংলিঙ্গে হইবে। যদি দুহিতাদি স্ত্রী অর্থ বাচক হয়, সেই পদটীও স্ত্রীলিঙ্গে হইবে, এবং যদি কুলাদি বাচক হয়, তবে নপুংসক লিঙ্গ হইবে। এইরূপ বিভক্তি ও বচনও দ্রষ্টব্য। সমূহ-ভাবজ্ঞা — সমূহ অর্থে জাত ও ভাবার্থে জাত তদ্ধিতান্ত শব্দ সকল। ভিয়ো — প্রায়, অধিক পরিমাণে। সকত্থে ণো — স্বার্থে ণ্য প্রত্যয়। নপুংসকে ভবন্তি — নপুংসক লিঙ্গে হয়। তাতু — সমূহার্থে তা প্রত্যয়, এখানে 'তু' শব্দ অবধারণার্থে, নিশ্চয়ার্থে। ইত্থিযং ভবতি — স্ত্রীলিঙ্গে হয়। ধাদিত্থংপচ্চযন্তকা — ধ প্রত্যয় হইতে থং প্রত্যয় পর্য্যন্ত তদ্ধিত শব্দগুলি। তে নিপাতা — তাহারা নিপাত। নিপাতত্তা — নিপাত বলিয়া। তে অলিঙ্গা — তাহারা অলিঙ্গ, পুংলিঙ্গাদির কোন লিঙ্গের মধ্যে পরিগণিত নহে।

বঙ্গানুবাদ। তদ্ধিতান্ত শব্দগুলির অর্থানুরূপ লিঙ্গ, বচন, ও বিভক্তি হয়। সমূহ ও ভাবজ্ঞ তদ্ধিত শব্দ সকল এবং স্বার্থে ণ্য প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত শব্দ প্রায় নপুংসক লিঙ্গ। তা প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। ধ প্রত্যয়ান্ত হইতে থং প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত শব্দগুলি নিপাত,

সুতরাং তাহারা অলিঙ্গ। বিকপ্পবিধানতো — 'বাণপ্পচ্চে' এই সূত্রের বিকল্প বিধানানুসারে। তদ্ধিতেন সমাসস্সাচ্চন্তং বাধাযাভাবা — তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিধানানুসারে তদ্ধিতে সমাস করা অনুচিত এইরূপ কোনও বাধা না থাকা হেতু। বাসিট্ঠাপচ্চন্তিপি হোতি — বসিট্ঠস্স অপচ্চং বসিট্ঠাপচ্চং, এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও হইতে পারে।

সামঞ্ঞেভিমতে সদ্দো নিদ্দিস্সতিপুমেনবা,
নপুংসকেন বাপিতি সদ্দসত্থবিদূ বিদুং।

অন্বয়। সামঞ্ঞেভিমতে সদ্দো পুমেন বা নপুংসকেন বা নিদ্দিস্সতি ইতি সদ্দসত্থবিদূ বিদুং।

শব্দার্থ। সামঞ্ঞেভিমতে — সামান্যার্থে বলিবার ইচ্ছায়, কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণভাবে বলিতে ইচ্ছা করিলে। সদ্দো — অর্থবাচক শব্দ। পুমেন — পুংলিঙ্গ দ্বারা। বা — অথবা। নপুংসকেন — নপুংসক লিঙ্গ দ্বারা। নিদ্দিস্সতি — নির্দ্দিষ্ট হয়। ইতি — এই নিয়ম। সদ্দসত্থবিদূ — ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞগণ। বিদুং — জানেন।

বঙ্গানুবাদ। কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণ ভাবে কোনও শব্দ বলিতে গেলে তাহা পুংলিঙ্গে কিংবা নপুংসক লিঙ্গেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এই নিয়ম বৈয়াকরণগণ জানেন।

বা অপচ্চেতি চাধিকারো — পূর্ব্বে উক্ত 'বাণপ্পচ্চে' এই সূত্র হইতে 'বা' এবং 'অপচ্চে' এই শব্দদ্বয়ের সহিত পরবর্ত্তী সূত্রের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সেই শব্দদ্বয়ও পরবর্ত্তী সূত্রের সহিত যোগ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

গাযন-গানাবচ্ছাদিতো।

বচ্ছাদিতো গোত্তগণতো গাযনো গানো চ হোতি॥

পদবিচ্ছেদ। গাযন-গানা, বচ্ছাদিতো, দ্বিপদা।

শব্দার্থ। বচ্ছাদিতো — 'বচ্ছ' শব্দাদির উত্তর। ণায়ন-ণানা — ণায়ন এবং ণান প্রত্যয় হয়। অপচ্চংপপুত্তপ্পভূতি গোত্তং — পুত্র পৌত্রাদি গোত্রের নাম অপত্য।

বঙ্গানুবাদ। 'বচ্ছ' শব্দাদির উত্তর অপত্যার্থে 'ণায়ন' ও 'ণান' প্রত্যয় হয়। যথা — বচ্ছস্স অপচ্চং বচ্ছায়নো, বচ্ছানো বা; কচ্চস্স অপচ্চং কচ্চায়নো, কচ্চানো বা; সংযোগন্তত্তা নবুদ্ধি — 'বচ্ছ' ও 'কচ্চ' শব্দের আদিস্বর সংযোগান্ত বলিয়া বৃদ্ধি হইল না, অর্থাৎ 'বচ্ছ' ও 'কচ্চ' শব্দের 'চ্ছ' ও 'চ্চ' এই সংযুক্ত ব্যঞ্জনদ্বয়কে অন্তে করিয়া পূর্ব্বেস্থিত অকারের বৃদ্ধি হইল না; "সংযোগং অন্তে কত্বা আদিম্হিঠিতো যো, সো সংযোগন্তো, সরো।"

"ণেয্যো কত্তিকাদীহি"তি ণেয্যো।

শব্দার্থ। কত্তিকাদীহি—'কত্তিকা' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর। ণেয্যো — ণেয্যো প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। কত্তিকাদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ণেয্যো' প্রত্যয় হয়। যথা — কত্তিকায অপচ্চং কত্তিকেয্যো, এখানেও সংযোগান্ত বলিয়া আদিস্বরের বৃদ্ধি হইল না। বিনতায অপচ্চং বেনতেয্যো, বিকল্পে বিনতেয্যো।

ণেয্যোতি যোগবিভাগেন—উপরিউক্ত "ণেয্যো বা অপচ্চেকত্তিকাদীহি" এই সাধিকার সূত্রের বিভাগে, অর্থাৎ 'অপচ্চে' শব্দটী বাদ দিয়া অবশিষ্ট "ণেয্যোবা কত্তিকাদীহি" এই অংশের যে অর্থ হয় তদ্বারা। তস্স দীযতে'ত্যত্থেপিণেয্যো' — কত্তিকাদি শব্দের উত্তর তাহাকে দেওয়া হয়', অথবা 'ইহার তিনি উপযুক্ত' এই অর্থে 'ণেয্য' প্রত্যয় হয়। যথা — দক্খিণাদীযতে যস্স সো, অথবা দক্খিণায অরহতি যো, সো দক্খিণেয্যো।

অতো ণি বা॥

অকারন্ততো অপচ্চে ণি বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। অতো, ণি, বা, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। অতো — অকারান্ত শব্দের উত্তর। অপচ্চে — অপত্যার্থে। ণি হোতি — 'ণি' প্রত্যয় হয়। বা — বিকল্পে। পুন বা সদ্দেন — সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে পুন। ণিকো — 'ণিক' প্রত্যয় হয় অকারন্তা অনকারন্তা চ — অকারান্ত এবং অনকারান্ত শব্দের উত্তর। বোপি — 'ব' প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। অকারান্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ণি প্রত্যয় হয়। সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে পুনঃ 'ণিক' প্রত্যয়ও হয় এবং অকারান্ত বা অনকারান্ত শব্দের উত্তর 'ব' প্রত্যয়ও হয়। যথা — দক্খস্স অপচ্চং দক্খি, সক্যপুত্তস্স অপচ্চং সক্যপুত্তিকো, মণ্ডস্স অপচ্চং মণ্ডব্বো, ভাতুনো অপচ্চং ভাতুব্বো।

"ণবোপগ্বাদীহি"তি ণবো।

শব্দার্থ। উপগ্বাদীহি — 'উপগু' আদি শব্দের উত্তর। ণবো — 'ণব' প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। উপগু প্রভৃতি কতকগুলি উকারান্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ণব' প্রত্যয় হয়। যথা — উপগুনো অপচ্চং ওপগবো, স্ত্রীলিঙ্গে ওপগবী, নপুংসকে ওপগবং; মনুনো অপচ্চং মানবো, স্ত্রীলিঙ্গে মানবী, নপুংসক লিঙ্গে মানবং।

"ণেয় বিধবাদিতো"তি ণেয়ো।

শব্দার্থ। বিধবাদিতো — বিধবাদি শব্দের উত্তর। ণেয় — ণেয় প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিধবাদি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ণেয় প্রত্যয় হয়। যথা — বিধবায অপচ্চং বেধবেয়ো, সমণস্স অপচ্চং সামণেয়ো।

"যেন বা সংসট্ঠং তরতি চরতি বহতি ণিকো"তি ণিকো; বাকারেন নেকত্থে নেকপচ্চযা চ।

শব্দার্থ। যেন সংসট্ঠং — যদ্বারা সংসৃষ্ট বা মিশ্রিত। বা — অথবা। যেন তরতি — যদ্বারা পার করে। যেন চরতি — যদ্বারা বিচরণ করে। যেন বহতি — যদ্বারা বহন করে। ণিকো — 'ণিক' প্রত্যয় হয়। বাকারেন — সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে। নেকত্থে — নানা অর্থ। অনেকপচ্চযা — নানা প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। যদ্বারা সংশ্লিষ্ট বা যদ্বারা পার করে বা যদ্বারা বিচরণ করে বা যদ্বারা বহন করে, ইত্যাদি অর্থে 'ণিক' প্রত্যয় হয়। সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে নানা অর্থে নানা প্রত্যয় হয়। যথা — যতেন সংসট্ঠো ঘাতিকো, ওদনো। 'উলুম্পেন তরতি' এই অর্থে ওলুম্পিকো বা উলুম্পিকো পুরিসো। এইরূপ — 'সকটেন চরতি' এই অর্থে সাকটিকো, পুরিসো। সীসেন বহতীতি সীসিকো, এস্থলে আদিস্বরের বৃদ্ধি হইল না।

ইত্থিলিঙ্গতো এয্যকো ণকো চ — স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর 'এয্যক' এবং 'ণক' প্রত্যয় হয়। যথা — চম্পাযং জাতো চম্পেয্যকো, এইরূপ — বারাণসিযং জাতো বারাণসেয্যকো, কুসিনারাযং বসতীতি কোসিনারকো।

জনপদতো ণকো চ — জনপদ শব্দের উত্তর 'ণক' প্রত্যয় হয়। যথা — 'মগধেসু বসতি' 'তেসং ইস্সরো' বা এই অর্থে — মাগধকো 'মগধেসু' এস্থলে জনপদ বাচক শব্দ বলিয়া বহুবচনে প্রয়োগ হইয়াছে। বহু গ্রাম নগরাদির সমবায়ে জনপদ, যথা — কুরু, সক্ক, কোসল, মগধ প্রভৃতি জনপদ বাচক শব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত হয়, ক্বচিৎ এক বচনেও হয়। তজ্জাতিযা বিসিট্ঠত্থে আজানিযো — তায অস্সাদি

জাতিযা, তজ্জাতীয় বল বিক্রমাদি বিশিষ্টার্থে 'আজানিয' প্রত্যয় হয়। যথা :— অস্‌স জাতিযা বিসট্‌ঠো অস্‌সাজানিযো। এইরূপ পুরিস জানিযো। ঞো — জ্ঞেয়ার্থে ঞ প্রত্যয় হয়। যথা — অগ্‌গন্থি জানিতব্বং অগগঞ্‌ঞং, এস্থলে "পরদ্বেভাবোঠানে" এই সূত্র দ্বারা 'ঞ' এর দ্বিত্ব হইয়াছে।

তমধীতে তেনকতাদি সন্নিধান নিযোগসিপ্পভণ্ড জীবিকথেসু চ।

তং অধীতে ইচ্চাদিম্হথেসু, আদিসদ্দেন হতাদীসু চ ণিকো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। তমধীতে, তেনকতাদি, সন্নিধান-নিযোগ-সিপ্প-ভণ্ড-জীবিকথেসু, চ, চতুষ্পদী সূত্র।

শব্দার্থ। তমধীতে — 'তাহা জানে যে', 'তাহা অধ্যয়ন করে যে', এই দুই অর্থে। তেনকতাদি — তদ্দ্বারা কিম্বা তৎকর্ত্তৃক কৃত ইত্যাদি অর্থে। সন্নিধান নিযোগ-সিপ্প-ভণ্ড-জীবিকথেসু — সন্নিধান, নিয়োগ শিল্প, ভাণ্ড, এবং জীবিকাদি অর্থে। আদিসদ্দেন — "তেনকতা'দি" এই 'আদি' শব্দের যোগে। হতাদীসু — তদ্দ্বারা হত ইত্যাদি অর্থে। ণিকো — ণিক প্রত্যয় হয়। বা — বিকল্পে।

বঙ্গানুবাদ। তাহা জানে যে তাহা অধ্যয়ন করে যে, এই দুই অর্থে, তদ্দ্বারা কৃত ইত্যাদি অর্থে; এবং সন্নিধান, নিয়োগ, শিল্প, ভাণ্ড ও জীবিকা অর্থে শব্দের উত্তর 'ণিক' প্রত্যয় হয়, বিকল্পে। 'অভিধম্মং অধীতে' এই বাক্যে অভিধর্ম্ম শব্দের উত্তর অভিধর্ম্ম জানে বা অধ্যয়ন করে এই অর্থে ণিক প্রত্যয় করিলে আভিধম্মিকো বা অভিধম্মিকো। 'বচসা কতং কম্মং' এই বাক্যে 'বচ' শব্দের উত্তর বাক্য দ্বারা কৃতকর্ম্ম এই অর্থে ণিক প্রত্যয় করিলে বাচসিকং, এইরূপ

মনসা কতকম্মং মানসিকং, ইত্যাদি স্থলে সকার আগম হইয়াছে। "সসরেবাগমো"তীহানুবত্তিতাদি সদ্দেন সাগমো, এখানে "মনোগণাদিতোস্মিন্নানমিঅা" এই সূত্র হইতে 'মনোগণাদিতো' এই অংশটুকু লইয়া 'সসরেবাগমো' এই সূত্রের সহিত যোগ করিলে 'মনোগণাদিতো সসরেবাগমো' এই সূত্র উৎপন্ন হইল; তদনুসারে প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, মনোগণাদি শব্দের উত্তর সকার আগম হয় বিকল্পে। যথা — 'মনসা কতং কম্মং' এই বাক্যে 'মন' শব্দের উত্তর 'ণিক' প্রত্যয় করিলে 'ণিক' এর ণ কার লুপ্ত হইয়া 'ইক' থাকে, এবং ইকের ই পরে থাকাতে 'মন' শব্দের উত্তর সকার আগম হইয়া 'মানসিক' এই পদ সিদ্ধ হইল, নপুংসকে 'মানসিকং'। সরীরে সন্নিধানা বেদনা সারীরিকা।

"মাযুনমাগমোঠানে"ত বকারতো পূব্বে ওকারাগমো।

শব্দার্থ। যূনং — অসংযোগান্ত আদি ই এবং উ বর্ণের, ই চ উ = যু. তেসং যূনং। মা — বৃদ্ধি হয় না, নিষেধার্থে 'মা' শব্দ। ঠানে — অনুরূপ স্থানে। আগমো — আগম হয়। বকারতো পূব্বে — বকারের পূর্ব্বে। ওকারাগমো — ওকার আগম হয়।

বঙ্গানুবাদ। অসংযোগান্ত আদি ই বর্ণ এবং উবর্ণের বৃদ্ধি হয় না। অনুরূপ স্থানে তাহাদের বৃদ্ধি প্রাপ্ত এ এবং ও কার আগম হয়। যথা — দ্বারে নিযুত্তো দোবারিকো, এখানে 'দ্বার' শব্দটীর মূল প্রকৃতি 'দু আর', এই 'দু আর' শব্দের উত্তর ণিক প্রত্যয় করিলে 'বমোদুদন্তানং' এই সূত্রানুসারে আকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব দুকারের অন্ত্য উ কারের ব কার আদেশ হইয়াছে, এই সূত্রানুসারে ব কারের পূর্ব্বে ওকার আগম হইয়া দোবারিকো' পদ সিদ্ধ হইল।

সিপ্পন্তি গীতাদি কলা — শিল্প অর্থে গীতাদি কলা শিল্প। বীণা অস্স সিপ্পং ইতি বেণিকো, বীণাবাদকো। অত্র বীণেতি বীণাবাদনং

— এস্থলে বীণা অর্থে বীণা বাদন। গন্ধো অস্স ভণ্ডং ইতি গন্ধিকো, এখানে 'ন্ধ' এই সংযোগের পূর্ব্বে বলিয়া আদি স্বরের বৃদ্ধি হইল না। মগে হন্তা জীবতীতি মাগবিকো, এখানে জীবিকার্থে। বকারাগমো — "যবমদনতরলাচাগমা" এই সূত্রানুসারে এখানে বকার আগম হইয়াছে। জালেন হতোতি জালিকো, মচ্ছো ; জালেন মচ্ছে হনতীতি বা জালিকো, কেবট্টো, এখানে সূত্রের আদি শব্দের যোগে হতা'দ অর্থে উদাহরণ। সুত্তেন বদ্ধোতি সুত্তিকো, এখানেও আদি স্বরের বৃদ্ধি হইল না। চাপো অস্স আয়ুধোতি চাপিকো, বাতো অস্স আবাধো অথীতি বাতিকো। এইরূপ অন্যত্র ও দ্রষ্টব্য।

ণরাগাতেনরত্তং তস্সেদমঞ্ঞত্থেসু চ।
তেন রত্তং'ত্যাদ্যত্থেসু ণো বা হোতি।

পদবিচ্ছেদ। ণ, রাগা, তেন, রত্তং, তস্স, ইদং, অঞ্ঞত্থেসু, চ, অষ্টপদী সূত্র।

শব্দার্থ। রাগা — রাগবাচক শব্দের উত্তর। তেন রত্তং — তদ্দ্বারা রক্ত বা রঞ্জিত এই অর্থে। তস্স ইদং — তাহার ইহা এই অর্থে। অঞ্ঞত্থেসু চ — অন্যান্য অর্থেও। ণ — ণ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। রাগ অর্থাৎ রঞ্জনবাচক শব্দের উত্তর তদ্দ্বারা ইহা রক্ত বা রঞ্জিত এই অর্থে, এবং তাহার ইহা ইত্যাদি অর্থে ণ প্রত্যয় হয় বিকল্পে। যথা কসাবেন রত্তং কাসাবং, বত্থং। নীলেন রত্তং নীলং, পীতেন রত্তং পীতং, ইত্যাদি স্থলে "ন বুদ্ধি নীলপীতাদো" এই সূত্রানুসারে নীল পীতাদি শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় না। মহিসস্স ইদং মাহিসং, সিঙ্গং, এখানে তাহার ইহা এই অর্থে।

অযুবণ্ণানং চাদো — "অযুবণ্ণানং চাযোবুদ্ধি" এই সূত্রে। পুনবুদ্ধিগ্রহণেন উত্তরপদস্স বুদ্ধি — "বুদ্ধাদি সরস্স বা সংযোগন্তস্স সণে চ"

এই সূত্রে প্রযুক্ত 'বুদ্ধি' শব্দটী "অযুবণ্ণানং চাযোবুদ্ধি" এই সূত্রের অনুগমন করা সত্ত্বেও পুনর্বার তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থান্তর কিম্বা অন্য কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সূত্রে অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, নতুবা অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগের কোন কারণ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা বঝা যাইতেছে — পুনঃ 'বুদ্ধি' শব্দের যোগে উত্তর পদেরও কচিৎ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন — রাজ-পুরিসস্স ইদং রাজ-পোরিসং এখানে রঞ্ঞো পুরিসো রাজ-পুরিসো, এই সমাসে 'রঞ্ঞো' এইটী পূর্ব্বপদ, এবং 'পুরিসো' এইটী উত্তরপদ, উত্তর পদের আদি পকারস্থ উকারের বৃদ্ধি হইয়াছে।

'মগধেহি আগতো' ইত্যাদি অর্থে 'মগধ' শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় করিলে 'মাগধো'। 'কত্তিকাদীহি যুত্তো' অথবা 'কত্তিকানক্খত্তাদীহি যুত্তো' কত্তিকো, মাসো। কত্তিকা সদ্দো সক্কত্তগন্তেসু বহুবচনেন বোহরীযতি নক্খত্তানং বাহুল্লা। তথা মাগসিরেন নক্খত্তেন যুত্তো মাসো মাগসিরো, পুস্সেন পুস্সো মাসো, মঘায মাঘো, ফগ্গুনিয়া ফগ্গুনো, চিত্তায চিত্তো, বিসাখায বেসাখো জেট্ঠায জেট্ঠো, উত্তরা সাল্হায আসালহো, আসাল্হী বা, সবণেন সাবণো সাবণী বা পোট্ঠ পদেন পোট্ঠপদো, অস্সযুজেন যুত্তো অস্সযুজো মাসো, এত্থ হি নক্খত্তনামেন মাসা জানিতব্বা। বুদ্ধো অস্স দেবতাতি বুদ্ধো, সাবকো, এখানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনদ্বয়ের পূর্ব্বে থাকাতে আদি স্বর উকারের বৃদ্ধি হইল না।

ব্যাকরণং অবেচ্চ অধীতে — ব্যাকরণ ভালরূপে অধ্যয়ন করে বা জানে এই অর্থে ণ প্রত্যয় করিলে বেয্যাকরণো, এস্থলে ব্যাকরণং' এই শব্দের মূল প্রকৃতি — 'বি আকরণং, 'ইবণ্ণোযন্নবা' সূত্রানুসারে আকার পরে থাকাতে পূর্ব্ব ইকার স্থানে যকারাদেশ করিয়া 'মায়ূনমাগমো ঠানে' এই সূত্রানুসারে যকারের পূর্ব্বে একার আগম করতঃ 'পরদ্বে-

ভাবো ঠানে' সূত্রানুসারে দ্বিত্ব করিলে 'বেয্যাকরণো' পদ সিদ্ধ হইল। সগরেহি নিব্বত্তা সাগরো, এত্থ সগরেহি'তি সগরনামেহি খত্তিযেহি, নিব্বত্তোতি কতো নিপ্ফাদিতো।

জাতাদীনমিমিযাচ।

জাতাদীসু ইমো ইযো চ হোতি চ সদ্দেনকিযোচ।

পদবিচ্ছেদ। জাতাদীনং, ইমিযা, চ, ত্রিপদী।

শব্দার্থ। জাতাদীনং — 'জাত' শব্দাদির অর্থে। ইমিযা — ইম এবং ইয প্রত্যয় হয়। চ সদ্দেন কিযো চ — সূত্রের 'চ' শব্দের যোগে 'কিয' প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। জাতাদি অর্থে শব্দের উত্তর ইম এবং ইয প্রত্যয় হয়। সূত্রের চকার যোগে কিয প্রত্যয়ও হয়। যথা — পচ্ছা জাতো পচ্ছিমো, মনুস্স জাতিযা জাতো মনুস্সজাতিযো, ইত্যাদি।

"তদস্সট্ঠানমীযোচে"তি ঈযো, চকারেন হিতাত্থেপি।

শব্দার্থ। তং অস্স ঠানং — তাহা ইহার স্থান বা কারণ এই অর্থে। ঈযো — ঈয প্রত্যয় হয়। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। হিতাত্থেপি — হিতাদি অর্থেও।

বঙ্গানুবাদ। তাহা ইহার কারণ এই অর্থে শব্দের উত্তর ঈয প্রত্যয় হয়। সূত্রের চকার যোগে হিতাদি অর্থেও ঈয প্রত্যয় হয়। যথা — বন্ধনস্স ঠানং কারণং বন্ধনীযং, চক্খুমনস্স হিতং চক্খুমনীযং।

"আলুতব্বহুলে"তি আলু।

শব্দার্থ। তব্বহুলে — তাহার বহুল এই অর্থে। আলু — আলু প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। তাহার বহুল এই অর্থে শব্দের উত্তর আলু প্রত্যয়

হয়। যথা — অভিজ্ঝা অস্স বহুলা এই অর্থে আলু প্রত্যয় করিয়া অভিজ্ঝালু, এইরূপ সীতালু, সদ্ধালু ইত্যাদি।

বিসেসে তরতমিস্সিকিযিট্ঠা।

অতিসযত্থে তরাদযো হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। বিসেসে, তরতমিসসিকিযট্ঠা. দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। বিসেসে — বিশেষার্থে বা অতিশয়ার্থে। তরতমিস্সিকিযিট্ঠা — তর, তম ইস্সিক, ইয ও ইট্ঠ প্রত্যয় হয়; তরো চ তমো চ ইস্সিকোচ ইযো চ ইট্ঠো চ তরতমিস্সকিযিট্ঠা

বঙ্গানুবাদ। অতিশয়ার্থ শব্দের উত্তর তর, তম, ইস্সিক, ইয, এবং ইট্ঠ প্রত্যয় হয়। যথা — অযমেতেসং অতিসযেন পাপোতি পাপতরো, এইরূপ পাপতমো, পাপিস্সিকো, পাপিযো এবং পাপিট্ঠো। এ স্থলে অতিশয়ার্থে পাঁচটী প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ দুয়ের মধ্যে একের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা বুঝাইলে তর প্রত্যয় এবং বহুলের মধ্যে বুঝাইলে তম প্রত্যয় হয়। ইস্সিক, ইয, এবং ইট্ঠ এই তিনটী প্রত্যয়ও তম প্রত্যয় সদৃশ বহুর মধ্যে। 'পাপ' শব্দের উত্তর ইট্ঠ প্রত্যয় করিয়া পাপিট্ঠা শব্দ সিদ্ধ করিয়া পুনঃ তদুত্তর তর, তম প্রত্যয় দ্বারা পাপিট্ঠতরো, পাপিট্ঠতমো হয়।

"বুদ্ধস্স জো ইযিট্ঠেসু"ত বুদ্ধস্স জাদেসে।

শব্দার্থ। ইযিট্ঠেসু — ইয এবং ইট্ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইযো চ ইট্ঠো চ ইযিট্ঠা, তেসু ইযিট্ঠেসু। বুদ্ধস্স (বুড্ঢস্স) — বুদ্ধ শব্দের স্থানে। জো — জকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ ইয এবং ইট্ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে বুদ্ধ শব্দের স্থানে জ আদেশ হয়। জ আদেশ হইলে; "সরলোপাদো পকতিগ্গহণেন" অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত "সরলোপমাদেস পচ্চযাদিম্হি সরলোপেতু পকতি"

এই সূত্রে পৃথক প্রযুক্ত 'পকতি' শব্দের যোগে 'পকত্যভাবা' অর্থাৎ প্রকৃতির অভাবে বা প্রকৃত স্বরূপ না হইলে, "ক্বচাসবঞ্চলুত্তে" এই সূত্রানুসারে অসবর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ভাবার্থ। ইয এবং ইট্‌ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'বুড্ঢ' শব্দের স্থানে জ কার আদেশ হয়। তৎপর "সরলোপোমাদেসপচ্চযাদিমহি সরলোপেতু পকতি" এই সূত্রানুসারে এখানে ইয এবং ইট্‌ঠ প্রত্যয়ের ইকার পরে থাকাতে জ কারের অন্ত্য অকার লুপ্ত হয়। পুনঃ সেই সূত্রের 'পকতি' শব্দের যোগে পরস্বর ই কারের প্রকৃত রূপ না হইয়া "ক্বচাসবঞ্চলুত্তে" এই সূত্রানুসারে অসবর্ণ অর্থাৎ একার হয়। যেমন — অযমেতেসং অতিসযেন বুদ্ধো এই বাক্যে 'বুদ্ধ' শব্দের উত্তর 'ইয' প্রত্যয় করিলে জেয্যো, 'ইট্‌ঠ' প্রত্যয় করিলে জেট্‌ঠো।

"পসত্থস্‌স সোচ"

শব্দার্থ। পসত্থস্‌স—'পসত্থ' শব্দের স্থানে। সো—সকারাদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। ইয এবং ইট্‌ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'পসত্থ' শব্দের স্থানে স কার আদেশ হয়। স কার আদেশ হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে "অযমেতেসং অতিসযেন পসত্থো" এই বাক্যে 'পসত্থ' শব্দের উত্তর অতিশয়ার্থে ইয প্রত্যয় করিলে সেয্যো, ইট্‌ঠ প্রত্যয় করিলে সেট্‌ঠো।

"তদস্‌সাত্থীতি বী চে" তি বী।

শব্দার্থ। তং অস্‌স অত্থি — তাহা আছে ইহার, বা তাহার ইহা আছে এই অর্থে। বী — বী প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। মেধা, মাযা প্রভৃতি আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে বী প্রত্যয় হয়। যথা — মেধা অস্‌স অত্থীতি মেধাবী, মাযা অস্‌স অত্থীতি মাযাবী। পুনঃতদুত্তর ইনী প্রত্যয় করিলে মেধাবিনী, মাযাবিনী।

"তপাদিতো সী" তি সী।

শব্দার্থ। তপাদিতো—তপাদি শব্দের উত্তর। সী — সী প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। তপাদি শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে সী প্রত্যয় হয়। যথা — তপং অস্স অত্থী তি তপস্সী, "পরদ্বেভাবোঠানে" এই সূত্রানুসারে দ্বিত্ব হইয়াছে। এইরূপ — মনস্সী, তেজস্সী যসস্সী, ইত্যাদি।

"দণ্ডাদিতো ইক ঈ" তি ইকো ঈ চ।

শব্দার্থ। দণ্ডাদিতো — দণ্ডাদি শব্দের উত্তর। ইক ঈ — ইক এবং ঈ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। দণ্ডাদি শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে ইক এবং ঈ প্রত্যয় হয়। যথা — দণ্ডো অস্স অত্থীতি দণ্ডিকো, দণ্ডী বা; স্ত্রীলিঙ্গে ইনী প্রত্যয় করিলে দণ্ডিনী; এইরূপ — হত্থং অস্স অত্থীতি হত্থী, ইনী — হত্থিনী, ছত্তং অস্স অত্থীত ছত্তিকো, ছত্তী বা, মালী, বম্মী, ইত্যাদি।

"গুণাদিতো বন্তু" তি বন্তু।

বঙ্গানুবাদ। গুণাদি শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে 'বন্তু' প্রত্যয় হয়। যথা — গুণো অস্স অত্থীতি গুণবন্তু, পুংলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে গুণবা, স্ত্রীলিঙ্গে গুণবতী, নপুংসক লিঙ্গে গুণবং, পঞ্ঞা অস্স অত্থীত পঞ্ঞবা, এস্থলে "যদাদিনারস্সো" অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'পঞ্ঞা' শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইয়াছে।

"সত্যাদীহি মন্তু" তি মন্তু।

বঙ্গানুবাদ। সতি ইত্যাদি শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে 'মন্তু' প্রত্যয় হয়। যথা :— সতি অস্স অত্থীতি সতিমন্তু,

পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে সতিমা, স্ত্রীলিঙ্গে সতিমতী, নপুংসক লিঙ্গে সতিমং, এইরূপ — ভানুমা ইত্যাদি।

"আযস্ সুকারস্ সমন্তুম্হি"তি উস্স অস্।

শব্দার্থ। মন্তুম্হি — মন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে। আযুস্স উকারো— আয়ু শব্দের উকার। অস্ — অস্ আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। মন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে আয়ু শব্দের অন্ত্য উকার স্থানে অস্ আদেশ হয় অস্ত্যর্থে। যথা — আয়ু অস্স অত্থীতি আযস্মন্ত, পুংলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে আযস্মা।

"সদ্ধাদিতোণ" ইতি ণো।

বঙ্গানুবাদ। সদ্ধা ইত্যাদি শব্দের উত্তর তাহা ইহার আছে এই অর্থে ণ প্রত্যয় হয়। যথা — সদ্ধা অস্স অত্থীতি সদ্ধো, পঞ্ঞা অস্স অত্থীতি পঞ্ঞো, সাত অস্স অত্থীতি সতো।

"তপ্পকতিবচনে ময়ো" তি ময়ো।

শব্দার্থ। তপ্পকাত বচনে — তৎপ্রকৃতি বচনে, অর্থাৎ বিকার, ব্যাপ্ত, সংসর্গ, উৎপত্ত্যাদি অর্থে, তস্স পকতি তপ্পকতি, তপ্পকতিয়া বচনং তপ্পকতি বচনং, তস্মিং তপ্পকতি বচনে। ময়ো — ময় প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিকার, ব্যাপ্তি, সংসর্গ, উৎপত্ত্যাদি অর্থে শব্দের উত্তর 'ময়' প্রত্যয় হয়। যথা — সুবণ্ণেন পকতং সোবণ্ণময়ং, এখানে "যদাদিনা বুদ্ধি" অর্থাৎ "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে আদি সকারের উকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ উ কার স্থানে ওকার হইয়াছে। বিকল্পে — সুবণ্ণময়ং, মত্তিকায় পকতং মত্তিকাময়ং ভাজনং ইত্যাদি স্থলে বিকারার্থে হইয়াছে। ব্যাপ্তি অর্থে — গগনে ব্যত্তং গগনময়ং, উদকে ব্যত্তং উদকময়ং। সংসর্গার্থে — পাপেন সংসট্ঠং পাপময়ং সরীরং। উৎপত্তি অর্থে — গোহিনিব্বত্তং গোময়ং করীসং।

এ তে সমোলোপে।

বিভত্তিলোপে মনাদিনমন্তস্স ও হোতি।

পদবিচ্ছেদ। এতেসং, ও, লোপে, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। লোপে — বিভক্তির লোপ হইলে। এতেসং — ইহাদের, অর্থাৎ মনগণাদি শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে। ও হোতি — ও কারাদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। বিভক্তি লুপ্ত হইলে মন, তেজ প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে ওকারাদেশ হয়। যথা — মনসা পকতং মনোমযং কম্মং, এইরূপ অন্যত্রও দ্রষ্টব্য।

"দ্বিতীহি তিযো"তি তিযো।

শব্দার্থ। দ্বিতীহি — দ্বি এবং তি শব্দের উত্তর। তিযো — 'তিয' প্রত্যয় হয়। সংখ্যাপূরণেত্যধিকারো। "সঙ্খ্যাপূরণেমো" এই সূত্রের "সঙ্খ্যাপূরণে" এই পদের সহিত পরবর্ত্তী সূত্র সমূহের সম্বন্ধ রহিয়াছে। তজ্জন্য তাহা প্রত্যেক সূত্রের সহিত যোগ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক 'দ্বি' এবং 'তি' শব্দের উত্তর পূরণার্থে 'তিয' প্রত্যয় হয়।

"তিযেদুতাপিচে"তি দ্বিতীনং দুতা।

শব্দার্থ। তিযে — 'তিয' প্রত্যয় পরে থাকিলে। দ্বিতীনং — দ্বি এবং তি শব্দের স্থানে। দুতা — দু এবং ত কারাদেশ হয়। দু চ তো চ দুতা।

বঙ্গানুবাদ। 'তিয' প্রত্যয় পরে থাকিলে দ্বি এবং তি শব্দের স্থানে ক্রমে দু এবং ত কারাদেশ হয়। যথা — দ্বিন্নং পূরণো দুতিযো, তিন্নং পূরণো ততিযো।

"চতুচ্ছেহি থঠা"তি থঠা।

শব্দার্থ। চতুচ্ছেহি — 'চতু' এবং 'ছ' শব্দের উত্তর; চতু চ ছো চ

চতু-চ্ছা, তেহি চতুচ্ছেহি। থ-ঠা — 'থ' এবং 'ঠ' প্রত্যয় হয়, থো চ ঠো চ থ-ঠা।

বঙ্গানুবাদ। সঙ্খ্যাবাচক 'চতু' এবং 'ছ' শব্দের উত্তর পূরণার্থে ক্রমে থ এবং ঠ প্রত্যয় হয়। যথা — চতুন্নং পূরণো চতুত্থো, ছন্নং পূরণো ছট্টো; পুনঃ 'ছটঠ' শব্দের উত্তর স্বার্থে ম প্রত্যয় করিলে ছট্ঠো এব ছট্ঠমো, এস্থলে নিপাতনে সিদ্ধ, "যদনুপপন্না নিপাতনা সিদ্ধান্তি" এই সূত্রানুসারে।

তেসমড্ঢুপপদেনড্ঢুড্ঢদিবড্ঢদিযড্ঢাড্ঢতিযা।

চতুত্থ-দুতিয-তাতিযানং অড্ঢুপপদেন সহ অড্ঢুড্ঢদিবড্ঢদিযড্ঢাড্ঢতিযা হোন্তি।

পদবিচ্ছেদ। তেসং, অড্ঢুপপদেন, অড্ঢুড্ঢদিবড্ঢদিযড্ঢাড্ঢতিযা ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। তেসং — উপরি উক্ত সঙ্খ্যাবাচক চতুত্থ, দুতিয, এবং ততিয শব্দের স্থানে। অড্ঢুপপদেন — 'অড্ঢ' এই উপপদের সহিত, 'অড্ঢ' শব্দের অর্থ অর্দ্ধ।

অড্ঢুড্ঢদিবড্ঢদিবড্ঢাড্ঢতিযা হোন্তি — অড্ঢুড্ঢ, দিবড্ঢ, বা দিবড্ঢ, এবং অড্ঢতিয আদেশ হয়: দিবড্ঢো চ দিযড্ঢো চ দিবড্ঢ-দিযড্ঢং, অড্ঢুড্ঢো চ দিবড্ঢ-দিযড্ঢং চ অড্ঢতিযো চ অড্ঢুড্ঢ-দিবড্ঢ-দিযড্ঢাড্ঢতিযা।

বঙ্গানুবাদ। 'অড্ঢ' এই উপ পদের সহিত চতুত্থ, দুতিয, এবং ততিয শব্দের স্থানে যথাক্রমে অড্ঢুড্ঢ, দিবড্ঢ বা দিযড্ঢ, এবং অড্ঢতিয আদেশ হয়। যথা — অড্ঢেন চতুত্থো অড্ঢুড্ঢো অর্থাৎ সাড়ে তিন, অড্ঢেন দুতিযো দিবড্ঢো দিযড্ঢো বা অর্থাৎ দেড়, অড্ঢেন ততিযো অড্ঢতিযো অর্থাৎ আড়াই।

"সংখ্যাপূরণে মো"তি মো।

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চাদি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে ম প্রত্যয় হয়। যথা — পঞ্চন্নং পূরণো পঞ্চমো, স্ত্রীলিঙ্গে পঞ্চন্নং পূরণী পঞ্চমী।

দ্বেকট্‌ঠানমাকারো বা।

সংখ্যানে উত্তর পদে দ্বি এক অট্‌ঠ ইচ্চেতেসমন্ত-ন্স আ হোতি।

পদবিচ্ছেদ। দ্বেকট্‌ঠানং, আকারো, বা, ত্রিপদীসূত্র।

শব্দার্থ। সংখ্যানে উত্তর পদে — উত্তর পদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে। দ্বেকট্‌ঠানং — দ্বি, এক, ও অট্‌ঠ শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে। বা — বিকল্পে। আকারো হোতি — আকার আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। উত্তর পদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে পূর্ব্ব পদের দ্বি, এক, ও অট্‌ঠ শব্দের অন্ত্যস্বরের স্থানে আকার আদেশ হয় বিকল্পে। যথা — একো চ দস চ একাদস। পঞ্চীব — 'একাদস' শব্দের বিভক্তি বচনাদি 'পঞ্চ' শব্দের ন্যায়। দ্বি চ দস চ দ্বাদস, অথবা দ্বীহি অধিকা দস দ্বাদস।

ষদাদিনাতিস্‌সতে আদেসে—"যদনুপপন্না নিপাতনাসিজ্‌ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'তি' শব্দের স্থানে তে' আদেশ হইলে।

"একাদিতো দস র সংখ্যানে"তি দস সদ্দস্‌স রো।

শব্দার্থ। একাদিতো — এক, দ্বি আদি শব্দের উত্তর। দসর — 'দস' শব্দের দকার স্থানে রকার আদেশ হয়। সংখ্যানে — সংখ্যা-গণনে।

বঙ্গানুবাদ। এক, দ্বি, তি প্রভৃতি শব্দের উত্তর সংখ্যা গণনার্থে 'দস' শব্দের দকার স্থানে রকার আদেশ হয়। যথা —তি চ দস চ তেরস, অথবা তীহি অধিকা দস তেরস।

"চতূপপদস্স লোপোতুত্তর পদাদিচস্সচুচোপিনবা"তি চতুসদ্দে তুস্স লোপো চস্স চু চ।

শব্দার্থ। চতূপপদস্স তুস্স — 'চতু' এই উপপদের তুকারের। লোপো — লোপ হয়। উত্তরপদাদিচস্স — উত্তর পদের আদিতে বা পূর্ব্বেস্থিত চকারের, অর্থাৎ উত্তর পদের পূর্ব্বস্থ 'চতু' এই উপপদের আদ্য চকারের; উত্তরংচ তং পদঞ্চেতি উত্তরপদং, উত্তরপদস্স আদি উত্তরপদাদি, উত্তরপদাদিস্সচো উত্তরপদাদিচো, তস্স উত্তরপদাদিচস্স। চুচোপি — 'চু' ও 'চো' আদেশ হয়। নবা — ক্বচিৎ।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক 'দস' শব্দের আদিস্থ 'চতু' এই উপপদের তুকারের লোপ হয়, এবং চকারের স্থানে ক্বচিৎ চু এবং চোকারাদেশ হয়। যথা — চতু চ দস চ চুদ্দস বা চোদ্দস, পক্ষে — চতু চ দস চ চতুদ্দস, অথবা চতূহি অধিকা দস চতুদ্দস।

"দসেসো নিচ্চংচে"তি ছস্স সো আদেসে।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক 'দস' শব্দ পরে থাকিলে 'ছ' এই উপপদের স্থানে নিত্য 'সো' আদেশ হয়।

"লদরানং"তি দস সদ্দে দস্স লো।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক 'দস' শব্দের দকার স্থানে লকার আদেশ হয়। যথা — ছ চ দস চ সোলস, পক্ষে সোরস; অট্ঠ চ দস চ অট্ঠারস।

"বীসতিদসেসু বা দ্বিস্স তু"তি দ্বিস্স বা।

শব্দার্থ। বীসতিদসেসু — বীসতি ও দস শব্দ পরে থাকিলে। দ্বিস্সবা—'দ্বি' শব্দের স্থানে 'বা' আদেশ হয়।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক বীসতি ও দস শব্দ পরে থাকিলে 'দ্বি' এই উপপদের স্থানে 'বা' আদেশ হয়। যথা — দ্বি চ বীসতি চ

বাবীসতি, দ্বি চ দস চ বারস। 'একাদসন্নং পূরণে' এই বাক্যে 'একাদস' শব্দের উত্তর পূরণ অর্থে 'ম' প্রত্যয় করিলে একাদসমো।

"একাদিতো দসস্সী"তি ইত্থিযং ঈ।

শব্দার্থ। একাদিতো — সংখ্যাবাচক 'এক' শব্দাদির উত্তর। দসস্স ঈ — 'দস' শব্দের অন্তে ঈ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। সংখ্যাবাচক 'এক' শব্দাদির উত্তর পূরণ অর্থে দস' শব্দের অন্তে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয় হয়। যথা — একাদসন্নং পূরণী একাদসী, এইরূপ দ্বাদসী, তেরসী বা তেলসী, চাতুদ্দসী ইত্যাদি।

"দ্বাদিতো কো নেকত্থে চে"তি কো।

শব্দার্থ। দ্বাদিতো — দ্বি, তি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর। অনেকত্থে — অনেক অর্থে, বিবিধ অর্থে। কো — ক প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। দ্বি, তি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় হয় অনেক অর্থে। যথা — "দ্বে পরিমাণানি অস্স" এই বাক্যে দ্বি শব্দের উত্তর পরিমাণ অর্থে ক প্রত্যয় করিলে দ্বিকং, এইরূপ তিকং, চতুক্কং ইত্যাদি।

"সমুহত্থে কণ্ণাচে"তি কণ চ ণো চ।

বঙ্গানুবাদ। সমূহ অর্থে শব্দের উত্তর কণ্ ও ণ প্রত্যয় হয়। যথা — "মনুস্সানং সমুহো" এই বাক্যে 'মনুস্স' শব্দের উত্তর কণ্ প্রত্যয় করিলে মানুস্সকো, ণ প্রত্যয় করিলে মানুস্সো।

"ঝলানমিযুবা সরে বা"তি ইহ বাকারেন ইস্স অযাদেসে।

শব্দার্থ। ইহ — এই সূত্রে। বাকারেন — বা শব্দের যোগে। ইস্স — ইকারের স্থানে। অযাদেসে — অয় আদেশ করিলে।

বঙ্গানুবাদ। এই সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে দ্বি ও তি শব্দের ইকার স্থানে 'অয়' আদেশ করিলে 'দ্বিন্নং সমুহো' এই বাক্যে দ্বি

শব্দের উত্তর সমূহার্থে ণ প্রত্যয় করিলে, দ্বয়ং, এইরূপ—তিন্নং সমূহোতি তয়ং ইত্যাদি।

"গাম-জন-বন্ধু-সহায়াদীহিতা"তি তা।

বঙ্গানুবাদ। গাম, জন, বন্ধু, সহায় ইত্যাদি শব্দের উত্তর সমূহ অর্থে তা' প্রত্যয় হয়। যথা — গামানং সমূহোতি গামতা, জনানং সমূহোতি জনতা, বন্ধূনং সমূহোতি বন্ধুতা ও সহায়ানং সমূহোতি সহায়তা, ইত্যাদি।

ণ্যত্ততা ভাবেতু।

ভাবত্থে ণ্যত্ততা হোন্তি, তুসদ্দেনত্তনো চ। সকত্থাদীসুপি ণ্যো সকত্থে তা চ।

পদবিচ্ছেদ। ণ্যত্ততা, ভাবে, তু, ত্রিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ভাবে — ভাবার্থে। ণ্যত্ততা — ণ্য, ত্ত এবং তা প্রত্যয় হয়। তুসদ্দেন — সূত্রের 'তু' শব্দের যোগে। ত্তনো — 'ত্তন' প্রত্যয় হয়। সকত্থাদীসুপি — স্বার্থ প্রভৃতি অর্থেও। ণ্যো — ণ্য প্রত্যয় হয়। সকত্থেতা চ — স্বার্থে তা প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। ভাবার্থে শব্দের উত্তর ণ্য, ত্ত এবং তা প্রত্যয় হয়। সূত্রের তু শব্দের যোগে ভাবার্থে 'ত্তন' প্রত্যয়ও হয়। স্ব অর্থাদিতেও ণ্য প্রত্যয় হয়, এবং স্বার্থে তা প্রত্যয়ও হয়।

হোন্তাস্মা সদ্দঞ্ঞাণানি ভাবো সো সদ্দবুত্তিযা,
নিমিত্তভূতং নামঞ্চজাতি দব্বংক্রিযা গুণো।

অন্বয়। সদ্দঞ্ঞাণানি হোন্তি ভবন্তি অস্মাতি ভাবো, সো হি ভাবো সদ্দবুত্তযা নিমিত্তভূতং নামং চ জাতি চ দব্বং চ ক্রিযা চ গুণো চ ইতি পঞ্চবিধো ঞেয্যো।

শব্দার্থ। সদ্দ-ঞ্ঞাণানি — শব্দ ও জ্ঞান, সদ্দো চ ঞাণং চ সদ্দ-ঞ্ঞাণানি। হোন্তি — উৎপন্ন হয়। অস্মা — ইহা হইতে। ভাবো —

ভাব নামে কথিত হয়। সোহি ভাবো — সেই ভাব সংজ্ঞা। সদ্দ-বুত্তিযা — শব্দ প্রবর্ত্তির, শব্দোৎপত্তির। নিমিত্তভূতং — হেতুভূত, কারণ স্বরূপ। নামং — নাম, সারিপুত্র, মোদ্গলায়ণ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি নাম, অর্থাৎ লোকের ব্যবহার জন্য কৃতসংকেত। জাতি — মনুষ্য, গো ইত্যাদি জাতি। দব্বং — জল, তণ্ডুল, অগ্নি ইত্যাদি দ্রব্য। ক্রিয়া — গমন, ভোজন, শয়ন, ইত্যাদি ক্রিয়া। গুণো — নীল, পীত, ক্রোধ, দয়া ইত্যাদি গুণ। উক্ত নাম, জাতি, দ্রব্য, ক্রিয়া ও গুণ এই পঞ্চবিধ এখানে ভাব নামে কথিত হইয়াছে। তাহা ভাবার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমূহের উৎপত্তির কারণ বা হেতু। নাম, জাতি আদি পঞ্চবিধ বিশেষ্য পরে কারক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

বঙ্গানুবাদ। যাহা হইতে শব্দ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভাব। তাহা পাঁচ প্রকার:— নাম, জাতি, দ্রব্য, ক্রিয়া ও গুণ। 'চন্দস্স ভাবো' এই বাক্যে 'চন্দ' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ত্ত' প্রত্যয় করিলে চন্দত্তং, ত্ত এবং ণ্য প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি নিত্য নপুংসক লিঙ্গ। ইধ নামবসা চন্দসদ্দো চন্দদব্বে বত্ততে — উক্ত উদাহরণে চন্দ্র শব্দটী নাম বশে চন্দ্রদ্রব্যই-আছে, অর্থাৎ যাহার নাম চন্দ্র তাহা একটী দ্রব্য বিশেষ, তাহাতে চন্দ্র নামটী বিদ্যমান আছে। নিমিত্তসরূপমুগতং ঞাণং — যাহাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানটা উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার নিমিত্ত বা হেতু। নিমিত্তের স্বরূপানুযায়ী জ্ঞানটা হইয়া থাকে। মনুস্সস্স ভাবো মনুস্সত্তং, এখানে মনুষ্য শব্দ দ্বারা মনুষ্য জাতিকে বুঝাইতেছে, তাহা 'মনুস্সত্তং' এই তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উৎপত্তির কারণ। দণ্ডিনো ভাবো দণ্ডিত্তং, এখানে 'যদাদিনা' অর্থাৎ "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'দণ্ডী' শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হইয়াছে। দণ্ডিত্তন্তি দণ্ডদব্বসম্বন্ধা — দণ্ডী বা দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর দণ্ডরূপ দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ হেতু তাহা 'দণ্ডিত্তং' এই তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের

উৎপত্তির কারণ। এইরূপ পাচকস্স ভাবো পাচকত্তং, এখানে পচন বা পাককরণ ক্রিয়ার সহিত পাচকের সম্বন্ধ, তজ্জন্য তাহা 'পাচকত্তং' এই শব্দের উৎপত্তির কারণ। নালস্স ভাবো নীলত্তং, নীলগুণবশে। এইরূপ ণ্য প্রত্যয়াদিতেও যথারূপে দ্রষ্টব্য। ণ্যো — পণ্ডিতাদি শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয় হয়, ভাবার্থে। 'ণ্য' এর ণকার লুপ্ত হয় য থাকে।

অবণ্ণো যে লোপং চ।

যে পরে অবণ্ণো লুপ্যতে, চকারেন ইকারোপি।

পদবিচ্ছেদ। অবণ্ণো, যে, লোপং, চ, চতুষ্পদী।

শব্দার্থ। অবণ্ণো — অকার এবং আকার। লোপং — লোপ প্রাপ্ত হয়। যে পরে — য পরে থাকিলে। চকারেন — সূত্রের চকার যোগে। ইকারোপি — ইকারও লুপ্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ। যকার পরে থাকিলে পূর্ব্ব অকার এবং আকার লুপ্ত হয়। সূত্রের চকার যোগে ইকারও লুপ্ত হয়।

"যবতং তলনদকারানং ব্যঞ্জনানি চলঞ্জকারত্তন্তি যকারযুত্তানং তাদীনং চাদযো, কারগ্গহণেন সকপভমাদিতো পরযকারস্স পুব্বেন সহ ক্বচি পুব্বরূপংচ।

শব্দার্থ। যবতং — যকারবন্ত বা যকার সংযুক্ত; যো এতেসং অত্থীতি যবা, তেসং যবতং যকারবন্তানং। তলনদকারানং — ত, ল, ন এবং দকারের স্থানে, তো চ লো চ নো চ দো চ ত-ল-ন-দা, ত-ল-ন-দা এব কারা ত-ল-ন-দকারা তেসং ত-ল-ন-দকারানং। ব্যঞ্জনানি — ব্যঞ্জনবর্ণসকল। চ-ল-ঞ-জকারত্তং—চ, ল, ঞ, এবং জকার আদেশ হয়; চো চ লো চ ঞো চ জো চ চ-ল-ঞ-জা, চ-ল-ঞ-জা এবকারা চ-ল-ঞ-জকারা তেসং ভাবো চ-ল-ঞ-জকারত্তং। কারগ্গহণেন — সূত্রের 'কার' শব্দের যোগে। সকপভমাদিতো — স, ক, প, ভ, মকারাদির

উত্তর; সো চ কো চ পো চ ভো চ মো চ স-ক-প-ভ-মা, তে আদি যেসং স-ক-প ভ-মাদযো, তেহি স-ক-প ভ-মাদিতো। পর যকারস্স — পরবর্ত্তী প্রত্যয়ের যকারের। পুব্বেন সহ — পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত। ক্বচি — কচিৎ। পুব্বরূপং — পূর্ব্বরূপ হয়, অর্থাৎ স, ক, প, ভ, মকারাদি হয়।

বঙ্গানুবাদ। যকারযুক্ত ত, ল, ন এবং দকার স্থানে ক্রমে চ, ল, ঞ এবং জকারাদেশ হয়। সূত্রের 'কার' শব্দের যোগে স, ক, প, ভ, মকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের উত্তর প্রত্যয়ের যকারের সহিত ক্বচিৎ পূর্ব্ব ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ হয়। পুনঃ "পরদ্বেভাবোঠানে" এই সূত্রানুসারে তাহার দ্বিত্ব হয়। যথা — 'পাণ্ডিতস্স ভাবো' এই বাক্যে 'পণ্ডিত' শব্দের উত্তর ভাবার্থে ণ্য প্রত্যয় করিলে পণ্ডিচ্চং, এখানে 'পণ্ডিত' শব্দের তকার স্থানে চকারাদেশ ও তাহার দ্বিত্ব হইয়াছে। এইরূপ কুসংস্স ভাবো কোসল্লং, সমণস্স ভাবো সামঞ্ঞং, এখানে ণকার স্থানে ঞ হইয়াছে। সুহদস্স ভাবো সোহজ্জং, পুরিসস্স ভাবো পোরিসস্সং, এখানে 'পুরিস' শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয়ের ণকারের লোপ হওয়াতে যকারের সহিত পূর্ব্ব সকার মিলিত হইয়া সকারই হইয়াছে, পরে তাহার দ্বিত্ব। তেমন, নিপাকস্স ভাবো নেপক্কং, সরূপস্স ভাবো সারূপ্পং, উসভস্স ভাবো ওসভ্ভং, উপমায ভাবো ওপম্মং ইত্যাদি।

আত্তং চ।

ই উ ইচ্চেতেসং আ হোতি, রিকারাগমো চ ঠানে।

পদবিচ্ছেদ। আত্তং, চ, দ্বিপদী সূত্র।

শব্দার্থ। ই উ ইচ্চেতেসং — ই এবং উকার স্থানে। আত্তং — আকার আদেশ হয়। ঠানে — অনুরূপ স্থানে, উপযুক্ত কারণ হইলে। রিকারাগমো — রিকার আগম হয়। সণে পরে — সণ অর্থাৎ অনুবন্ধ ণ কারসহ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে।

বঙ্গানুবাদ। অনুবন্ধ ণ কারযুক্ত তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে ই এবং উকার স্থানে আকার আদেশ হয়; অনুরূপ স্থানে ইকার আগমও হয়। যথা, 'ইসিনো ভাবো' এই বাক্যে 'ইসি' শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয় করিলে আরিস্সং, এখানে "সরলোপোমাদেসপচ্চযাদিম্হি সরলোপেতু পকতি" এই সূত্রানুসারে 'ইসি' শব্দের অন্ত্য ই কারের লোপ হইয়াছে। অনন্তর তা প্রত্যয়ান্ত শব্দের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। যথা, মুদুনো ভাবো মুদুতা। এইরূপ অরহন্তস্স ভাবো অরহতা. এস্থলে 'ন্তস্স যদাদিনা লোপো'—অর্থাৎ "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'অরহন্ত' শব্দের 'ন্ত' এর লোপ হইয়াছে। 'পুথুজ্জনস্স ভাবো' এই বাক্যে 'পুথুজ্জন' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ত্তন' প্রত্যয় করিলে পুথুজ্জত্তনং, এইরূপ দেবত্তনং, জাযত্তনং, ইত্যাদি। 'অকিঞ্চনং' শব্দের উত্তর স্বার্থে ণ্য প্রত্যয় করিলে অকিঞ্চনমেব আকিঞ্চঞ্ঞং কুণ্ডনিযা অপচ্চং' এই বাক্যে কুণ্ডনী' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় করিলে কোণ্ডঞ্ঞো. এস্থলে 'বুদ্ধাদো বা কারেন সংযোগন্তস্সাপি বুদ্ধি'— অর্থাৎ "বুদ্ধাদি সরস্স বা সংযোগন্তস্সসনে চ" এই সূত্রানুসারে অসংযোগান্ত আদিস্বরের বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। এখানে সেই সূত্রের 'বা' শব্দের যোগে সংযোগান্ত আদি স্বরের ও বৃদ্ধি হইয়াছে। 'পদ' শব্দের উত্তর হিতার্থে ণ্য প্রত্যয় করিলে পদায হিতং পজ্জং. ধনায়সংবত্তনিকং ধঞ্ঞং. সতিনো সম্ভূতং অথবা সতিযা জাতং এই বাক্যে সতি শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয় করিলে সচ্চং, এখানে "অবণ্ণো যে লোপং চ" এই সূত্রের চ কার যোগে সতি শব্দের অন্ত্য ই কারের লোপ হইয়াছে। দ্বীসু ন বুদ্ধি— কেবল মাত্র দুই অক্ষরে মিলিত শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় না তজ্জন্য উক্ত পজ্জং, ধঞ্ঞং, এবং সচ্চং ইহ দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয় নাই। দেবো এব দেবতা, এখানে 'দেব' শব্দের উত্তর স্বার্থে তা প্রত্যয় হইয়াছে।

"ণ বিসমাদীহি"তি ভাবে গো।

বঙ্গানুবাদ। বিসম প্রভৃতি শব্দের উত্তর ভাবার্থে ণ প্রত্যয় হয়। যথা, বিসমস্স ভাবো বেসমং, উজুনো ভাবো অজ্জবং, এস্থলে 'উস্স আত্তে' অর্থাৎ 'আত্তং চ' এই সূত্রানুসারে 'উজু' শব্দের আদ্য উ কারের স্থানে আকার আদেশ হইলে, পরূকারস্স "যদাদিনা অবো" অর্থাৎ 'উজু' শব্দের অন্ত্য উকারের স্থানে "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে 'অব' আদেশ হইয়াছে। পুনঃ আকারের স্থানেও অকারাদেশ হইয়াছে।

"রমণীযাদিতো কণ্"ইতি কণ্।

বঙ্গানুবাদ। রমণীয, মনুঞ্ঞ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ভাবার্থে কণ প্রত্যয় হয়। যথা রমণীযস্স ভাবো রামণীযকং, মনুঞ্ঞস্স ভাবো মানুঞ্ঞকং। রমণীযাদি শব্দের উত্তর ভাবার্থে ণ্য, ত্ত এবং তা প্রত্যয়ও হয়। যেমন 'রমণীযস্স ভাবো' এই বাক্যে ণ্য প্রত্যয় করিলে রামণেয্যং, ত্ত প্রত্যয় করিলে রমণীযত্তং, তা প্রত্যয় করিলে রমণীযতা; মনুঞ্ঞাদিও এইরূপ দ্রষ্টব্য।

"বিভাগে ধাচে"তি ধা চকারেন সোপ্পচ্চযো চ।

শব্দার্থ। বিভাগে — বিভাগার্থে বা প্রকার অর্থে। ধা — ধা প্রত্যয় হয়। চকারেন — সূত্রের চ কার যোগে। সোপ্পচ্চযো চ — সো প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। একাদি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর বিভাগার্থে ধা প্রত্যয় হয়। সূত্রের চ কার যোগে বিভাগার্থে পদাদি শব্দের উত্তর সো প্রত্যয়ও হয়। যথা, 'একেন বিভাগেন' এই বাক্যে 'এক' শব্দের উত্তর ধা প্রত্যয় করিলে একধা, এইরূপ — দ্বিধা, সতধা ইত্যাদি।

নিপাতত্তা সি লোপো — পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ধা হইতে থং প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি নিপাত পদ, তদ্ধেতু "সব্বাসমাবুসোপসগ্গ নিপাতা-

ধীহিচ" এই সূত্রানুসারে একধা, দ্বিধা ইত্যাদি ধা প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি নিপাত পদ বলিয়া তদুত্তর সি বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'পদবিভাগেন' অথবা 'পদানং বিভাগেন' এই বাক্যে 'পদ' শব্দের উত্তর সো প্রত্যয় করিলে 'পদসো'।

"সব্বনামেহি পকার বচনে তু থা"তি থা, তুকারেন থত্তাচ।

শব্দার্থ। সব্বনামেহি — সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর। পকার বচনে — প্রকারার্থে। থা — থা প্রত্যয় হয়। তুকারেন — সূত্রের 'তু' শব্দের যোগে। থত্তাচ — থত্তা প্রত্যয়ও হয়।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর প্রকারার্থে থা প্রত্যয় হয়। সূত্রের 'তু' শব্দের যোগে থত্তা প্রত্যয়ও হয়। যথা, 'সব্বো পকারো' অথবা 'সব্বেন পকারেন' এই বাক্যে 'সব্ব' শব্দের উত্তর থা প্রত্যয় করিলে সব্বথা, এইরূপ অঞ্ঞথা, অঞ্ঞথত্তা ইত্যাদি।

"কিমিমেহ থং"তি থং।

শব্দার্থ। কিমিমেহি — কিং এবং ইম শব্দের উত্তর। থং — থং প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। কিং ও ইম শব্দের উত্তর প্রকারার্থে থং প্রত্যয় হয়। যথা, কং পকারং' অথবা 'কেন পকারেন' এই বাক্যে কিং শব্দের উত্তর থং প্রত্যয় করিলে কথং কাদেসে — "কিস্স কবে চ" এই সূত্রানুসারে কিং শব্দের স্থানে ক কারাদেশ হইলে তদুত্তর থং প্রত্যয় করিয়া 'কথং'। ই আদেসে — "ইমস্ সথন্দানি হতো ধেস্বচ" এই সূত্রানুসারে ইম শব্দের স্থানে ইকারাদেশ হইলে, তদুত্তর থং প্রত্যয় করিয়া 'ইমং পকারং' অথবা 'ইমিনা পকারেন' ইতি 'ইত্থং'। পন্থি যোগ বিভাগেন থং — "কিমিমেহিথং" এই সূত্রের সহিত 'বহু'

এই পদটিও যোগ করিলে 'কিমিম হুহি থং' এই সূত্রানুসারে 'বহু' শব্দের উত্তর থং প্রত্যয় করিয়া বহুথং।

অমলিনং — পে — ঈপ্পচ্চযো।

শব্দার্থ। অমলিনং মলিনং করোতীত্যাদ্যথে — 'অমলিনকে মলিন করিতেছে' এই অর্থে, অর্থাৎ পূর্ব্বে মলিন ছিলনা পরে মলিন করিতেছে। অভূততব্ভাবে গম্যমানে — অভূততদ্ভাব অর্থে, ভূতাবস্থা হইতে অভুতাবস্থায় পরিবর্ত্তন ভাব বুঝাইলে। অথবা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণামভাব বুঝাইলে। কর-ভূ যোগে সতি — কর ও ভু ধাতুর যোগে কর ও ভু ধাতু নিষ্পন্ন আখ্যাত ও কৃদন্ত শব্দের যোগ থাকিলে। নামতো — অবস্থান্তরপ্রাপ্ত শব্দের উত্তর। যদাদিনা ঈপ্পচ্চযো — "যদনুপপন্না নিপাতনা সিজ্‌ঝন্তি" এই সূত্রানুসারে ঈ প্রত্যয় হয়।

বঙ্গানুবাদ। অভূততদ্ভাব অর্থে, অর্থাৎ অবস্থান্তর ভাব বুঝাইলে, কর ও ভু এই দুই প্রকার ধাতু হইতে নিষ্পন্ন আখ্যাত বা কৃদন্ত শব্দের সংযোগ থাকিলে অবস্থান্তরিত শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। যেমন, 'অমলিনং মলিনং করোতি' এই বাক্যে 'মলিন' শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিলে, 'মলিনী করোতি,' এস্থলে অবস্থান্তরিত 'মলিন' শব্দের পরে 'কর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'করোতি' এই আখ্যাত শব্দটী থাকাতেই 'মলিন' শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিয়া 'মলিনী' এই অব্যয় শব্দ সিদ্ধ হইল। অব্যয় বশতঃ তদুত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে। 'অভস্মনো ভস্মনো করণং' এই বাক্যে 'ভস্ম' শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিলে 'ভস্মী করণং' এস্থলে 'ভস্ম' শব্দের পরে 'কর' ধাতু হইতে ভাবার্থে নিষ্পন্ন 'করণং' এই কৃদন্ত শব্দটা থাকাতেই ভস্ম শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিয়া 'ভস্মী' এই অব্যয় শব্দ সিদ্ধ হইল। অব্যয় বলিয়া তদুত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

উক্ত 'অভস্মনো' ও 'ভস্মনো' এই দুইটী ষষ্ঠ্যন্ত শব্দ; তৎপূর্ব্ব উদাহরণে, 'অমলিনং' ও 'মলিনং' এই দুইটী দ্বিতীয়ন্ত শব্দ। 'অমালনো মলিনো ভবতি' এই বাক্যে 'মলিন' শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় করিয়া 'মলিনী ভবতি' হইয়াছে; এইরূপ 'অমলিনস্স মলিনস্স ভবনং' এই বাক্যে 'মলিনী ভবনং' 'অভস্মো ভস্মো ভবতি' ইতি ভস্মী ভবতি, অভসমনো ভস্মনো ভবনং' ইতি ভস্মী ভবনং। ঈ পচ্চয়ন্তোপি নিপাতো — উক্ত মলিনী' শব্দ বা 'ভস্মী' শব্দ বা তাদৃশ অন্য কোন শব্দ অভূততদ্ভাবার্থে ঈ প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা অব্যয় শব্দের মধ্যে গণ্য হয়।

অভূততদ্ভাবেতি কিং? অভূততদ্ভাব অর্থে ইহা বলিবার প্রয়োজন কি? এইটী প্রশ্ন। ঘটং করোতি ঘটো ভবতি; উক্ত প্রশ্নের উত্তর উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে। ঘটং করোতি, ঘটো ভবতি, ইত্যাদি স্থলে 'কর' ও 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন আখ্যাত ও কৃদন্ত শব্দের যোগ থাকিলেও অভূততদ্ভাব বা অবস্থান্তর ভাব না থাকাতে ঘট শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হইল না। কুম্ভকার ঘট করিতেছে, ইহা ঘটকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন নহে, কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট করিতেছে।

কর- ভূ যোগে তি কিং—'কর' ও 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন আখ্যাত ও কৃদন্ত শব্দের যোগে ইহা বলিবার প্রয়োজন কি? তদুত্তর উদাহরণে বলা হইয়াছে 'অমলিনো মলিনো জায়তে,' এস্থলে অভূততদ্ভাব অর্থ থাকিলেও কর ও ভূ ধাতু নিষ্পন্ন আখ্যাত বা কৃদন্ত শব্দের যোগ না থাকাতে মলিন শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হইল না।

অবত্থাবতো বত্থাযাভূতস্সঞ্ঞায বত্থুনো,
তাযাবত্থায ভবনং অভূত-তদ্ভাবং বিদুং

অন্বয়। অবত্থাবতো অঞ্ঞায অবত্থায অভূতস্স বত্থুনো তায অবত্থায ভবনং অভূত-তদ্ভাবং পণ্ডিতা বিদুং।

শব্দার্থ। অবত্থাবতো — অবস্থাবান, ষষ্ঠ্যন্ত 'বত্থুনো' এই পদের বিশেষণ, অবত্থা অস্স অত্থীতি অবত্থাবা, তস্স অবত্থাবতো বত্থুনো। অঞ্ঞায অবত্থায অভূতস্স — অন্য অবস্থায় অজাত বা অবস্থান্তর অপ্রাপ্ত, 'বত্থুনো' এই পদের বিশেষণ। বত্থুনো — বস্তুর। তায অবত্থায ভবনং — সেই অভূত অবস্থায় হওয়া। অভূত-তত্তাবং — অভূত-তদ্ভাব, অর্থাৎপূর্ব্বে ছিলনা এখন হইল; তেন অবত্থন্তরেন ভাবো তদ্ভাবো, অভূতস্সতদ্ভাবো অভূত-তত্ত'বো — সেতস্স মলিনীকরণাদিকো। পণ্ডিতা — পণ্ডিতগণ। বিদুঃ — জানেন।

বঙ্গানুবাদ। অন্য অবস্থায় অভূত অবস্থাবান বস্তুর সেই অভূতাবস্থায় পরিবর্ত্তনকে পণ্ডিতগণ অভূত-তদ্ভাব বলিয়া জানেন। অর্থাৎ কোন বস্তুর এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন হওয়ার নাম অভূত-তদ্ভাব।

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and pepole would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

Taking Refuge with a mind of Bodhichitta

In the Buddha, the Dharma and the Sangha,
I shall always take refuge
Until the attainment of full awakening.

Through the merit of practicing generosity
and other perfections,
May I swiftly accomplish Buddhahood,
And benefit of all sentient beings.

The Prayers of the Bodhisattvas

With a wish to awaken all beings,
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma, and Sangha,
Until I attain full enlightenment.

Possessing compassion and wisdom,
Today, in the Buddha's presence,
I sincerely generate
the supreme mind of Bodhichitta
For the benefit of all sentient beings.

"As long as space endures,
As long as sentient beings dwell,
Until then, may I too remain
To dispel the miseries of all sentient beings."

GREAT VOW

BODHISATTVA EARTH-TREASURY
(BODHISATTVA KSITIGARBHA)

“ Unless Hells become empty,
I vow not to attain Buddhahood;
Till all have achieved the Ultimate Liberation,
I shall then consider my Enlightenment full !”

Bodhisattva Earth-Treasury is entrusted as the Caretaker of the World until Buddha Maitreya reincarnates on Earth in 5.7 billion years.

Reciting the Holy Name:
NAMO BODHISATTVA EARTH-TREASURY

Karma-erasing Mantra:
OM BA LA MO LING TO NING SVAHA

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

⁕ The Vows of Samantabhadra ⁕

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

⁕ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ⁕

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：BALABATAR DITIYO KHANDA》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2011
BA022 - 9260